সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান

একটি হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ.ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)

অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ।

وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: دراسة حديثية نقدية
تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
أستاذ قسم الحديث والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية الحكومية، كوشتيا، بنغلادش

সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
একটি হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইলঃ ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৭১৫৪০০৬৪০

বিক্রয় কেন্দ্রঃ ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৮৬২৯০১৪৭

প্রকাশ কালঃ মুহার্‌রাম ১৪৩৬ হিজরী আরবী, কার্তিক ১৪২১ হিজরী বাংলা
নভেম্বর ২০১৪ খৃস্টাব্দ

হাদিয়াঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-90053-6-0

SALATER MODDHE HAT BADHAR BIDHAN (Rulings on Binding Hands during Prayer) by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. October 2014. Price TK 70.00 only.

ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর প্রিয়তম মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

সালাতের মধ্যে রুকু, সাজদা এবং বসা অবস্থায় হস্তদ্বয়ের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ হাদীস বিদ্যমান এবং এ সকল হাদীস পালনের বিষয়ে মতভেদ নেই। আমরা দেখি যে, অধিকাংশ মুসাল্লী এ সকল অবস্থায় হস্তদ্বয়ের অবস্থানে ভুল করেন ও সুন্নাত নষ্ট করেন। এ বিষয়ে জানার আগ্রহও কম। পক্ষান্তরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় কোথায় থাকবে সে বিষয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন। সম্ভবত ঐকমত্যের সুন্নাত পালনের চেয়ে 'মতভেদীয়' সুন্নাত নিয়ে বিতর্ক করার আনন্দ অনেক বেশি!!

আমি আমার সীমিত জ্ঞানে বলেছি, মুহাদ্দিসগণ তো দেখি বুকের উপর হাত রাখার হাদীস সহীহ বলেন। কিন্তু মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণ নাভীর নিচে বা উপরে হাত রাখার কথা বলেছেন। আশা করি, যে কোনোটি পালন করা যেতে পারে। কিন্তু অনেকেই এরূপ উত্তরে তৃপ্ত হন নি। আপত্তি জানিয়ে কেউ বলেছেন, সহীহ হাদীস জানার পরে ইমামগণের অজুহাতে সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকে পালনযোগ্য বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? যে ব্যক্তি সহীহ হাদীস পালন করে না সে কিরূপ মুসলিম? কেউ বলেছেন, আপনি ভুল বলছেন, নাভীর নিচে হাত রাখার হাদীসই সহীহ।

বিষয়টি ভাল করে জানার জন্যই কিছু পড়াশোনার চেষ্টা করলাম। সে চেষ্টার ফল এ ছোট পুস্তকটি। আমার অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত কতটুকু সঠিক তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ উপলক্ষ্যে কিছু দিন হাদীসে নববী ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত অধ্যয়ন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

আমাদের দেশের মুসলিমদের মধ্যে নিয়মিত সালাত আদায়কারী মুসলিমের সংখ্যা ১৫% অতিক্রম করবে না। এরূপ নামাযী মুসলিমদের মধ্যেও দীনের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব পালনকারী এবং সুস্পষ্ট হারামসমূহ বর্জনকারী মুমিনের সংখ্যা খুবই নগণ্য। নিজ জীবনে মহান আল্লাহর দীন শতভাগ পালনে সচেষ্ট মুসলিমের সংখ্যা বাংলাদেশে শতকরা ৫ জন বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। এরূপ নগণ্য সংখ্যক ধার্মিক মানুষদের মধ্যে তিনটি ভয়ঙ্কর বিষয় বিদ্যমান : (১) ঈমান বিষয়ক অসচেতনতা, (২) বান্দার হক বিষয়ক অসচেতনতা এবং (৩) দীন নিয়ে বিভক্তি ও দলাদলি।

পূর্বে বিভক্তি ছিল আকীদা কেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে ফিকহ কেন্দ্রিক বিভক্তি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। সমাজের প্রায় ৯৫% মুসলিম শিরক, কুফর, হারাম, অশ্লীলতা, অনাচার, জুলুম, বান্দার অধিকার নষ্ট ইত্যাদি মহাপাপের মধ্যে নিমজ্জিত। অবশিষ্ট

ধার্মিক মুমিনগণ ছোট-বড় ফিকহী মাসআলা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত। ফলে শিরক, কুফর, ধর্মান্তর, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা, 'আংশিক ইসলাম', 'শরী'আহ-মুক্ত ইসলাম', 'সর্বধর্মীয় ইসলাম' ইত্যাদির প্রচারকগণ ব্যাপক সফলতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

বিভক্তির এ সমস্যাসহ উপরের তিনটি সমস্যার সমাধান রয়েছে উম্মাতের প্রথম তিন-চার প্রজন্ম বা সালাফ সালিহীনের পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সুন্নাতের নিকট আত্মসমর্পণ করার মধ্যে। মতভেদ বর্জন বা সমর্থন এবং মতভেদসহ দলাদলি বর্জনের মানদণ্ডও তাঁরাই। এ চেতনার ভিত্তিতেই এ বইয়ের সকল আলোচনা।

গ্রন্থটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছি। প্রথম পর্বে এ বিষয়ক হাদীসগুলো ইলমুল হাদীসের মানদণ্ডে অধ্যয়নের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় পর্বে উম্মাতের প্রথম প্রজন্মগুলোর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদীসপন্থী ফকীহগণের বক্তব্যের আলোকে সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোর নির্দেশনা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়েছে যে, সহীহ হাদীস পালনের বিষয়ে ঐকমত্য সত্ত্বেও সহীহ হাদীস নির্ধারণ, হাদীসের নির্দেশনা নির্ধারণ, একাধিক সহীহ হাদীসের সমন্বয় ও হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উম্মাতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ ব্যাপক মতভেদ করেছেন। এরই আলোকে তৃতীয় পর্বে উম্মাতের মতভেদ, প্রান্তিকতা, কারণ, প্রতিকার ও এ বিষয়ে সালাফ সালিহীনের কর্মধারা আলোচনা করেছি।

এ বইয়ের মধ্যে অগণিত ইমাম, আলিম ও বুজুর্গের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকের নামের সাথে প্রত্যেক স্থানে দুআর ইঙ্গিত হিসেবে (রাহ) লেখা সম্ভব হয় নি। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, সকল আলিমের নামের সাথে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলে তাঁদের জন্য দুআ করবেন। মহান আল্লাহ এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল আলিমকে এবং মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমকে অফুরন্ত রহমত দান করুন। আমীন।

বইটি লিখতে অনেকেই উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। মুহতারাম ড. শুআইব আহমাদ, শাইখ যাকারিয়া আব্দুল ওয়াহ্হাব, শাইখ ইমদাদুল হক প্রমুখ আলিম প্রুফ দেখেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সকলকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

তথ্যসূত্র প্রদানে পাদটীকায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি। গ্রন্থ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বইয়ের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জীর' মধ্যে উল্লেখ করেছি। বর্তমানে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' ব্যবহার সকল গবেষকের জন্যই সহজ। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শামিলার উপর নির্ভর করছি।

মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, পরিবারের সদস্যবর্গ, শুভাকাঙ্খীগণ ও পাঠকগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব: প্রাসঙ্গিক হাদীসগুলোর সনদ আলোচনা /৭-৫৬

১. ১. ফকীহগণের বিভিন্ন মত /৭
১. ২. হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখা বিষয়ক হাদীস /১০
১. ৩. স্থান উল্লেখ ব্যতিরেকে হাত বাঁধার নির্দেশনা /১৩
১. ৪. গলার নিচে হাত রাখার নির্দেশনা /২৯
১. ৫. বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশনা /৩০
১. ৬. নাভীর উপরে হাত রাখার নির্দেশনা /৪৮
১. ৭. নাভীর নিচে হাত রাখার নির্দেশনা /৫০

দ্বিতীয় পর্ব: পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত /৫৭-৮৬

২. ১. সাংখ্যিক পরিসংখ্যান /৫৭
২. ১. ১. হস্তদ্বয় রাখা বা ধরা /৫৭
২. ১. ২. হস্তদ্বয়ের অবস্থান /৫৭
২. ২. সহীহ-হাসান হাদীসগুলোর ফিকহী নির্দেশনা /৫৮
২. ২. ১. হস্তদ্বয় রাখার পদ্ধতি /৫৮
২. ২. ২. হস্তদ্বয় রাখার স্থান /৬১
২. ২. ২. ১. সালাতের মৌলিক বিষয় নয় /৬১
২. ২. ২. ২. আপত্তি-সন্তুষ্টিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম /৬১
২. ২. ২. ৩. হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ক কোনো হাদীসই সহীহ নয় /৬২
২. ২. ২. ৪. সহীহ হাদীসের নির্দেশনায় হাত বাঁধার স্থান বিবেচ্য নয় /৬২
২. ২. ২. ৫. হাত বাঁধা বনাম হাত তোলা /৬৪
২. ৩. মুহাদ্দিস ফকীহগণের বক্তব্য বিশ্লেষণ /৬৭
২. ৩. ১. পূর্ববর্তীগণের মত বিবেচনার গুরুত্ব /৬৭
২. ৩. ২. মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী /৬৭
২. ৩. ৩. ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি /৬৮
২. ৩. ৪. আহমাদ ইবন হাম্বাল /৭০
২. ৩. ৫. মুহাম্মাদ ইবন ঈসা তিরমিযী /৭০
২. ৩. ৬. ইবনুল মুনযির /৭১
২. ৩. ৭. আবূ ইসহাক শীরাযী /৭৩
২. ৩. ৮. বুকের উপরের হাদীস দ্বারা নাভীর উপর প্রমাণ করা /৭৩
২. ৩. ৯. বুকে হাত রাখার মত /৭৫
২. ৩. ১০. মুহাদ্দিস ফকীহগণের বক্তব্য পর্যালোচনা /৭৯
২. ৩. ১১. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয়ের অবস্থান /৮১

তৃতীয় পর্বঃ সহীহ্ হাদীস বনাম উম্মাতের মতভেদ ও বিভক্তি /৮৭-১০৮

৩. ১. প্রচলিতের প্রেম /৮৭
৩. ২. উত্তম-অনুত্তম অনুধাবনে প্রান্তিকতা /৮৮
৩. ৩. পছন্দের অনুসরণ /৮৯
৩. ৪. প্রচলন ও অধ্যয়নের সমন্বয় /৯০
৩. ৫. আলিমগণের অনুসরণ ও কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন /৯৪
৩. ৬. গবেষণা-সংস্কার বনাম ঢালাও নিন্দাবাদ /৯৬
৩. ৭. শাইখ ইবন বায-এর সতর্কীকরণ /৯৭
৩. ৮. সহীহ্ হাদীস অনুধাবনে প্রান্তিকতা /১০০
৩. ৮. ১. হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণে মতভেদ /১০১
৩. ৮. ২. হাদীসের নির্দেশনা নির্ধারণে মতভেদ /১০১
৩. ৮. ৩. একাধিক হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ে মতভেদ /১০১
৩. ৮. ৪. মুজতাহিদ বনাম মুকাল্লিদ /১০৩
৩. ৯. সহীহ্ হাদীসের সহীহ্ নির্দেশনা /১০৫
৩. ১০. সালাফ সালিহীনের কর্মরীতি /১০৬

উপসংহার /১০৮

গ্রন্থপঞ্জী /১০৯-১১২

প্রথম পর্ব:
প্রাসঙ্গিক হাদীসগুলোর সনদ আলোচনা
১. ১. ফকীহগণের বিভিন্ন মত

সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। তাঁরা মূলত একমত যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয়ের অবস্থান 'সুন্নাত' বা সুন্নাহ নির্দেশিত 'মুস্তাহাব' বিষয়। সালাতের বিনয় ও স্থিরতা নষ্ট না করে হস্তদ্বয় যেভাবেই রাখা হোক না কেন সালাত বৈধ হবে। তবে কিভাবে হস্তদ্বয় রাখা উত্তম সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। প্রসিদ্ধ মতগুলি নিম্নরূপ:

(১) হস্তদ্বয় দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখা উত্তম। মালিকী মাযহাবের এটিই প্রসিদ্ধ মত।[১] ইমাম আহমাদ থেকেও এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের দ্বিতীয় মতে ফরয সালাতে হস্তদ্বয় একত্রিত রাখবে এবং সালাতুল জানাযায় ও নফল সালাতে হস্তদ্বয় দেহের দু পাশে ঝুলিয়ে রাখবে।[২]

(২) হস্তদ্বয় গলার নিচে বা বুকের উপরিভাগে রাখা উত্তম। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, এ মতটি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। পরবর্তী ফকীহদের মধ্যে কেউ মতটি গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না।

(৩) হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা উত্তম। হানাফী ফকীহগণ এটি ইমাম শাফিয়ীর মত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু শাফিয়ী মাযহাবের গ্রন্থগুলোতে এ মত পাওয়া যায় না। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, শাফিয়ী মাযহাবের গ্রন্থগুলোতে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে: (১) বুকের নিচে নাভীর উপরে রাখা, (২) নাভীর নিচে রাখা। আমরা দেখি যে, হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার কোনো মত শাফিয়ী মাযহাবের কোনো ইমাম বা আলিম গ্রহণ করেন নি। তবে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ মহিলাদের জন্য হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার মত প্রকাশ করেছেন।[৪]

পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকে রাখা মাকরূহ বলেছেন। প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন:

قال في رواية المزني: أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر

---

১ ইবন আব্দুল বার্র আল-ইসতিযকার ২/২৯১; নাবাবী, শারহ সহীহ মুসলিম ৪/১১৪।

২ আলী ইবন সুলাইমান মারদাবী, আল-ইনসাফ ২/৩৫

৩ সারাখসী, আল-মাবসূত ১/৪৩; মারগীনানী, আল-হিদায়াহ ১/৪৭।

৪ যাইলায়ী, উসমান ইবন আলী, তাবয়ীনুল হাকায়িক ২/২৩; মোল্লা খসরু, মুহাম্মাদ ইবন ফরামূয, দুরারুল হুক্কাম শারহ গুরারিল আহকাম ১/৩০০; ইবন নুজাইম; আল-বাহরুর রায়িক ১/৩২০; শুরুনবুলালী, নূরুল ঈযাহ পৃ. ৪৬।

"মুযানীর বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বলেন: (সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখবে) নাভীর অল্প নিচে। বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখা মাকরূহ"।[৫]

বাহ্যত দেখা যায় যে, চার ইমাম-সহ প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহগণ সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার মতটি গ্রহণ করেন নি। কোনো ইমাম বা ফকীহই এ মত প্রকাশ করেন নি। সম্ভবত এজন্যই আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহিকে এ বিষয়ে প্রশংসা করে বলেন:

وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الأمام إسحاق ابن راهويه فقد ذكر المروزي في المسائل ص٢٢٢: كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين

"এ সহীহ সুন্নাতটির বিষয়ে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি। মারওয়াযী তাঁর মাসাইল গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "ইসহাক আমাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। ... তিনি কুনূতের মধ্যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর স্তনদ্বয়ের উপর অথবা স্তনদ্বয়ের নিচে রাখতেন।"[৬]

মারওয়াযীর এ বক্তব্য থেকে আলবানী দাবি করেছেন যে, ইসহাক সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকে রাখতেন। আমরা বিষয়টি পরে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

(৪) হস্তদ্বয় বুকের নিচে নাভীর উপরে রাখা উত্তম। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের একটি মত।[৭] শাফিয়ী মাযহাবের আলিমগণের বর্ণনা অনুসারে এটিই শাফিয়ী মাযহাবের মূল মত। ইমাম নাবাবী বলেন:

ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه مشهور لابي اسحق المروزى أنه يجعلهما تحت سرته والمذهب الاول.

"হস্তদ্বয় বুকের নিচে এবং নাভীর উপরে রাখবে। এটিই হচ্ছে মাযহাবের লিপিবদ্ধ নিশ্চিতকৃত সঠিক মত। এ বিষয়ে আবূ ইসহাক মারওয়াযীর আরেকটি প্রসিদ্ধ মত আছে, তা হালো, হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখতে হবে। প্রথম মতটিই মাযহাব।"[৮]

---

[৫] ইবনুল কাইয়িম, বাদাইউল ফাওয়ায়িদ ৩/৯১-৯২।

[৬] আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১।

[৭] ইবনুল কাইয়িম, বাদাইউল ফাওয়ায়িদ ৩/৯১; ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১/৫১৪-৫১৫; শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১৮৯; বাকর আবু যাইদ, লা জাদীদা ফী আহকামিস সালাত, পৃ. ১২।

[৮] নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১০-৩১১।

(৫) হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখা উত্তম। আমরা দেখলাম যে, এটি শাফিয়ী মাযহাবের একটি মত।[৯] হানাফী মাযহাবের এটিই মত।[১০] ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মত এটিই।[১১] হাম্বালী ফাকীহগণ এ মতটিকেই হাম্বালী মাযহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২] ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি, সুফইয়ান সাওরী প্রমুখ মুহাদ্দিস ফকীহও এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[১৩]

(৬) ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাই মূল ইবাদত। এরপর হস্তদ্বয় যেখানেই রাখুক সমান সাওয়াব ও ফযীলত। বিষয়টি মুসল্লীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। অনেকটা সালাতের মধ্যে সূরা পাঠের মত। এটি ইমাম আহমাদের একটি মত। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাম্বালী ফকীহ আল্লামা ইবনুল জাওযী (৫০৮) বলেন:

تُوضَع الْيَمِين عَلَى الشمَال تَحت الصَّدْر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَعَن أَحْمد تَحت السُّرَّة وَعنهُ التَّخْيير وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَليق بالخشوع.

"ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের নিচে রাখবে। এটি শাফিয়ীর মত। আহমাদ থেকে বর্ণিত মত যে, হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। তাঁর অন্য মত বিষয়টি মুসাল্লীর ইচ্ছাধীন। আমাদের (হাম্বালী মাযহাবের) মতটিই (নাভীর নিচে রাখা) সালাতের বিনয় ও বিনম্রতার জন্য বেশি উপযোগী।"[১৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাবাবী বলেন:

واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته وعن علي بن أبي طالب ﷺ روايتان كالمذهبين وعن أحمد روايتان كالمذهبين ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر وعن مالك رحمه الله روايتان أحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم

---

[৯] নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১০-৩১৩; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮৩।
[১০] মারগীনানী, আল-হেদায়া ১/৪৭।
[১১] ইবনুল কাইয়িম, বাদাইউল ফাওয়াইদ ৩/৯১; ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১/৫১৪-৫১৫।
[১২] আলী ইবন সুলাইমান মারদাবী, আল-ইনসাফ ২/৩৫।
[১৩] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০৩
[১৪] ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ১/৩৩৯।

"তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা মুস্তাহাব। এভাবে হস্তদ্বয় বুকের নিচে নাভীর উপরে রাখবে। এটিই আমাদের (শাফিয়ী মাযহাবের) প্রসিদ্ধ মত। অধিকাংশ ফকীহ এ মত গ্রহণ করেছেন। আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি এবং আমাদের মাযহাবের আবূ ইসহাক মারওয়াযী বলেন যে, হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। আলী (রা) থেকে এ দু মাযহাবের পক্ষে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে দুটি মত বর্ণিত উপরের দুটি মাযহাবের মত। ইমাম আহমাদের তৃতীয় মত যে, এ বিষয়ে উত্তম বলে কিছু নেই; কাজেই বিষয়টি মুসাল্লীর ইচ্ছাধীন। ইমাম আওযায়ী এবং ইবনুল মুনযির এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক থেকে দুটি মত বর্ণিত: এক মতে হস্তদ্বয় বুকের নিচে রাখবে, অন্য মতে হস্তদ্বয় একটির উপর অন্যটি রাখবে না, বরং ঝুলিয়ে রাখবে। মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ আলিম দ্বিতীয় মতটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিই তাদের নিকট অধিক প্রসিদ্ধ।"[১৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, ইমাম নাবাবী ফকীহগণের ৪টি মত উল্লেখ করেছেন: (১) নাভীর উপরে বুকের নিচে রাখা, (২) নাভীর নিচে রাখা, (৩) বিষয়টি মুসল্লীর ইচ্ছাধীন, (৪) হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখা। বুকের উপরে রাখা বা গলার নিচে রাখার মত দুটি তিনি উল্লেখ করেন নি। আমরা আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী কোনো ফকীহ এ মত দুটি গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না।

১. ২. হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখা বিষয়ক হাদীস

হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এক হাদীসে জাবির ইবন সামুরাহ (রা) বলেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন: কী ব্যাপার! তোমাদেরকে তোমাদের হাতগুলো উত্তোলিত অবস্থায় দেখছি কেন? মনে হচ্ছে সেগুলি অবাধ্য ঘোড়ার লেজ! তোমরা সালাতের মধ্যে শান্ত থাকবে।"[১৬]

যারা হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখার মত গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় উঠিয়ে বুকে বা পেটে রাখা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অপছন্দ করতেন। এজন্য হস্তদ্বয় দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে শান্তভাবে দাঁড়াতে হবে।[১৭]

---

[১৫] নাবাবী, শারহ সহীহ মুসলিম ৪/১১৪।

[১৬] মুসলিম, আস-সহীহ ২/২৯ (কিতাব সালাত, বাবুল আমরি বিসসুকূনি ফিস সালাত ওয়ান নাহয়ি আনিল ইশারাতি বিল ইয়াদ...) ভারতীয় ১/১৮১।

[১৭] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০২।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ.

"হাতের উপর নির্ভর করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন।"[১৮]

মালিকী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় দেহের উপর রাখা বা হস্তদ্বয়ের উপর নির্ভর করা নিষিদ্ধ। কাজেই হস্তদ্বয় দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে রাখাই সুন্নাত।[১৯]

কয়েকজন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে তাঁদের কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখতেন। আল্লামা ইবনুল মুনযির মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (৩১৯ হি) চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ফকীহ ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলো হাদীসভিত্তিক ফিকহ-এর অন্যতম সূত্র। তিনি বলেন:

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما

"আমরা একাধিক প্রসিদ্ধ আলিম থেকে জেনেছি যে, তাঁরা সালাতের মধ্যে তাঁদের হাত ঝুলিয়ে রাখতেন। যদি কেউ সুন্নাহ পালনে অসতর্ক হন অথবা ভুলে যান অথবা সুন্নাত জানতে না পারেন, তবে তার এ অসতর্কতা, ভুল বা অজ্ঞতাকে যিনি সুন্নাত জেনেছেন ও পালন করেছেন তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না। যে সকল প্রসিদ্ধ আলিম থেকে আমরা জেনেছি যে, তাঁরা তাঁদের হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখতেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন (সাহাবী) আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা), (তাবিয়ী) হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখয়ী ও ইবন সীরীন। (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত রত অবস্থায় এক হাতের উপর অন্য হাত রেখেছে। তখন তিনি যেয়ে তার হাত দুটো খুলে পৃথক করে দেন।"[২০]

---

১৮ আবূ দাউদ, আস-সুনান (সালাত, বাব কারাহিয়াতিল ই'তিমাদ...) ১/৩৭৬; ভারতীয় ১/১৪২।

১৯ কুরতুবী, আহমদ ইবন উমার, আল-মুফহিম: শারহু সহীহ মুসলিম ২/১৫।

২০ ইবনুল মুনযির, আল-আউসাত ৪/১৮২।

এখানে ইবনুল মুনযির দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন:

প্রথমত: যে সকল সাহাবী-তাবিয়ী থেকে হাত ঝুলিয়ে রাখা প্রমাণিত হয়েছে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: সহীহ্ সুন্নাত জানার পরে তা পরিত্যাগের জন্য এরূপ বুজুর্গগণের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার বিরোধিতা করেছেন।

বস্তুত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো ফকীহ্ বা বুজুর্গের কর্ম বা মত সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলে তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করেন বা অশোভনীয় মন্তব্য করেন। আবার কেউবা তার থেকে বর্ণিত কর্ম বা মত গোপন বা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। এর বিপরীতে অন্য অনেকে আলিম, বুজুর্গ বা ফকীহগণের মত বা কর্মকে সুন্নাত অমান্য করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন: অমুক ফকীহ্, ইমাম বা বুজুর্গ কি কিছুই জানতেন না? আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশি বুঝলাম! বস্তুত এগুলো সবই কুরআন-হাদীসের শিক্ষা, সাহাবীগণের কর্মধারা, ও পরবর্তী ফকীহ্, মুহাদ্দিস, আবিদ ও ইমামগণের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাঁদের মূলনীতি হলো, কোনো প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ্ বা ইমামের কোনো মত বিশুদ্ধ সুন্নাতের বিপরীত হলে তাঁকে দোষারোপ করা, তাঁর মতটি গোপন করা বা অস্বীকার করার প্রবণতা নিন্দনীয়। পাশাপাশি সুন্নাত অবগত হওয়ার পরে কোনো বুজুর্গের অজুহাতে তা অস্বীকার বা অমান্য করাও নিন্দনীয়।

এ কারণেই মালিকী মাযহাবের অনেক ফকীহ্ মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের প্রতি শ্রদ্ধা-সহ বাম হাতের উপর ডান হাত রাখাকে উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ইবন আব্দিল বার্র (৪৬৩ হি) কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ীর হাত ঝুলিয়ে রাখা প্রসঙ্গে বলেন:

وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك، وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أن ليس بحكم واجب . . . والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها...

"এ সকল আলিমের হাত ঝুলিয়ে রাখা মতভেদ বলে গণ্য নয়। কেউ যদি হাত একত্রিত করে রাখা মাকরূহ্ বলতেন তবে তা মতভেদ বলে গণ্য হতো। একজন আলিম এজন্যও হাত ঝুলিয়ে রাখতে পারেন যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা ওয়াজিব নয়।... সর্বাবস্থায় সুন্নাতের ক্ষেত্রে যিনি সুন্নাত পালন করবেন তিনিই দলীল অনুসারী। যিনি সুন্নাতের ব্যতিক্রম করবেন তিনিই দলীল বিরোধী পরাজিত। ... ।"[২১]

[২১] ইবন আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ ২০/৭৬।

১. ৩. স্থান উল্লেখ ব্যতিরেকে হাত বাঁধার নির্দেশনা

আমরা দেখলাম যে, হস্তদ্বয় দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলিকে আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

(১) স্থান উল্লেখ ব্যতিরেকে হস্তদ্বয় একত্রে রাখার নির্দেশনা
(২) হস্তদ্বয় গলার নিচে রাখার নির্দেশনা
(৩) হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার নির্দেশনা
(৪) হস্তদ্বয় নাভীর উপর রাখার নির্দেশনা
(৫) হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখার নির্দেশনা

প্রথমে আমরা স্থানের নির্দেশনা বিহীন হাদীসগুলো আলোচনা করব।

হাদীস নং ১

ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে বলেন:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّه قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لا أَعْلَمُهُ إِلا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

"আবু হাযিম (সালামাহ ইবন দীনার) থেকে, তিনি সাহল ইবন সা'দ আস সায়িদী (রা) থেকে, তিনি বলেন: মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হতো সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম বাহুর উপর রাখতে। আবু হাযিম বলেন, এ নির্দেশকে তিনি নাবীউল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন বলেই আমি জানি।"[২২]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা থেকে ইমাম মালিকের সূত্রে সংকলন করেছেন।[২৩]

হাদীসটি বুঝতে আমাদের কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

প্রথম শব্দ: (يُؤْمَرُونَ) আদেশ করা হতো। আদেশকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ। বর্ণনাকারীও তা নিশ্চিত করেছেন। আর তিনি তা না বললেও এ কথাই বুঝা যেত; কারণ সাহাবীগণকে তিনি ছাড়া কে সালাত বা দীন বিষয়ে আদেশ করতেন?

---

[২২] মালিক ইবন আনাস, আল-মুআত্তা (মিসর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস: শামিলা) ১/১৫৯, (কিতাব কাসরিস সালাত ফিস সাফার, বাব ওয়াদয়িল ইয়াদাইনি....)

[২৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫৯ (কিতাবু সিফাতিস সালাত, বাবু ওয়ায়িল ইউমনা আলাল ইউসরা), ভারতীয় ১/১০২।

সাহাবীগণের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন নি। কিন্তু শীয়াগণ এ হাদীসটি নিয়েও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে সচেষ্ট। শীয়াগণ সালাতে হাত দুপাশে ঝুলিয়ে রাখেন। তারা হাত বাঁধাকে সালাত ভঙ্গের কারণ বলে মনে করেন। ইমাম খোমেনী তাঁর 'আল-ওয়াসীলাহ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

مبطلات الصلاة أمور ... ثانيهما: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الآخر نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التقية.

"সালাত বিনষ্ট বা ভঙ্গকারী বিষয় অনেক। ... দ্বিতীয় বিষয়: ... এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা, যেমন আমরা ছাড়া অন্যরা করে। তবে তাকিয়ার জন্য এরূপ করলে কোনো অসুবিধা নেই।"

তাকিয়া অর্থ আত্মরক্ষা করা। সুন্নীদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজের বিশ্বাস বা কর্ম গোপন করা, মিথ্যা বলা বা প্রতারণা করাকে শীয়া পরিভাষায় তাকিয়া বলা হয়। খোমেনী জানালেন যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় একত্রিত করে বুকে বা পেটে রাখলে সালাত ভেঙ্গে যাবে; তবে সুন্নীদের মধ্যে সালাত আদায় করতে যেয়ে কোনো শীয়া এরূপ করলে অসুবিধা নেই।[২৪]

এটি তাদের মত। এ নিয়ে আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে শীয়াগণ বিভিন্নভাবে সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলিমদের নানভাবে প্রতারিত করে শীয়া ধর্মমতে দীক্ষা দিতে সদা তৎপর। তারা সহীহ্ বুখারীর এ হাদীস দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের বুঝান যে, উমাইয়া যুগে সরকার ও প্রশাসন মুসলিমদেরকে এ আদেশ প্রদান করত।

আমরা আগেই বলেছি যে, সাহাবীগণকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া কেউ দীনের বিষয়ে আদেশ করতেন না বা দীনের বিষয়ে তাঁর নির্দেশের ও সুন্নাতের বাইরে কারো নির্দেশ তাঁরা মানতেন না। এছাড়া উমাইয়া শাসকগণ ক্ষমতা ও ভোগদখলের জন্য অন্যায় করলেও তারা মানুষদের সালাত-সিয়াম ইত্যাদি দীনী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে অকারণে নিজেদের ক্ষমতার সমস্যা সৃষ্টি করতেন না। সর্বোপরি সাহল ইবন সাদ (রা) উমাইয়া যুগের মাঝামাঝি ৮৮ হিজরীর দিকে ইন্তেকাল করেন। কাজেই উমাইয়া যুগের কোনো বিষয় হলে তিনি বলতেন না যে, "মানুষদেরকে আদেশ করা হতো"। বরং সেক্ষেত্রে তিনি বলতেন: "মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়..।"

কোনো সাহাবী যখন বলেন যে, আমাদেরকে আদেশ করা হতো, তার অর্থই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে আদশে করতেন। তাবিয়ীগণ একথা জানতেন বলেই

[২৪] আলী ইবন নায়িফ আশ-শাহূদ, আল-মুফাস্সাল ফির রাদ্দি ১২/২৬৯; আর-রাদ্দু আলা উসূলির রাফিদাহ, মাজমূউ মুআল্লাফাতি আকায়িদির রাফিযাহ ২৯/৩২৩, ১১৫/১৭।

সংক্ষেপে তাঁরা এরূপ বলতেন। মহিলা তাবিয়ী মুআযাহ বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম: ঋতুবতী মহিলা সিয়ামের কাযা করেন কিন্তু সালাতের কাযা করেন না কেন? তিনি বলেন:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ

"আমাদের এরূপ হতো, তখন আমাদেরকে সিয়ামের কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো, কিন্তু সালাতের কাযার আদেশ দেওয়া হতো না।"[২৫]

এখানে আমরা সন্দেহাতীতভাবেই বুঝতে পারছি যে, আদেশদাতা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। বিষয়টি সর্বজনজ্ঞাত বলেই সাহাবীগণ সংক্ষেপ করতেন।

শীয়াগণ কোনো হাদীসই মানেন না; কিন্তু তাদের সুবিধামত দুএকটি হাদীস নিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, কয়েক ডজন হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে এভাবে হাত রাখতেন। সর্বোপরি হাত রাখার ক্ষেত্রে তিনিই যে আদেশ দিতেন তা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীস থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দেখেন যে, আমি সালাতের মধ্যে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছি। তখন তিনি হাত খুলে আমার বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দিলেন। হাদীসটি আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

'আদেশ' শব্দটি থেকে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, এভাবে হাত রাখা 'ওয়াজিব'। তবে চার ইমাম-সহ অধিকাংশ ফকীহ এ ভাবে হাতের উপর হাত রাখা বা বাঁধাকে মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত বলে গণ্য করেছেন।[২৬] ইমাম নাবাবী বলেন: "এ সকল হাদীস থেকে তাকবীরে তাহরীমার পরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা মুসতাহাব বলে প্রমাণিত হয়।"[২৭]

এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। 'বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হতো' কথাটির অর্থ হতে পারে যে, যদি কেউ এভাবে হস্তদ্বয় একত্রে রাখে তাহলে সে যেন ডান হাতকে উপরে রাখে, বাম হাতকে উপরে না রাখে। ইবন মাসউদের (রা) হাদীস থেকে এরূপ বুঝা যায়। হস্তদ্বয় একত্রে রাখা ওয়াজিব বলে গণ্য না হওয়ার অন্যতম কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা

---

[২৫] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৮২ (কিতাব আল-হায়দ, বাব ওজূব কাদায়িস সাওম) ভারতীয় ১/১৫৩; আরো দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/১২২ (কিতাব আল-হায়েদ, বাব লা ইয়াকদিল হায়িদুস সালাত), ভারতীয়: ১/৪৬।

[২৬] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০২।

[২৭] নাবাবী, শারহু সহীহ মুসলিম ৪/১১৪।

দানের সময় এ বিষয়টি উল্লেখ করেন নি এবং হস্তদ্বয় এভাবে না রাখার জন্য কাউকে আপত্তি করেন নি।[২৮]

দ্বিতীয় শব্দ: اليد বা হাত। আল-মু'জামুল ওয়াসীতের ভাষায়:

(اليد) من أعضاء الجسد وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع

"ইয়াদ: দেহের অঙ্গ: কাঁধ থেকে আঙুলগুলোর প্রান্ত পর্যন্ত"।[২৯]

তৃতীয় শব্দ: ذراع অর্থাৎ হাত। আল-মু'জামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে:

(الذراع)..من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى

'যিরা': মানুষের... কনুইয়ের প্রান্ত থেকে মধ্যম আঙুলের প্রান্ত পর্যন্ত।[৩০]

এ হাদীসে ডান হাতকে বাম বাহুর উপর রাখতে বলা হয়েছে। শাব্দিকভাবে বাম হাতের আঙুলের প্রান্ত থেকে কনুই পর্যন্ত যে কোনো স্থানে ডান হাতের কাঁধ থেকে আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত যে কোনো স্থান রাখলেই এ নির্দেশ পালিত হবে। হস্তদ্বয় দেহের কোথায় রাখতে হবে তা বলা হয় নি।

হাদীস নং ২

সালাতের মধ্যে হাত বাঁধা বা রাখার বিষয়ে ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। উপরের সাহল ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী ও অন্য কয়েকজন মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন এবং সকলের বর্ণনা একইরূপ। পক্ষান্তরে ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং বর্ণনাগুলোর মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত বেশ পার্থক্য রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) ইয়ামানের হাদরামাউত প্রদেশের প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। তিনি মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বিশেষভাবে সম্মান করেন, তাঁকে নিজের পাশে মিম্বারের উপরে উঠিয়ে সাহাবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত পদ্ধতি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। বিভিন্ন সনদে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং বর্ণনাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করছি। ওয়ায়িল (রা)-এর একটি হাদীস ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

---

[২৮] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০২

[২৯] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ২/১০৬৩। ১/৩১১।

[৩০] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৩১১।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

"আমাদেরকে যুহাইর ইবন হারব বলেন, আমাদেরকে আফ্ফান বলেন, আমাদেরকে হাম্মাম বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ বলেন, আমাকে আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল বলেন, তিনি আলকামা ইবন ওয়ায়িল ও তাদের একজন মাওলা থেকে, তারা ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে, তিনি দেখেন যে, নাবীউল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করলেন তখন তাঁর দু হাত উঠালেন - হাম্মাম হাত উঠানোর বর্ণনা দিয়ে বললেন: তাঁর দু কান পর্যন্ত- আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর তিনি তার কাপড় জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।"[৩১]

এখানে ডান-বাম উভয় হাতের ক্ষেত্রে 'ইয়াদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপর 'রাখা'র কথা বলা হয়েছে। হাদীসটি উপরের সাহল (রা)-এর হাদীসের সমার্থক। বাম হাতের আঙুলের প্রান্ত থেকে কাঁধ পর্যন্ত যে কোনো স্থানে ডান হাতের আঙুলের প্রান্ত থেকে কাঁধ পর্যন্ত যে কোনো স্থান রাখলেই আভিধানিক ও আক্ষরিকভাবে এ হাদীসের নির্দেশ পালিত হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সালাতে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার বিষয়ে এ দুটি হাদীসই সংকলিত হয়েছে। ইমাম বুখারী একটি হাদীস 'তা'লীক' হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন যে: "আলী (রা) তাঁর ডান তালু তাঁর বাম কব্জির উপর রাখতেন।" আমরা পরবর্তীতে হাদীসটি আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলোতে হস্তদ্বয় দেহের কোথায় রাখতে হবে তা বলা হয় নি। বুকে, পেটে, নাভীর উপরে বা নীচে যেখানেই রাখা হোক সুন্নাত পালিত হবে বলে উপরের হাদীসগুলো নির্দেশ করে।

হাদীস নং ৩

ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনা। ইমাম আহমাদ বলেন:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ كَيْفَ

---

[৩১] মুসলিম ১/৩০১ (কিতাবুস সালাত, বাব ওয়াদয়ি ইয়াদিহিল ইয়ুমনা আলাল ইউসরা বা'দা তাকবীরাতিল ইহরাম), ভারতীয় ১/১৭৩।

يُصَلِّي قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (وفي رواية أخرى لأحمد: مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ)

"আমাদেরকে ইউনূস ইবন মুহাম্মাদ বলেন, আমাদেরকে আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, আমাদেরকে আসিম ইবন কুলাইব তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবন হুজর হাদরামী (রা) থেকে, তিনি বলেন: আমি নাবীউল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করলাম আর বললাম, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করেন তা আমি দেখব। তিনি বলেন: তিনি তখন কিবলামুখি হলেন, আল্লাহু আকবার বললেন এবং তাঁর কাঁধদ্বয় পর্যন্ত হস্তদ্বয় উঠালেন। তিনি বলেন: অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরলেন।"

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আসিম ইবন কুলাইব থেকে এ সনদে এবং এ শব্দে সংকলন করেছেন। হাদীসটির রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমাদের উস্তাদ ইউনূস ইবন মুহাম্মাদ (২০৭ হি) সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবন হাজার বলেন: (ثقة حافظ): নির্ভরযোগ্য ও হাফিযে হাদীস। তাঁর উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ (১৭৬) বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। ইবন হাজারের ভাষায়: (ثقة): নির্ভরযোগ্য। তাঁর উস্তাদ আসিম ইবন কুলাইব ইমাম মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবন হাজারের ভাষায়: (صدوق رمي بالإرجاء): সত্যপরায়ণ, মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত। তাঁর পিতা কুলাইব ইবন শিহাব ইবন মাজনূন গ্রহণযোগ্য রাবী। ইবন হাজারের ভাষায় (صدوق): সত্যপরায়ণ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী, শাইখ শুআইব আরনাউত ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তা নিশ্চিত করেছেন।[৩২]

হাদীস নং ৪

ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের তৃতীয় বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসের উস্তাদ, ৩য় শতকের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ইমাম ইয়াকূব ইবন সুফইয়ান আল-ফারিসী আল-ফাসাবী (২৭৭ হি) তাঁর 'আল-মারিফাহ ওয়াত তারীখ' গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেন। তাঁর সূত্রে ইমাম বাইহাকী 'আস-সুনান আল-কাবীর' গ্রন্থে তা সংকলন করেন। তিনি বলেন:

وأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ

---

[৩২] আহমাদ, আল-মুসনাদ (শুআইব আরনাউতের টীকাসহ) ৪/৩১৬।

حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ

"আমাদেরকে আবুল হুসাইন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান বাগদাদে বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর বলেন, আমাদেরকে ইয়াকূব ইবন সুফইয়ান (ফাসাবী) বলেন, আমাদেরকে আবূ নুআইম বলেন, আমাদেরকে মূসা ইবন উমাইর আম্বারী বলেন, আমাকে আলকামা ইবন ওয়াইল তার পিতা (ওয়াইল ইবন হুজর) থেকে বলেন: নাবীউল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর আঁকড়ে ধরতেন।"

হাদীসটি তাবারানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ সনদে সংকলন করেছেন।

সনদের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। বাইহাকীর উস্তাদ আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান (৪১৫ হি) সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।[৩৩] তাঁর উস্তাদ আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন দুরাস্তাওয়াহি আন-নাহবী (৩৪৭ হি) সুপ্রসিদ্ধ আরবী ব্যকরণবিদ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস।[৩৪] ইয়াকূব ইবন সুফইয়ান আল-ফাসাবী নির্ভরযোগ্য রাবী, হাফিযে হাদীস এবং হাদীস ও ইলমুল হাদীস বিষয়ে বহুগ্রন্থ প্রণেতা উলুমুল হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। ফাসাবীর উস্তাদ আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন (২১৮ হি) বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী। তাঁর উস্তাদ মূসা ইবন উমাইর আন্‌বারী নির্ভরযোগ্য তাবি-তাবিয়ী রাবী।[৩৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী 'যায়ীফুল জামিয়িস সাগীর' গ্রন্থে একে 'যায়ীফ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি 'সাহীহাহ' গ্রন্থে হাদীসটি 'সাহীহ' বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩৬]

ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের প্রথম বর্ণনায় এবং সাহল (রা)-এর হাদীসে হাত 'রাখা'-র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণনায় ধরা ও 'আঁকড়ে ধরা'-র কথা বলা হয়েছে। ওয়ায়িল (রা) মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একবারের সালাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বাহ্যত 'ধরা' ও 'রাখা'র মধ্যে পার্থক্য নেই। বাম হাতের কোনো স্থানকে যদি ডান হাত দিয়ে মুঠি করে ধরা হয় তবে তা 'বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা' বলে গণ্য। 'রাখা' ব্যতিরেকে 'ধরা' যায় না। আর যদি মুঠো করে

---

৩৩ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল গনী বাগদাদী (৬২৯ হি), আত-তাকয়ীদ লি মারিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল মাসানীদ, পৃ. ৬২-৬৩।

৩৪ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল গনী বাগদাদী, আত-তাকয়ীদ, পৃ. ৩১৬-৩১৮।

৩৫ ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৪৪৬, ৫৫৩।

৩৬ আলবানী, জামিউস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, পৃ. ৯৯২; সহীহাহ (সিলসিলাতুল আহাদীস) ৫/৩০৬।

না ধরে শুধুই ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা হয় তবুও তা 'ধরা' বলে গণ্য; কারণ মুঠি করে না ধরলেও অন্তত কিছুটা চেপে না ধরলে দুহাত একত্রে রাখা যায় না। সর্বাবস্থায় যে কোনোভাবে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলে বা ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরলে এ সকল হাদীসের নির্দেশ পালিত হবে।

হাদীস নং ৫

ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের চতুর্থ বর্ণনা। আমরা দেখেছি যে, ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের প্রথম ভাষ্য (হাদীস নং ২) ওয়ায়িলের পুত্র আলকামা ও তাঁদের এক খাদেম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের দুজন থেকে ওয়ায়িলের অন্য পুত্র আব্দুল জাব্বার বর্ণনা করেছেন। ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের দ্বিতীয় ভাষ্য, (হাদীস নং ৩) ওয়ায়িল (রা) থেকে কুলাইব ইবন শিহাব বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র আসিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আসিম থেকে অনেক মুহাদ্দিস ও রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের তৃতীয় ভাষ্য (হাদীস নং ৪) ওয়ায়িল থেকে তাঁর পুত্র আলকামা বর্ণনা করেছেন। আলকামা থেকে মূসা ইবন উমাইর। মূসা থেকে অনেক মুহাদ্দিস তা বর্ণনা করেছেন।

এবার চতুর্থ বর্ণনা। ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ ﷺ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

"আমাদেরকে মুসাদ্দাস বলেছেন, আমাদেরকে বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল বলেছেন, তিনি আসিম ইবন কুলাইব থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবন হুজর থেকে, তিনি বলেন: ... অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরলেন। ... আমাদেরকে হাসান ইবন আলী বলেছেন, আমাদেরকে আবুল ওলীদ বলেছেন, আমাদেরকে যায়েদাহ বলেছেন, তিনি আসিম ইবন কুলাইব থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে, তিনি বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখেন।

এখানে ইমাম আবূ দাউদ ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসে দ্বিতীয় বর্ণনার (হাদীস নং ৩) -এর, অর্থাৎ আসিম ইবন কুলাইবের বর্ণনার দুটি পৃথক ভাষ্য দিলেন। প্রথম বর্ণনায়: বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায়: ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।

প্রথম ভাষ্যটি আসিম থেকে এখানে বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল ইবন লাহিক বর্ণনা করেছেন। আমরা দেখেছি (হাদীস নং ৩) একই ভাষ্য ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আসিম থেকে আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁদের থেকে অনেকেই প্রথম ভাষ্যটি বর্ণনা করেছেন। এ ভাষ্যটি বিভিন্ন সহীহ্ সনদে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলিত।

দ্বিতীয় ভাষ্যটি আসিম থেকে যায়িদাহ্ ইবন কুদামাহ্ আস-সাকাফী, আবুস সালত কূফী (১৬০ হি) বর্ণনা করেছেন। যায়িদাহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবন আব্দুল মালিক আত-তায়ালিসী (২২৭ হি)। তাঁর থেকে হাসান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (২৪২ হি)। এরা তিনজনই বুখারী-মুসলিম ও সকল মুহাদ্দিস স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম ও নির্ভুল হাদীস বর্ণনাকারী।[৩৭]

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আসিম-এর সূত্রে একই সনদে সংকলন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি সহীহ্ বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩৮]

আমরা দেখলাম, এ হাদীসে 'ডান হাত'-কে বাম হাতের তালু, কব্জি ও বাহুর উপর রাখার কথা বলা হয়েছে। বাহু বলতে আরবীতে الساعد 'সায়িদ' শব্দ বলা হয়েছে। আল-মু'জামুল ওয়াসীত-এ 'সায়িদ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:

(الساعد) ما بين المرفق والكف من أعلى

"কনুই ও হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থান উপর থেকে।"[৩৯]

এ হাদীসেও হস্তদ্বয় রাখার পদ্ধতি বলা হয়েছে, স্থান বলা হয় নি। আমরা দেখেছি যে, হাত বলতে কনুই থেকে করতল পর্যন্ত বুঝানো হয়। ডান হাতের কনুই থেকে করতল পর্যন্ত যে কোনো অংশকে বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর কোনো স্থানে রাখলেই হাদীসটি শাব্দিক অর্থে পালন করা হবে। আর এভাবে হাত দুটো বুকের উপর থেকে নাভীর নিচে যে কোনো স্থানে রাখা সম্ভব। তবে লক্ষণীয় যে, প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসে 'ডান হাত' বলতে 'ডান হাতের তালু' বুঝেছেন। ইমাম ইবন খুযাইমা এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে এর শিরোনাম লিখেছেন:

باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا

"ডান হাতের তালুর পেটকে বাম হাতের তালু, কব্জি এবং বাহুর উপর একত্রে রাখার পরিচ্ছেদ"।[৪০]

---

[৩৭] ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ২১৩, ৫৭৩, ১৬২।
[৩৮] নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১২; আলবানী, সহীহ্ আবী দাউদ ৩/৩১৫।
[৩৯] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৪৩০।
[৪০] ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ ১/২৪৩।

ইবন হাযম, নাবাবী, শাওকানী প্রমুখ মুহাদ্দিসও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[৪১] আর এভাবে ডান হাতের তালুকে বাম হাতের তালু ও কব্জিসহ বাহুর কিয়দাংশের উপর রাখলে হস্তদ্বয় বুকের উপর থেকে নাভীর নিচে পর্যন্ত যে কোনো স্থানে রাখা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম বাইহাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْزِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى؟ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ وكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَالرُّسْغِ مِنَ السَّاعِدِ.

আমাদেরকে হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদেরকে আবুল হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনযী বলেন, আমাদেরকে উসমান ইবন সায়ীদ (দারিমী) বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবন রাজা বলেন, আমাদেরকে যায়েদাহ বলেন, আমাদেরকে আসিম ইবন কুলাইব আল-জারমী বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেন, ওয়ায়িল ইবন হুজর তাঁকে বলেছেন .... অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ এবং <u>বাহুর কব্জির উপর</u> রাখলেন।"

আবূ দাউদের বর্ণনায় হাদীসটি যায়িদা থেকে বর্ণনা করেছেন আবুল ওয়ালীদ, তাঁর থেকে হাসান ইবন আলী, তাঁর থেকে আবূ দাউদ। আর বাইহাকীর বর্ণনায় হাদীসটি যায়িদাহ থেকে বর্ণনা করছেন আব্দুল্লাহ ইবন রাজা। তিনি বুখারী স্বীকৃত বিশ্বস্ত রাবী। তাঁর থেকে ইমাম দারিমী উসমান ইবন সাঈদ। তাঁর থেকে আবুল হাসান আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদূস আল-আনযী তারায়িফী (৩৪৬ হি), তাঁর থেকে ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), তাঁর থেকে বাইহাকী হাদীসটি সংকলন করেছেন। এরা সকলেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উভয় সনদই সহীহ। প্রথম বর্ণনার দাবি যে, ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে থাকবে। এতে হাত নাভীর উর্ধ্বে বা বুকের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ এবং 'বাহুর কব্জির' বা শুধু 'কব্জির' উপর থাকবে। এতে হাত নাভীর নিচে থেকে বুকের উপরে যে কোনো স্থানেই স্বাভাবিকভাবে রাখা সম্ভব।

---

[৪১] ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৯-৩০; নাবাবী, আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৪/৩২৭; শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০০।

হাদীস নং ৬

ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى زَيْنَبَ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার ইবন রাইয়ান বলেন, তিনি হুশাইম ইবন বাশীর থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবন আবী যাইনাব থেকে তিনি আবূ উসমান নাহদী থেকে, তিনি ইবন মাসউদ (রা) থেকে, তিনি বলেন: তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি তাঁর বাম হাতকে ডান হাতের উপর রেখেছিলেন। নাবীউল্লাহ ﷺ তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তখন তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দেন।[৪২]

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। শুধু হাজ্জাজ ইবন আবী যাইনাব-এর বিষয়ে সামান্য মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মাদীনী, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবন মায়ীন, ইবন আদী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এজন্য ইমাম নাবাবী বলেছেন যে, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।[৪৩] ইবন হাজার আসকালানী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৪]

হাদীস নং ৭

ইমাম ইবন হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন:

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا (نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا) في صلاتنا.

আমাদেরকে হাসান ইবন সুফইয়ান বলেন, আমাদেরকে হারমালা ইবন ইয়াহইয়া বলেন, আমাদেরকে ইবন ওয়াহব বলেন, আমাদেরকে আমর ইবনুল

---

[৪২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৭৪ (কিতাবুস সালাত, বাব ওয়াদয়িল ইউমনা আলাল ইউসরা...), ভারতীয় ১/১১০।

[৪৩] নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১২।

[৪৪] ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ২/২২৪।

হারিস বলেছেন, তিনি আতা ইবন আবী রাবাহকে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আমরা নবীগণ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের শেষ সময়ে সাহরী করব, প্রথম সময়েই ইফতার করব এবং আমরা আমাদের সালাতের মধ্যে বাম হাতের উপরে ডান হাত দিয়ে ধরব।"[৪৫]

ইমাম তাবারানীও একই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁর বর্ণনায়: "আমাদের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখব"।[৪৬]

এ সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ মুসলিমের রাবী। হাইসামী, আলবানী, শুআইব আরনাঊত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪৭]

হাদীস নং ৮

ইমাম তিরমিযী বলেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. وفي لفظ ابن أحمد: وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ

আমাদেরকে কুতাইবা বলেছেন, আমাদেরকে আবুল আহওয়াস বলেছেন, তিনি সিমাক ইবন হারব থেকে, তিনি কাবীসাহ ইবন হুল্ব থেকে, তিনি তার পিতা (হুল্ব আত-তায়ী ইয়াযিদ ইবন আদী) (রা) থেকে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ইমামতি করতেন, তখন তিনি তাঁর বাম হাতকে তাঁর ডান হাত দিয়ে ধরতেন"।[৪৮]

ইমাম আহমাদ হাদীসটি সংকলন করেছেন ইবন আবী শাইবা থেকে, ওকী থেকে, সুফইয়ান সাওরী থেকে সিমাক থেকে। তাঁর বর্ণনায়: "তখন তিনি তাঁর ডান হাতকে তাঁর বাম হাতের উপর রাখতেন।"[৪৯]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। বস্তুত হাদীসের রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। কুতাইবা ইবন সাঈদ ও আবুল আহওয়াস সাল্লাম ইবন সুলাইম উভয়েই বুখারী ও মুসলিমের রাবী। তাবিয়ী সিমাক ইবন হারব নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারী (তালীক) এবং মুসলিম তার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

---

৪৫ ইবন হিব্বান, আস-সহীহ: তারতীব ইবন বালবান (শুআইব আরনাঊতের টীকা সহ) ৫/৬৭-৬৮।

৪৬ তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ২/২৪৭, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৭৫।

৪৭ হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৭৫, ৩/৩৬৮; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ১১৮; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ: আরনাঊতের টীকা ৫/৬৮।

৪৮ তিরমিযী, আস-সুনান ২/৩২ (আবওয়াবুস সালাত, বাব ফী ওয়াদয়িল ইয়ামিন আলাশ শিমাল) ভারতীয় ১/৫৯।

৪৯ আহমাদ, আল-মুসনাদ ৫/২২৬।

কাবীসাহ্ অপরিচিত রাবী। সিমাক ছাড়া অন্য কোনো রাবী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইবনুল মাদীনী ও নাসাঈ তাকে মাজহূল বা অজ্ঞাতপরিচয় বলেছেন। ইজলী ও ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবন হাজার আসকালানী তাকে 'মাকবূল' বলেছেন। অর্থাৎ এককভাবে তিনি দুর্বল, তবে একাধিক বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে তিনি নির্ভরযোগ্য।

সম্ভবত কাবীসার কারণেই ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন। পক্ষান্তরে আরনাউত বলেন: "কাবীসাহ্ অজ্ঞাতপরিচয় রাবী হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল।"[৫০]

এ হাদীসটির অন্য বর্ণনায় হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার কথা বলা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হাদীস নং ৯

ইমাম আহমাদ বলেন:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ (وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ الْحَارِثِ بْنِ غُضَيْفٍ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنْ الأَشْيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ

"আমাদেরকে হাম্মাদ ইবন খালিদ (এবং আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী) বলেছেন, আমাদেরকে মুআবিয়া ইবন সালিহ্ বলেন, তিনি ইউসুফ ইবন সাইফ থেকে, তিনি গুদাইফ ইবনুল হারিস বা হারিস ইবনুল গুদাইফ থেকে, তিনি বলেন: 'আমি সব কিছু ভুলে গেলেও এ কথা ভুলব না যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা অবস্থায় দেখেছিলাম'।"

ইবন আবী শাইবা ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও এ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। রাবীগণের মধ্যে আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী ইলম হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম। হাম্মাদ ইবন খালিদ ও মুআবিয়া ইবন সালিহ্ ইমাম মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। ইউনূস ইবন সাইফ বা ইউসূফ ইবন সাইফকে বায্যার, দারাকুতনী, ইবন হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন হাজার তাকে 'মাকবূল' বলেছেন। গুদাইফ সাহাবী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু মতভেদ বিদ্যমান। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে

---

[৫০] আলবানী, সহীহ্ ওয়া যায়ীফ সুনানিত তিরমিযী ১/২৫৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ: শুআইব আরনাউত-এর টীকা ৫/২২৬।

সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাইসামী বলেন: "সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য"। আরনাউত বলেন: "গুদাইফকে সাহাবী গণ্য করলে হাদীসটি হাসান।"[৫১]

হাদীস নং ১০

ইবন আবী শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ.

"আমাদেরকে ওকী বলেছেন, তিনি ইসমাঈল ইবন আবী খালিদ থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি মুওয়ার্‌রিক আল-ইজলী থেকে, তিনি আবূ দারদা (রা) থেকে, তিনি বলেন: নবীগণের আচরণের অন্যতম বিষয় সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।"[৫২]

হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ। ওকী ইবনুল জার্‌রাহ, ইসমাঈল ইবন আবী খালিদ, সুলাইমান ইবন মিহরান আ'মাশ, মুজাহিদ ইবন জাব্‌র এবং মুওয়ার্‌রিক ইবনুল মুশামরাজ ইজলী সকলেই প্রসিদ্ধ রাবী ও হাদীসের ইমাম। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁদের হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটি মাউকূফ বা সাহাবীর বক্তব্য হলেও, তিনি বিষয়টিকে নবীগণের আচরণ বা কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। নবীগণের বৈশিষ্ট্য বা আচরণ কি তা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমেই জানতেন। বাহ্যত তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম দেখে বা তাঁর থেকে জেনে কথাটি বলেছেন। কাজেই হাদীসটি 'মারফূ হুকমী' বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস পর্যায়ের বলে গণ্য।

হাদীস নং: ১১

ইমাম দারাকুতনী বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ثَلاَثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلاَةِ.

---

[৫১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৭৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, শুআইবের টীকা ৪/১০৫।

[৫২] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (মুহাম্মাদ আওয়ামাহ সম্পাদিত) ১/৩৯০।

আমাদেরকে আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আযীয বলেছেন, আমাদেরকে শুজা ইবন মাখলাদ বলেছেন, আমাদেরকে হুশাইম বলেছেন, মানসূর আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন আবান আনসারী থেকে বলেন, তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেন: "তিনটি বিষয় নুবুওয়াতের অংশ: ইফতার প্রথম সময়েই করা, সাহরী শেষ সময়ে করা এবং সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।"[৫৩]

উপরের হাদীসের মত এ হাদীসটিও সাহাবীর বক্তব্য বা মাওকূফ হাদীস। তবে তা মারফূ বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস পর্যায়ের; কারণ সাহাবী এ কর্মগুলোকে নুবুওয়াতের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী দারাকুতনীর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] বস্তুত হাদীসটির রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয, ইবন বিনত আহমাদ ইবন মানী, আবুল কাসিম আল-বাগাবী (২১৩-৩১৭হি) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। ইবন আবী হাতিম, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে 'সিকাহ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] শুজা ইবন মাখলাদ আল-ফাল্লাসকে ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী তাকে 'সাদূক' বা সত্যপরায়ণ রাবী বলেছেন। হুশাইম ইবন বাশীর ইবনুল কাসিম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইমাম। বুখারী ও মুসলিম তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। মানসূর ইবন যাযান অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী রাবী। বুখারী ও মুসলিম তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। মুহম্মাদ ইবন আবানকে ইমাম বুখারী ও ইবন আবী হাতিম উল্লেখ করেছেন। ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৬] তবে ইমাম বুখারী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: "মুহাম্মাদ ইবন আবান আয়েশা (রা) থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন বলে আমরা জানি না"।[৫৭]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবন আবান সরাসরি হাদীসটি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছেন বলে নিশ্চিত নয়। হাদীসটিতে 'ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা আছে।

এখানে উল্লেখ্য এ অর্থে ইবন উমার (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস পৃথক সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক সনদেই কম বেশি দুর্বলতা রয়েছে।

---

৫৩ দারাকুতনী, আস-সুনান ৩/২১৩

৫৪ বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (ভারত, নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি: শামিলা) ২/২৯।

৫৫ ইবন আবী ইয়ালা, আবুল হুসাইন, তাবাকাতুল হানাবিলা ১/১৮৯-১৯০।

৫৬ বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/৩২; ইবন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তাদীল ৭/১৯৮-১৯৯; ইবন হিব্বান, আস-সিকাত ৭/৩৯২।

৫৭ বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/৩২।

হাদীস নং ১২

ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ

"আমাদেরকে নাসর ইবন আলী বলেছেন, আমাদেরকে আবু আহমাদ বলেছেন, আমাদেরকে আলা ইবন সালিহ্ বলেছেন, তিনি যুরআ ইবন আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি বলেন: আমি ইবনুয যুবাইরকে বলতে শুনেছি: পদদ্বয় সারিবদ্ধ করা এবং এক হাতের উপর অন্য হাত রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।"

এখানে ইবনুয যুবাইর বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে বলা হয় নি। মিয্যী উল্লেখ করেছেন যে, যুরআ আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিও মারফূ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

হাদীসটির সনদের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে, নাসর ইবন আলী ইবন নাসর ইবন আলী এবং আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর উভয়েই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। বুখারী ও মুসলিম তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আলা ইবন সালিহ্ সম্পর্কে ইবন হাজার বলেন: "তিনি সত্যপরায়ণ রাবী, তবে তার কিছু ভুল আছে।" যুরআ ইবন আব্দুর রাহমান কূফী কিছুটা অপরিচিত রাবী। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবন হাজার তাকে 'মাকবূল' বলেছেন। অর্থাৎ এককভাবে তিনি কিছুটা দুর্বল, তবে অন্য বর্ণনার সমর্থনে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।[৫৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, যুরআ বাদে সকলেই নির্ভরযোগ্য এবং যুরআ কিছুটা অপরিচিত। এজন্য হাদীসটির বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ একে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। ইমাম নাবাবী (৬৭৬ হি) বলেন: "হাদীসটির সনদ হাসান" এবং ইবনুল মুলাক্কিন উমার ইবন আলী (৮০৪ হি) বলেন: "হাদীসটির সনদ সুন্দর"[৫৯]। পক্ষান্তরে হাদীসটিকে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী 'যায়ীফ' বলে গণ্য করেছেন।[৬০]

---

৫৮ ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৬১, ৪৮৭, ৪৩৫, ২১৫।

৫৯ নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১২; ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫১২।

৬০ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭৪; সাহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানি আবী দাউদ ২/২৫৪।

হাদীস নং ১৩

ইমাম আহমাদ বলেন:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ

"আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবন আবী বুকাইর বলেছেন, আমাদেরকে যুহাইর (ইবন মুআবিয়া) বলেছেন, আমাদেরকে আবূ ইসহাক (সাবীয়ী) বলেছেন, তিনি আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন কব্জির কাছে।"[৬১]

হাদীসটি ইমাম দারিমী, ইমাম তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। এ সনদের ইয়াহইয়া ইবন আবী বুকাইর, যুহাইর ইবন মুআবিয়া, আবূ ইসহাক সাবীয়ী আমর ইবন আব্দুল্লাহ তিনজনই বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িলও মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি বলেছেন, তার পিতা থেকে। তিনি পিতা থেকে হাদীসটি শুনেছেন তা বলেন নি। পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খুব ছোট থাকার কারণে তাঁর পিতার সালাতও মনে রাখতে পারেন নি। তিনি মূলত তাঁর ভাই, মা বা অন্য কারো মাধ্যমে পিতার হাদীস শুনেছেন। এখানে তিনি তাঁর সূত্র উল্লেখ করেন নি। এজন্য সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি বিচ্ছিন্নতার কারণে দুর্বল।[৬২]

উপরের হাদীসগুলো ছাড়াও আবূ বাকর (রা), আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে কয়েকটি মাউকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সালাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন; কিন্তু রাখার স্থান উল্লেখ করা হয় নি।

১. ৪. গলার নিচে হাত রাখার নির্দেশনা

আরবীতে 'নাহর' শব্দটির অর্থ বুকের সর্বোচ্চ অংশ, কণ্ঠনালী বা গলার নিম্নাংশ (upper part of the chest, throat)। 'নাহর' বা বুকের উপরিভাগে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস (মারফূ হাদীস) বর্ণিত হয় নি। তবে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর একটি বক্তব্য (মাউকূফ হাদীস) বর্ণিত হয়েছে।

---

[৬১] আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/৩১৮।

[৬২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, আরনাউতের টীকা, ৪/৩১৮।

হাদীস নং ১৪

ইমাম বাইহাকী বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْبُخَارِىِّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِىُّ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ : وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّحْرِ.

"আমাদেরকে আবূ যাকারিয়া ইবন আবী ইসহাক বলেন, আমাদেরকে হাসান ইবন ইয়াকূব বলেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবন আবী তালিব বলেন, আমাদেরকে যাইদ ইবনুল হুবাব বলেন, আমাদেরকে রাওহ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আমাকে আমর ইবন মালিক নুকরী বলেন, তিনি আবুল জাওযা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি সূরা কাওসারে (তোমার রব্বের জন্য সালাত আদায় কর এবং নাহর কর)- আল্লাহর এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন: 'নাহর' করার অর্থ ডান হাতকে বাম হাতের উপর সালাতের মধ্যে 'নাহর' বা কণ্ঠনালীর কাছে রাখা।"[৬৩]

এ হাদীসের ভিত্তি রাওহ ইবনুল মুসাইয়িব নামক রাবীর উপর। তার বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: (صويلح) কোনো রকম গ্রহণযোগ্য। রাযী বলেন: কোনো রকম গ্রহণযোগ্য তবে শক্তিশালী নয়। ইবন আদী বলেন, লোকটি অনেক অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছে। ইবন হিব্বান বলেন: লোকটি নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করে; তার হাদীস গ্রহণ করা বৈধ নয়। তার উস্তাদ আমর ইবন মালিক আন-নুকরী সম্পর্কে ইবন আদী বলেন: মুনকারুল হাদীস: লোকটি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী এবং হাদীস চুরি করে।[৬৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মাউকূফ হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।[৬৫]

১. ৫. বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশনা

সাদ্‌র (الصدر) বা বুক বিষয়ে আল-মু'জামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে:

الصدر : صدر الإنسان الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف

---

[৬৩] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৩১।

[৬৪] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৫০৯।

[৬৫] ইবনুল মুলাক্কিন, সিরাজ উদ্দীন উমার ইবন আলী: আল-বাদরুল মুনীর ৪/৮১; বাকর আবূ যাইদ, লা জাদীদা ফী আহকামিস সালাত, পৃ.৯।

মানুষের ক্ষেত্রে সাদর বা বুক হলো গলার নিচে থেকে পেটের উন্মুক্ত স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ জায়গা।[৬৬]

হাদীস নং ১৫

এটি ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের ৫ম বর্ণনা। পূর্বের বর্ণনাগুলিতে হাত রাখার বা ধরার কথা বলা হয়েছে, স্থান উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু পঞ্চম বর্ণনায় রাখার স্থান উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বাইহাকী বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ.

"আমাদেরকে আবূ সা'দ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ সূফী বলেন, আমাদেরকে আবূ আহমাদ ইবন আদী বলেন, আমাদেরকে ইবন সায়িদ বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবন সাঈদ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন হুজর আল-হাদরামী বলেন, আমাকে সায়ীদ ইবন আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল তাঁর পিতা থেকে তাঁর মাতা থেকে ওয়ায়িল (রা) থেকে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি মাসজিদের দিকে উঠে যেয়ে মিহরাবে ঢুকলেন, অতঃপর তাকবীর বলে হস্তদ্বয় উঠালেন, অতঃপর তার ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর রাখলেন।"[৬৭]

শাইখ আলবানী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি তিনটি কারণে দুর্বল:

(১) মুহাম্মাদ ইবন হুজর হাদরামী দুর্বল। তার বিষয়ে ইমাম বুখারী বলেন: তার বিষয়ে আপত্তি আছে। ইমাম বুখারীর এ কথার অর্থ লোকটি অত্যন্ত দুর্বল। যাহাবী বলেন: লোকটি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(২) সায়ীদ ইবন আব্দুল জাব্বারের বিষয়েও আপত্তি রয়েছে। নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

(৩) 'আব্দুল জাব্বারের মাতা' একেবারেই অজ্ঞাত পরিচয়।[৬৮]

---

[৬৬] ড. ইবরাহীম আনীস, আল-মুজামুল ওয়াসীত ১/৫০৯।
[৬৭] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৩০।
[৬৮] আলবানী, যায়ীফাহ ১/৬৪৩-৬৪৭।

হাদীস নং ১৬

ইমাম ইবন খুযাইমা বলেন:

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا أَبُوْ مُوْسَى نَا مُؤَمَّلٌ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

আমাদেরকে আবূ তাহির বলেন, আমাদেরকে আবূ বাকর বলেন, আমাদেরকে আবূ মূসা বলেন, আমাদেরকে মুআম্মাল (ইবন ইসমাঈল) বলেন, তিনি সাওরী থেকে, তিনি আসিম ইবন কুলাইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল (রা) থেকে, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম এবং তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর তাঁর বুকের উপর রাখলেন।"[৬৯]

হাদীসটি ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসের ২য় ও ৪র্থ বর্ণনার (হা. নং ৩ ও ৫), অর্থাৎ আসিমের হাদীসের আরেকটি ভাষ্য। হাদীসটি ইমাম বাইহাকীও মুআম্মালের সূত্রে সংকলন করেছেন। ইবন খুযাইমা হাদীসটির বিশুদ্ধতা বিষয়ে কিছুই বলেন নি। ইবন খুযাইমা তাঁর গ্রন্থের নাম 'সহীহ' রাখলেও ইলমুল হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন সকলেই জানেন যে, তাঁর গ্রন্থে সহীহ-যয়ীফ সকল প্রকারের হাদীসই রয়েছে। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে তাঁর সংকলিত হাদীসের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবন খুযাইমা, ইবন হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের সংকলিত হাদীস পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করেন নি।[৭০]

দ্বাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভারতীয়-আরবীয় মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী (১১৬৩ হি/১৭৫০খৃ) বুকে হাত রাখার বিষয়ে 'ফাতহুল গাফূর ফী ওয়াদয়িল আইদী আলাস সুদূর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন:

ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من العلماء أن ابن خزيمة روى في صحيحه هذا الحديث.

"একাধিক আলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি ইবন খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাদের বক্তব্য এ বিষয়টি সমর্থন করে।"[৭১]

---

৬৯ ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ ১/২৪৩।

৭০ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ১৩৫-১১৪০, ২০১-২০২; বুহূসুন ফী উলূমির হাদীস, পৃ. ১১৭-১২২।

৭১ হায়াত সিন্দী, ফাতহুল গাফূর, পৃ. ২।

বাহ্যত, শাইখ হায়াত সিন্দী 'সহীহ্ ইবন খুযাইমা' গ্রন্থটি পড়েন নি বা এতে এ হাদীসটি দেখেন নি। তবে তিনি মনে করেছেন, ইবন খুযাইমা কর্তৃক তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করার অর্থই তিনি একে সহীহ্ বলে গণ্য করেছেন।

পরবর্তী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম শাওকানী (১২৫০ হি) বলেন:

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه. ... ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس ... بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر

"ইবন খুযাইমা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং হাদীসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।... এ বিষয়ে ওয়ায়িলের এ হাদীসটির চেয়ে অধিক সহীহ্ আর কিছুই নেই। আমরা বলেছি যে, সূরা কাউসারের তাফসীরে আলী (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন: নাহ্র অর্থ বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা গলার নীচে ও বুকে। তাঁদের এ তাফসীরও এ হাদীসের অর্থ সমর্থন করে।"[৭২]

বস্তুত ইমাম ইবন খুযাইমা এ হাদীসের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। শাওকানী সম্ভবত ইবন খুযাইমার সংকলনকেই 'তাসহীহ্' বা 'সহীহ্ বলে উল্লেখ করা' বলে গণ্য করেছেন। পরবর্তী শতকের প্রসিদ্ধ ভারতীয় মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ ইবন আমীর আল-আযীমআবাদী (১৩১০ হি/১৮৯২খৃ) বলেন:

ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور ... أخرجه ابن خزيمة. قال أبو المحاسن محمد الملقب بالقائم في بعض رسائله: الذي أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة وهو المتبادر من صنيع الحافظ في الإتحاف والظاهر من قول ابن سيد الناس ... فمرسل طاوس وحديث هلب وحديث وائل تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله ﷺ حديث

"এ বিষয়ে ওয়ায়িলের এ হাদীসটির চেয়ে অধিক সহীহ্ আর কিছুই নেই। ..... হাদীসটি ইবন খুযাইমা সংকলন করেছেন। আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ কায়িম সিন্দী তার কোনো এক পুস্তিকায় বলেন: আমার ধারণা হাদীসটি ইবন খুযাইমার শর্তানুসারে। হাফিয (ইবন হাজার) 'ইতহাফ' গ্রন্থে যা বলেছেন তা থেকেও বাহ্যত

৭২ শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০৩।

এরূপই মনে হয়। ইবন সাইয়্যিদিন্নাসের কথা থেকেও তাই মনে হয়।... তাউসের মুরসাল, হুল্ব-এর হাদীস এবং ওয়ায়িলের হাদীস প্রমাণ করে যে, হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা মুসতাহাব। এটিই হক্ক কথা। নাভীর নিচে বা নাভীর উপরে হাত রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়।"[৭৩]

শাইখ আব্দুর রাহমান মুবারকপূরী (১৩৫৩হি/ ১৯৩৪খৃ) বলেন:

هذا حديث صحيح صححه ابن خزيمة كما صرح به ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي الحنفي ... على شرط بن خزيمة ... وهو المتبادر من صنيع الحافظ في الإتحاف والظاهر من قول ابن سيد الناس

"হাদীসটি সহীহ, ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন সাইয়্যিদিন্নাস (৭৩৪ হি) তার লেখা তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ কায়েম সিন্দী হানাফী ... বলেন: আমি মনে করি যে হাদীসটির ইবন খুযাইমার শর্তানুসারে। ইতহাফ গ্রন্থে হাফিয (ইবন হাজার আসকালানী)-এর কথা থেকেও বাহ্যত এ কথাই বুঝা যায়। ইবন সাইয়্যিদিন্নাসের কথার বাহ্যিক অর্থও তাই।"[৭৪]

এভাবে আমরা দেখছি, সনদ যাচাই ছাড়াই এঁরা সকলেই ধারণা করছেন যে, ইবন খুযাইমা যেহেতু হাদীসটি সংকলন করেছেন, সেহেতু তা তাঁর শর্তানুসারে সহীহ। আমরা আগেই বলেছি যে, ধারণাটি সঠিক নয়। হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে আলবানী 'সহীহ ইবন খুযাইমা' গ্রন্থের টীকায় বলেন:

إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له

"এ হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ মুআম্মাল ইবন ইসমাঈল-এর স্মৃতিশক্তি বা নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা খারাপ ছিল। তবে হাদীসটি সহীহ, অন্যান্য সনদে এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বুকে হাত রাখার বিষয়ে অন্যান্য হাদীস এ হাদীসের অর্থ প্রমাণ করে।"[৭৫]

বস্তুত হাদীসটির ভিত্তি মুআম্মাল ইবন ইসমাঈল-এর উপর। তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল রাবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন তাকে

[৭৩] আযীম আবাদী, আওনুল মাবূদ ২/৩২৪, ৩২৭।
[৭৪] মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭৯-৮০।
[৭৫] ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ, আলবানীর টীকা ১/২৪৩।

গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, তিনি সত্যপরায়ণ; তবে খুব বেশি ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস বা আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদেরকেই মুনকারুল হাদীস বলেন। ইবন হাজার বলেন: (صدوق سيئ الحفظ) "সত্যপরায়ণ; তবে স্মৃতিশক্তি খারাপ।"[৭৬]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন' গ্রন্থে বলেন:

رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره- ولم يقل "على صدره" غير مؤمل بن إسماعيل.

"মুহাদ্দিসগণ সুফইয়ান সাওরী থেকে, আসিম ইবন কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে, তিনি বলেন: 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর, বুকের উপর রাখলেন।' 'বুকের উপর' কথাটি মুআম্মিল ইবন ইসমাঈল ছাড়া কেউ বলেন নি।"[৭৭]

ইবনুল কাইয়িম অন্যত্র বলেন:

"قال (الإمام أحمد)... ويكره أن يجعلهما على الصدر، وذلك لما روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر. مؤمل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أن النبي ﷺ (وضع) يده على صدره، فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان لم يذكر ذلك".

"তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন: ... বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখা মাকরূহ; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'তাকফীর' করতে নিষেধ করেছেন। আর 'তাকফীর' অর্থ বুকের উপর হাত রাখা। মুআম্মাল সুফইয়ান থেকে, আসিম ইবন কুলাইব থেকে তার পিতা থেকে ওয়ায়িল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবীউল্লাহ (ﷺ) তাঁর হাত বুকের উপর রাখেন। অথচ এ হাদীসটিই আব্দুল্লাহ ইবন ওয়ালীদ সুফইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি 'বুকের উপর' কথাটি উল্লেখ করেন নি।"[৭৮]

---

[৭৬] ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৩৩৯-৩৪০; তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৫৫।
[৭৭] ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন ২/৪০০।
[৭৮] ইবনুল কাইয়িম, বাদাইউল ফাওয়ায়িদ ৩/৯১।

আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.. وَرَأَيْتُهُ مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

"আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ বলেন, আমাকে সুফইয়ান বলেছেন, তিনি আসিম ইবন কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে: আমি নাবীউল্লাহ (ﷺ)-কে দেখলাম যে, তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর দিয়ে ধরে রেখেছেন।"

তাহলে ওয়ায়িল (রা) থেকে অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কেউই 'বুকের উপর' কথাটি বলেন নি। ওয়ায়িলের হাদীসটি আসিমের সূত্রেও অনেকেই বর্ণনা করেছেন। কেউই 'বুকের উপর' কথাটি বলেন নি। এমনকি আসিম থেকে সুফইয়ান সাওরীর মাধ্যমে একই সনদে অন্যান্য রাবী 'বুকের উপর' কথাটি বলেন নি। শুধু মুআম্মাল কথাটি বলেছেন।

এখানে ইবনুল কাইয়িম বুকে হাত রাখা অপছন্দ করার বিষয়ে ইমাম আহমাদের মতের দলীল ব্যাখা করছেন। বুকে হাত রাখার কথা মুআম্মাল-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু মুআম্মাল নিজে দুর্বল রাবী। উপরন্তু তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীতে বর্ণনা করেছেন। কাজেই তার বর্ণনা 'মুনকার' বা 'আপত্তিকর' ও 'অত্যন্ত দুর্বল' বলে গণ্য।

বস্তুত আমরা এ পুস্তিকাতে দেখছি যে, বাইহাকীর দুর্বল বর্ণনায় (হাদীস নং ১৫) হাদীসটি ওয়ায়িল থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র আব্দুল জাব্বারের মাতা। আর ইমাম আহমাদের দুর্বল বর্ণনায় (১৩ নং) হাদীসটি আব্দুল জাব্বার নিজেই বর্ণনা করেছেন।

বাকী ৬টি হাদীসের ৩ টি ওয়ায়িলের পুত্র আলকামার সূত্রে (হাদীস নং ২, ৪, ২২) এবং ৩টি হাদীস আসিম ইবন কুলাইব তাঁর পিতার সূত্রে (হাদীস নং ৩, ৫, ১৬)। আলকামা থেকে বর্ণিত কোনো হাদীসে আমরা 'বুকের উপর' কথাটি দেখছি না। আসিম ইবন কুলাইব-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলির সহীহ বর্ণনায় আমরা এই অতিরিক্ত বাক্যাংশ পাচ্ছি না। শুধু মুআম্মালের দুর্বল বর্ণনায় তা পাচ্ছি। এমনকি মুআম্মালের উস্তাদ সুফইয়ান সাওরী থেকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাতেও তা নেই। শুধু মুআম্মালই এ অতিরিক্ত কথাটি সংযোজন করেছেন। তিনি দুর্বল রাবী। কাজেই তার বর্ণিত হাদীস দুর্বল। উপরন্তু তিনি সকল সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার ব্যতিক্রম বর্ণনা করছেন। এজন্য তা 'মুনকার' (আপত্তিকর বা অত্যন্ত দুর্বল) বলে গণ্য।

ওয়ায়িল (রা) থেকে অন্য একটি সনদে 'বুকের উপর' কথাটি বর্ণিত হয়েছে বলে শাইখ আলবানী (রাহ) উল্লেখ করেছেন। তাঊসের মুরসাল হাদীসটি (পরবর্তী ১৮ নং হাদীস) প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

الحديث مرسل؛ .. لكنه حديث صحيح؛ فإنه قد جاء له شاهدان موصولان من وجهين آخرين. أحدهما: عن وائل بن حجر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن جحَادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه... في حديث حكايته لصلاة النبي ﷺ، وفيه: "وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره." نقلناه عن ابن حجر ... وأما الحديث الآخر: فهو عن قَبِيصَةَ بن هلْب عنَ أبيه

"এ হাদীসটি মুরসাল ... তবে হাদীসটি সহীহ। কারণ মুত্তাসিল সনদের দুটি হাদীস এর প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত। একটি ওয়ায়িল ইবন হুজর থেকে বর্ণিত। হাদীসটি ইবন খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ থেকে, আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে, আলকামা ইবন ওয়ায়িল থেকে তার পিতা ওয়ায়িল (রা) থেকে... হাদীসে তিনি নাবীউল্লাহর সালাত পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এ হাদীসে তিনি বলেন: তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখলেন। ইবন হাজারের বক্তব্যে আমরা এ কথা পেয়েছি। ... অপর হাদীসটি কাবীসাহ ইবন হুল্‌ব থেকে তার পিতা থেকে.... ।"[৭৯]

আলবানীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি নিজে হাদীসটি দেখেন নি; বরং ইবন হাজারের বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন। ইবন হাজারের বক্তব্য নিম্নরূপ:

حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ... وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ... وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা)-এর হাদীস: নাবীউল্লাহ (ﷺ) 'আল্লাহু আকবার' বলেন। অতঃপর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরেন।... আবূ দাউদ ও ইবন হিব্বান মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ-এর সূত্রে আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে.... এর মূল

[৭৯] আলবানী, সহীহ আবী দাউদ ৩/৩৪৪-৩৪৫।

হাদীস সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান। ইবন খুযাইমা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপেঃ 'তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন বুকের উপর'।"[৮০]

ইবন হাজার আসকালানীর এ বক্তব্যে দুটি অর্থ হতে পারেঃ (১) মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ-এর সনদেই ইবন খুযাইমা এ হাদীসটির মধ্যে এ অতিরিক্ত বক্তব্য সংকলন করেছেন। (২) ওয়ায়িল (রা) এর মূল হাদীসের একটি বর্ণনায় ইবন খুযাইমা এ অতিরিক্ত বক্তব্য সংকলন করেছেন। শাইখ আলবানী প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তব অনুসন্ধানে দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান। কারণঃ

প্রথমতঃ বাস্তব অনুসন্ধানে আমরা দেখি যে, শাইখ আলবানীর উদ্ধৃত সনদে হাদীসটি 'সহীহ ইবন খুযাইমা' গ্রন্থে বিদ্যমান। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে বুকের উপর হাত রাখার কথাটি নেই; শুধু ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার কথা রয়েছে।[৮১] ইমাম ইবন খুযাইমার সূত্রে আবু নুআইম ইসপাহানী 'আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। সেখানেও 'বুকের উপর' কথা নেই।[৮২]

দ্বিতীয়তঃ শাইখ আলবানী যে সনদের কথা উল্লেখ করেছেন, ইমাম মুসলিম সে সনদেই হাদীসটি সংকলন করেছেন (হাদীস নং ২)। আমরা দেখেছি যে, তাতে 'বুকের উপর' কথাটি নেই। আবূ দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটি এ সনদে সংকলন করেছেন। কারো বর্ণনায় 'বুকের উপর' কথাটি নেই। শুধু ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বা ধরার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ইবনুল কাইয়িমের বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ওয়ায়িলের হাদীসে 'বুকের উপর' কথাটি মুআম্মাল ছাড়া অন্য কেউ বলেন নি।

চতুর্থতঃ প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস শাইখ মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদায়ীর উপস্থাপনায় শাইখ খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ আশ-শায়ি' 'আল-ইলাম বি তাখয়ীরিল মুসাল্লী বিমকানি ওয়াদয়িল ইয়াদাইনি বা'দা তাকবীরাতিল ইহরাম' (তাকবীর তাহরীমার পরে হস্তদ্বয়ের অবস্থান মুসল্লীর ইচ্ছাধীন হওয়া অবগতকরণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণায় ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসটির বিভিন্ন সূত্র নিম্নরূপঃ

(১) আহমাদ (৪/৩১৮) আব্দুস সামাদ, যায়েদা থেকে।

(২) আহমাদ (৪/৩১৮) ইউনূস ইবন মুহাম্মাদ, আব্দুল ওয়াহিদ থেকে।

(৩) আহমাদ (৪/৩১৮) আব্দুল্লাহ ইবন ওয়ালীদ, সুফইয়ান থেকে।

---

৮০ ইবন হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর ১/৫৪৯।

৮১ ইবন খুযাইমা, আস-সহীহ ২/৫৫।

৮২ আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ ২/২৪।

(৪) আহমাদ (৪/৩১৮) আসওয়াদ ইবন আমির, যুহাইর থেকে।

(৫) আহমাদ (৪/৩১৯) আসওয়াদ ইবন আমির, শু'বা থেকে।

(৬) আবূ দাউদ (৭২৬ নং) মুসাদ্দাদ, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল থেকে।

(৭) আবূ দাঊদ (৭২৭নং) হাসান ইবন আলী, আবুল ওয়ালীদ, যায়েদা থেকে।

(৮) ইবন মাজাহ (৮১০ নং) আলী ইবন মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীস ও বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল থেকে।

(৯) নাসাঈ (৮৮৯ নং) সুওয়াইদ ইবন নাসর, ইবনুল মুবারাক, যায়েদা থেকে।

(১০) ইবন খুযাইমা (৪৭৭ নং) আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ, ইবন ইদরীস থেকে।

(১১) ইবন খুযাইমা (৪৭৮ নং) হারূন ইবন ইসহাক, ইবন ফুদাইল থেকে।

উপরের ১১টি সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে আসিম ইবন কুলাইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, ওয়ায়িল থেকে। এগুলোতে যায়েদাহ, সুফইয়ান, শু'বা, আব্দুল ওয়াহিদ, ইবন ইদরীস কূফী, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল, যুহাইর ইবন মুআবিয়া, ইবন ফুদাইলঃ এ আট জন্য নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি আসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বা ধরার কথা বলেছেন। কেউই 'বুকের উপর' কথাটি বলেন নি।

(১২) মুসলিম (১/৩০১) যুহাইর, আফ্ফান, হাম্মাম, মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ থেকে

(১৩) আহমাদ (৪/৩১৬) ওকী, মাসঊদী, আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল, পরিবারের লোকজন থেকে ওয়ায়িল থেকে

(১৪) আহমাদ (৪/৩১৭) আফ্ফান, হাম্মাম, মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ, আব্দুল জাব্বার, আলকামা ও মাওলা থেকে ওয়ায়িল থেকে

(১৫) আহমাদ (৪/৩১৮) ইয়াহ্ইয়া ইবন আবী বুকাইর, যুহাইর, আবূ ইসহাক, আব্দুল জাব্বার থেকে উপরের সনদে

(১৬) আহমাদ (৪/৩১৮) হাসান ইবন মূসা, যুহাইর, আবূ ইসহাক, আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে...

(১৭) দারিমী (১/২৮৩) আবূ নুআইম, যুহাইর, আবূ ইসহাক আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে ...

(১৮) আহমাদ (৪/৩১৬) মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, শু'বা, সালামাহ ইবন কুহাইল, হাজর ইবন আবিল আনবাস, আলকামা থেকে...

(১৯) আহমাদ (৪/৩১৬) ওকী, মূসা ইবন উমাইর, আলমাকা থেকে...

এদের কারো বর্ণনাতেই 'বুকের উপর' কথাটি নেই।

অর্থাৎ হাদীসটি সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ, শুবা, যুহাইর, যায়েদা ইবন কুদামা, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল, আব্দুল্লাহ ইবন ইদরীস ও মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদাইলঃ আট জন আসিম ইবন কুলাইবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর

মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ, আবূ ইসহাক সুবাইয়ী ও মাসউদী: তিন জন আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাজর ইবন আবিল আনবাস ও মূসা ইবন উমাইর দুজন আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। মোট ১৩ জন রাবী- তাঁদের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম- তাঁরা কেউ 'বুকের উপর' কথাটি উল্লেখ করেন নি। শুধু মুআম্মাল-এর বর্ণনাতেই তা রয়েছে। মুআম্মাল দুর্বল হওয়ার কারণে তার বর্ণিত হাদীস দুর্বল। উপরন্তু সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত বর্ণনা হওয়ার কারণে তা 'মুনকার' অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্বল বা আপত্তিকর। শুধু বাইহাকীর (উপরের ১৫ নং) হাদীসটিতে 'বুকের উপর' কথাটি রয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্বল।[৮৩]

এ প্রসঙ্গে ইরাকের প্রসিদ্ধ হাদীস গবেষক ড. মাহির ইয়াসীন বলেন যে, মুআম্মাল ইবন ইসমাঈল এ হাদীসটি ইমাম সুফইয়ান সাওরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অথচ সুফইয়ান সাওরী সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখতে বলেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে, 'বুকের উপর' কথাটি সুফইয়ান সাওরী বর্ণনা করেন নি; বরং মুআম্মাল ভুলে কথাটি সংযোজন করেছেন। কারণ সুফইয়ান বর্ণিত হাদীসে 'বুকের উপর' কথাটি থাকলে তিনি তার বিপরীতে মত প্রকাশ করতেন না।[৮৪]

হাদীস নং ১৭

ইমাম আহমাদ বলেনঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ... وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ

আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে সিমাক ইবন হারব বলেন, তিনি কাবীসাহ ইবন হুল্‌ব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি নাবীউল্লাহ (ﷺ)-কে দেখলাম...., তিনি এটিকে বুকের উপর রাখলেন। ইয়াহইয় ইবন সাঈদ ব্যাখ্যা করে দেখানঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর, কব্জির উপর।"

আমরা দেখছি যে, উপরে উদ্ধৃত ৮ নং হাদীস এবং এ (১৭ নং) হাদীসটি মূলত একই হাদীস। হুল্‌ব তায়ী (রা) থেকে একই সনদে বর্ণিত। এ বর্ণনায় (১৭ নং হাদীসে) হস্তদ্বয় রাখার স্থান উল্লেখ করা আছে, প্রথম বর্ণনায় (৮ নং হাদীসে) তা নেই।

---

[৮৩] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম বি তাখয়ীরিল মুসাল্লী, পৃ ১০-১৩।

[৮৪] ড. মাহির ইয়াসীন, আসার ইলালিল হাদীস ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা ৬/৬৮। আরো দেখুনঃ নাবাবী, আল-মাজমূ ৩/৩১৩; ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১/৫৪৯।

আমরা আরো দেখেছি যে, হাদীসের মূল সমস্যা কাবীসা ইবন হুল্‌বকে নিয়ে। যে কারণে শাইখ শুআইব আরনাঊত বলেন:

صحيح لغيره دون قوله: "يضع هذه على صدره" وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب

'বুকের উপর রাখতেন' এ কথাটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ্ লিগাইরিহী। আর এ সনদটি দুর্বল; কারণ কাবীসাহ ইবন হুল্‌ব অজ্ঞাত পরিচয়।"[৮৫]

পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী বলেন:

إسناده محتمل للتحسين... غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي و ابن حبان، لكن لم يرو عنه غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي: مجهول. وفي التقريب أنه مقبول. قلت: فمثله حديثه حسن في الشواهد، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين: حديث حسن.

"এ হাদীসের সনদ হাসান বলে গণ্য করার অবকাশ আছে। .... কাবীসা ছাড়া সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য। কাবীসাকে ইজলী ও ইবন হিব্বান সিকাহ্ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু সিমাক ছাড়া কেউ তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইবনুল মাদীনী ও নাসায়ী তাকে মাজহূল বা অজ্ঞাত পরিচয় বলেছেন। ইবন হাজার তাকবীবে তাকে 'মাকবূল' বলেছেন। এরূপ রাবীর হাদীস একাধিক হাদীসের সাথে সম্মিলিত হলে হাসান বলে গণ্য হয়। এজন্যই ইমাম তিরমিযী এ সনদে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাকে হাসান বলেছেন।"[৮৬]

সনদের অন্য কোনো ত্রুটি না থাকলে শাইখ আলবানীর মতানুসারে আমরা হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করতে পারতাম। কিন্তু শাইখ মুকবিল উপস্থাপিত ও শাইখ খালিদ সংকলিত 'আল-ই'লাম' গ্রন্থে এ হাদীসের আরো দুটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে: (১) হাদীসটি শায এবং (২) হাদীসটি মুদাল্লাস।

কোনো হাদীস যদি অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য রাবী একভাবে বর্ণনা করেন, কিন্তু তাঁদের বিপরীতে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী অন্যরূপ বর্ণনা করেন তবে হাদীসটিকে 'শায বলা হয়। 'শায্য' (شاذّ) অর্থ (irregular, abnormal, unusual, deviant, strange...) অনিয়মিত, অস্বাভাবিক, উদ্ভট, অদ্ভুৎ, অপরিচিত বা বিভ্রান্ত। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 'শায' হাদীস অত্যন্ত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

---

[৮৫] আহমাদ ইবন হাম্বাল, আল-মুসনাদ ৫/২২৬।

[৮৬] আলবানী, সহীহ আবী দাউদ ৩/৩৪৫, আহকামুল জানাইয, পৃ. ১১৮।

আমরা দেখেছি যে, হাদীসটির এক বর্ণনায় (হাদীস নং ৮) 'বুকের উপর' কথাটি নেই এবং এ বর্ণনায় (হাদীস নং ১৭) তা আছে। উপর্যুক্ত গবেষকদ্বয় উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির এ বর্ণনা (১৭ নং হাদীস) 'শায্য'। কারণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া আল-কাত্তান সুফইয়ান থেকে, সিমাক থেকে কাবীসা থেকে...। এ বর্ণনায় 'বুকের উপর রাখলেন' কথাটি রয়েছে। এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ছাড়াও নিম্নের কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 'সুফইয়ান সাওরী' থেকে বর্ণনা করেছেন:

(১) ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ (১৯৬ হি)। তিনি ইলমুল হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম ও হাফিযুল হাদীস। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/২৬৬): হাদীসটি আবূ বকর ইবন আবী শাইবা থেকে, ওয়াকী থেকে সুফইয়ান থেকে ... সংকলন করেছেন।

(২) আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী (১৯৮ হি)। তিনি ইলম হাদীসের প্রসিদ্ধতম ইমাম ও হাফিযুল হাদীস। দারাকুতনী সুনান গ্রন্থে (১/২৮৫) হাদীসটি আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী থেকে সুফইয়ান থেকে সংকলন করেছেন।

(৩) আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম সানআনী (২১১ হি) ইলম হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও হাফিযুল হাদীস। তিনি তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে (১/২৮৫) সুফইয়ান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(৪) হুসাইন ইবন হাফস ইবনুল ফাদ্ল হামদানী (২১০হি)। তিনি ইসপাহানের প্রসিদ্ধ কাযী ও মুফতী ছিলেন। ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবন হাজার তাকে 'সত্যপরায়ণ' বলেছেন। বাইহাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে (২/২৯৫) হুসাইন ইবন হাফস থেকে সুফইয়ান থেকে...।

(৫) মুহাম্মাদ ইবন কাসীর আল-আব্দী (২২৩ হি)। তিনি বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবন কানি' 'মু'জামুস সাহাবা' গ্রন্থে (৫/১৬৩) এবং আবূ নুআইম ইসপাহানী 'মা'রিফাতুস সাহাবা' গ্রন্থে (৫/১৬৩) মুহাম্মাদ ইবন কাসীর থেকে সুফইয়ান থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

তাঁরা কেউই 'বুকের উপর রাখলেন'- এ অতিরিক্ত কথাটুকু বর্ণনা করেন নি। শুধু তাই নয়; ইয়হাইয়া এবং উপরের সকল রাবীর উস্তাদ সুফইয়ান সাওরী ছাড়া অন্যান্য যে সকল রাবী এ হাদীসটি সিমাক ইবন হারব থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁরাও এ অতিরিক্ত কথাটুকু বলেন নি:

(১) শারীক, সিমাক থেকে: মুসনাদ আহমাদ ৫/২২৬।

(২) শু'বা, সিমাক থেকে: মুসনাদ আহমাদ ৫/২২৬, সুনান আবী দাউদ ১/২৭৩, সহীহ ইবন হিব্বান, ৫/৩৩৯।

(৩) আবুল আহওয়াস, সিমাক থেকে। আহমাদ ৫/২২৬, তিরমিযী ২/৩২।

(৪) যায়েদা সিমাক থেকে। আহমাদ ৫/২২৭।

(৫) আসবাত ইবন নাসর, সিমাক থেকে, তাবারানী, কাবীর ২২/১৬৪।
(৬) হাফস ইবন জামী, সিমাক থেকে। তাবারানী, কাবীর ২২/১৬৫।
(৭) যাকারিয়া ইবন আবী যায়েদা, সিমাক থেকে। তাবারানী, কাবীর ২২/১৬৭।
(৮) ইসরাঈল, সিমাক থেকে। ইবন কানি, মু'জামুস সাহাবাহ ৩/১৯৮।
(৯) কাইস ইবন রাবী, সিমাক থেকে, ইবন কানি, মু'জামুস সাহাবাহ ৩/১৯৯।

এরা সকলেই সিমাক থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কারো বর্ণনাতেই 'বুকের উপর' কথাটি নেই। এতে প্রমাণ হয়, এ হাদীসে 'বুকের উপর রাখলেন' কথাটি সিমাক ইবন হারব বলেন নি। তাঁর নয় জন ছাত্রের কেউ তা বর্ণনা করেন নি। দশম ছাত্র সুফইয়ান সাওরীর কোনো ছাত্রই তা বলেন নি। শুধু ইয়াহইয়া তা বলেছেন। ইয়াহাইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮) ইলম হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। তবে তিনি এ হাদীসটির বর্ণনায় ওকী, ইবন মাহদী, আব্দুর রায্যক ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইমাম ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন; ফলে তাঁর বর্ণনটি 'শায' বলে গণ্য। সর্বোপরি ইয়াহইয়া হাদীসটি সুফইয়ান সাওরীর সূত্রে বললেন; অথচ আমরা দেখেছি যে, সুফইয়ান সাওরীর মত ছিল নাভীর নিচে হাত রাখা। এতে প্রমাণ হয় যে, 'বুকের উপর' কথাটি সাওরীর বর্ণনায় ছিল না; ইয়াহইয়া ভুল করে তা সংযোজন করেছেন।

শাইখ মুকবিল ও শাইখ খালিদের মতে ইমাম আহমাদ এ কারণেই এ হাদীস গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজেই হাদীসটি সংকলন করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিজেই সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকে রাখা মাকরূহ বলে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন মুফলিহ (৭৬৩ হি) বলেন:

وَيُكْرَهُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

"হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা মাকরূহ। তিনি (ইমাম আহমাদ) সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন, যদিও আহমাদ নিজেই এ হাদীস সংকলন করেছেন।"[৮৭]

ইমাম আবূ দাউদ ইমাম আহমাদের বিভিন্ন ফিকহী মত নিজে তাঁর কাছ থেকে শুনে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত গ্রন্থে বুকে হাত রাখা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের মত প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

سمعته يقول: يكره أن يكون، يعني وضع اليدين عند الصدر

"আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হস্তদ্বয় বুকের নিকট রাখা মাকরূহ।"[৮৮]

হাদীসটির দ্বিতীয় দুর্বলতা 'তাদলীস'। তাদলীস-কারী (মুদাল্লিস) রাবী তার কোনো উস্তাদের হাদীস সরাসরি তার থেকে না শুনে তার কোনো দুর্বল ছাত্রের

---

৮৭ ইবন মুফলিহ, আল-ফুরু ২/১০৯।
৮৮ আবূ দাউদ, মাসাইল আহমাদ, পৃ. ৩১; মুকবিল ও শায়ি, আল-ইলাম, পৃষ্ঠা ১৭।

মাধ্যমে শুনলে ছাত্রের নাম উল্লেখ না করে তার উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন। এজন্য মুদাল্লিস রাবী 'আমি নিজে শুনেছি' না বললে তার হাদীস দুর্বল বলে গণ্য। কাবীসাহ মুদ্দালিস রাবী। তিনি তার পিতা থেকে হাদীসটি শুনেছেন বলে জানান নি, শুধু বলেছেন: "পিতা থেকে"। এজন্য হাদীসটি মুদাল্লাস। শাইখ খালিদ শায়ি বলেন, এ অতিরিক্ত কথাটুকুর কারণেই ইমাম তিরমিযী এটিকে গ্রহণ করেন নি। তিনি কাবীসার যে বর্ণনাটি 'হাসান' বলেছেন সেটিতে এ অতিরিক্ত কথা নেই। কাজেই তিরমিযীর বর্ণনাকে হাসান বলার কারণে এ বর্ণনাকে হাসান বলার সুযোগ নেই। তিনি বলেন:

وبهذا تعرف أن قول العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة "وحسن بعض أسانيده الترمذي" ليس بحسن بل هو غفلة منه رحمه الله، لأن الترمذي إنما حسن إسناد الحديث من غير هذه الزيادة، حيث إن الترمذي رحمه الله لم يخرج هذه الزيادة في سننه والاستدلال كان موضعه هذه الزيادة، فتأمل!!

"আল্লামা আলবানী (রাহ) সিফাতুস সালাত (রাসূলুল্লাহর ﷺ নামায) গ্রন্থে বলেছেন: "তিরমিযী কাবীসা বর্ণিত কোনো কোনো সনদকে হাসান বলেছেন"। আল্লামা আলবানীর (রাহ) এ কথাটি সঠিক নয়, বরং এটি তাঁর অসতর্কতা। কারণ 'বুকের উপর'- এ অতিরিক্ত কথাটুকু যে বর্ণনায় নেই তিরমিযী (রাহ) শুধু সে বর্ণনাকেই হাসান বলেছেন। অতিরিক্ত কথাটুকু-সহ বর্ণনাটি তিরমিযী গ্রহণ করেন নি। কাজেই তিরমিযীর মত দ্বারা এ অতিরিক্ত কথাটুকুর হাসান হওয়া সমর্থন করা সঠিক নয়।"[৮৯]

হাদীস নং ১৮

ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

"আমাদেরকে আবূ তাওবা বলেছেন, আমাদেরকে হাইসাম ইবন হুমাইদ বলেছেন, আমাদেরকে সাওর বলেছেন, তিনি সুলাইমান ইবন মূসা থেকে, তিনি তাঊস থেকে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাঁর ডান হাতকে তাঁর বাম হাতের উপর রাখতেন, অতঃপর উভয়কে বুকের উপর চেপে ধরতেন।"

আবূ তাওবা রাবী ইবন নাফি (২৪১ হি) বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। হাইসাম ইবন হুমাইদকে দু-একজন মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন তার 'কাদারিয়া'

---

[৮৯] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ. ১৭।

মতের কারণে। তবে হাদীস বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ তাকে সত্যপরায়ণ বলে গণ্য করেছেন। ইবন হাজার বলেন: "তিনি সত্যপরায়ণ, তবে কাদারিয়া মত অনুসরণের জন্য অভিযুক্ত।" সাওর ইবন ইয়াযিদ বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য রাবী। সুলাইমান ইবন মূসা সত্যপরায়ণ রাবী। তবে মৃত্যুর অল্প আগে তাঁর স্মৃতি বিলোপ ঘটে। ইমাম মুসলিম তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাউস ইবন কাইসান (১০৬ হি) বুখারী ও মুসলিম স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাইসাম ইবন হুমাইদ ছাড়া এ সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে নির্ভরযোগ্য। হাইসাম ইবন হুমাইদ-কে কেউ কেউ কিছুটা দুর্বল বলে গণ্য করলেও সামগ্রিক বিচারে 'সত্যপরায়ণ' বলে গণ্য। এজন্য তাউস পর্যন্ত সনদটি অন্তত 'হাসান' বলে গণ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু হাদীসটি মুরসাল। তাউস তাবিয়ী। তিনি কার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তা বলেন নি। মুরসাল হাদীস গ্রহণের বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। হাদীসতাত্ত্বিকভাবে মুরসাল হাদীস দুর্বল বলে গণ্য।

আমরা ১৬ নং হাদীসের আলোচনায় দেখেছি যে, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী এ মুরসাল হাদীসটিকে অন্য দুটি মাউসূল বা সনদ-যুক্ত হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন: (১) ওয়ায়িলের (রা) হাদীসের একটি বর্ণনা এবং (২) হুলব তায়ীর হাদীসের একটি বর্ণনা। আমরা আরো দেখেছি যে, ওয়ায়িলের হাদীসের যে বর্ণনাটির কথা তিনি বলেছেন তা আমরা সহীহ ইবন খুযাইমা বা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাই নি। হুলব তায়ী (রা)-এর হাদীসটি আমরা দেখেছি (১৭ নং হাদীস)।

এ মুরসাল হাদীস (১৮ নং) প্রসঙ্গে আলবানী অন্যত্র বলেন:

وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر، وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا، أو كان له شواهد، فلان لهذا شاهدين: الاول عن وائل بن حجر ... وأخرجه البيهقي في سننه (٢/٣٠) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر. الثاني: عن قبيصة بن هلب عن أبيه ... فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر. ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما

"এ হাদীসটি মুরসাল হলেও তা সকলের নিকটই প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। অধিকাংশ আলিম মুরসাল হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে তো এটি গ্রহণযোগ্য। আর যারা মুরসাল হাদীস অন্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত না হলে গ্রহণ করেন নি তাঁদের নিকটও এ মুরসাল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য; কারণ এ হাদীসটির দুটি প্রমাণ রয়েছে:

প্রথম প্রমাণ ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা)-এর হাদীস.. (হাদীস নং ১৬)। বাইহাকী দুটি সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন (হাদীস নং ১৫ ও ১৬)। এ দুটি বর্ণনার একটি অন্যটির শক্তিবৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয় প্রমাণ কাবীসাহ ইবন হুল্‌ব থেকে বর্ণিত (১৭ নং হাদীস)।.... এ তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখাই সুন্নাত। এ তিনটি হাদীস যিনি একত্রে বিচার করবেন তিনি সন্দেহমুক্ত হবেন যে, এগুলি প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যোগ্য। পক্ষান্তরে নাভীর নিচে হাত রাখার হাদীস সর্বসম্মতভাবে দুর্বল। নাবাবী, যাইলায়ী ও অন্যান্য আলিম তা উল্লেখ করেছেন।"[৯০]

শাইখ মুকবিল ও শাইখ খালিদ শায়ি দ্বিবিধভাবে ভিন্নমত পোষণ করেছেন:

প্রথমত: এ হাদীসটি (১৮ নং) মুরসাল হওয়া ছাড়াও এর অন্য দুর্বলতা যে, এর বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবন মূসা এবং বিশেষত হাইসাম ইবন হুমাইদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। ইলম হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কোনো রাবীর বর্ণনায় কিছু দুর্বলতা থাকলেই শুধু তারা তাকে 'সিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য না বলে 'সাদূক' বা সত্যপরায়ণ বলেছেন। এ সকল রাবীর বর্ণনা অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে যাচাই করে গ্রহণ করতে হয়। অন্য সকল রাবীর বিপরীতে শুধু তাদের বর্ণিত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যারা মুরসাল হাদীসকে এককভাবে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যারা অন্যান্য প্রমাণ সাপেক্ষ গ্রহণ করেছেন সকলেই একমত যে, মুরসাল হাদীস তখনই প্রমাণ বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয় যখন তার সনদ তাবিয়ী পর্যন্ত 'সহীহ' হয়। এ হাদীসটিকে এ পর্যায়ের 'সহীহ মুরসাল' বলে গণ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত: অন্য যে দুটো হাদীসকে শাইখ আলবানী এ হাদীসের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সে হাদীসদুটোও 'শায্' ও 'মুদাল্লাস' হওয়ার কারণে অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য। এজন্য এদুটো হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এ তিনটি হাদীস একত্রে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় না।[৯১]

---

[৯০] আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ১১৮-১১৯।

[৯১] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ. ১৪-১৭, ১৯।

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী উপরে উদ্ধৃত ৫ নং হাদীসকে বুকে হাত রাখার হাদীসগুলির সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"لِيُعلَمْ أن قوله في الحديث: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد... لازمه أنه وضعهما على صدره".

"এ কথা জানতে হবে যে, হাদীসে বলা হয়েছে: তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হস্তদ্বয়কে তাঁর বুকের উপর রেখেছিলেন।"

প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি তাঁর এ দাবির পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ নয়। আমরা দেখব যে, ঠিক এ হাদীস দিয়েই ইমাম ইবনুল মুনযির নাভীর উপরে বা নিচে হাত রাখার কথা বলেছেন। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসে ডান হাত বলতে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ ডান হাতের করতল বুঝেছেন। আর ডান হাতের করতলকে বাম হাতের পাতা ও কব্জিসহ বাহুর কিয়দংশের উপর রাখলে হস্তদ্বয়কে বুকের উপর থেকে নাভীর নিচে পর্যন্ত যে কোনো স্থানে রাখা যায়।

আর ডান হাত বলতে কনুই থেকে করতল পর্যন্তও বুঝানো হলেও হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা নিশ্চিত হয় না। যদি ডান হাতের আঙুলগুলোকে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত রাখা হয় তবে হস্তদ্বয় বুকের উপরে, বুকের নিচে বা নাভীর উপরে রাখা যায়। আর যদি ডান হাতের আঙুলগুলোকে বাম বাহুর মাঝামাঝি রাখা হয় তবে নাভীর সমান্তরালে বা নিচেও রাখা সম্ভব।

আমার জানা মতে বুকের উপর হাত রাখার বিষয়ে অন্য কোনো মারফূ হাদীস বর্ণিত হয় নি। আমরা লক্ষ্য করছি যে, উপরের চারটি হাদীসের একটিও 'সহীহ' নয়, এমনকি 'হাসান' পর্যায়েরও নয়। ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা)-এর হাদীসের দুটি বর্ণনাই দুর্বল। হুল্‌ব তায়ীর হাদীসটি কাবীসার কারণে দুর্বল। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অন্য দুর্বলতা 'শায্য'। এছাড়া তা মুদাল্লাস বলে প্রতীয়মান হয়। তাউসের হাদীসটি মুরসাল। এ অর্থে আলী (রা) ও আনাস (রা) থেকে তাঁদের মত ও কর্ম বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির সনদ খুবই দুর্বল।[৯২]

---

[৯২] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ ৯, ১০, ১৯।

১. ৬. নাভীর উপরে হাত রাখার নির্দেশনা

হাদীস নং ১৯

নাভীর উপরে হাত রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি। এ বিষয়ে আলী (রা)-এর নিজের কর্ম হিসেবে একটি মাউকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلامِ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

"আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ ইবন আ'ইয়ান বলেন, তিনি আবূ বাদর থেকে, তিনি আবূ তালূত আব্দুস সালাম থেকে, তিনি (গাযওয়ান) ইবন জারীর দাব্বী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তিনি তাঁর বাম হাতকে তাঁর ডান হাত দিয়ে কব্জির উপর ধরে রেখেছিলেন নাভীর উপরে।"

হাদীসটির সনদের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য, শুধু গাযওয়ান ও তার পিতা জারীর ছাড়া। তাদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী 'তারীখ কাবীর' গ্রন্থে উভয়ের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সূত্রে আলীর সালাত-পদ্ধতি বিষয়ক হাদীস সংকলন করেছেন।[৯৩] ইবন আবী হাতিম 'আল-জারহ ওয়াত তাদীল' গ্রন্থে তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি গাযওয়ানের দুজন ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৪] ইবন হিব্বান তাদের উভয়কে "সিকাহ" বা নির্ভরযোগ্য রাবীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। গাযওয়ানের বিষয়ে যাহাবী বলেন: তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে।[৯৫] জারীর সম্পর্কে তিনি বলেন: "তার পরিচয় জানা যায় না।"[৯৬] জারীর সম্পর্কে মিয্যী বলেন: তিনি সর্বদা আলী (রা)-এর সাহচর্যে থাকতেন।[৯৭] পিতা-পুত্র উভয়ের বিষয়ে ইবন হাজার বলেন: "মাকবূল"। অর্থাৎ এককভাবে দুর্বল, তবে একাধিক বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ হাদীসটি 'হাসান' বলে গণ্য করার অবকাশ আছে; কারণ উভয়কেই বুখারী ও ইবন আবী হাতিম কোনোরূপ ত্রুটি বর্ণনা ছাড়া উল্লেখ

---

[৯৩] বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর ২/২১১, ৭/১০৮।
[৯৪] ইবন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তাদীল ২/৫০২, ৭/৬৬।
[৯৫] যাহাবী, আল-কাশিফ ২/১১৬।
[৯৬] ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ২/৬৭; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ২/১২২
[৯৭] মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ৪/৫৫২-৫৫৩।

করেছেন, ইবন হিব্বান উভয়কেই 'সিকাহ্' বলে গণ্য করেছেন। তবে গাযওয়ান ও তার পিতার দুর্বলতার কারণে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে 'দুর্বল' বলেছেন।[৯৮]

ইবন হাজার আসকালানী এ হাদীস প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেন:

بَاب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ ... وَوَضَعَ عَلِيٌّ ﷺ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الأَيْسَرِ إِلا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا

"সালাতের মধ্যে হাতের সহযোগিতা গ্রহণের পরিচ্ছেদ। .... আলী (রা) তাঁর ডান তালু তাঁর বাম কব্জির উপর রাখতেন; তবে যদি শরীর চুলকানো বা কাপড় ঠিক করার প্রয়োজন হতো তবে ভিন্ন কথা।"[৯৯]

ইবন হাজার বলেন, বুখারী এখানে গাযওয়ানের এ হাদীসটিই উল্লেখ করছেন। কারণ হাদীসটি একমাত্র তার সূত্রেই বর্ণিত। হাদীসটি বুখারীর এক উস্তাদ মুসলিম ইবন ইবরাহীম আব্দুস সালাম থেকে গাযওয়ান থেকে জারীর থেকে বর্ণনা করে বলেন:

كان على إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمني على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا

"আলী (রা) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তাঁর বাম কব্জির উপর তাঁর ডান হাত দিয়ে আঘাত করতেন (রাখতেন) এবং রুকু পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন। তবে যদি শরীর চুলাকানো বা পোশাক ঠিক করার প্রয়োজন হতো তবে ভিন্ন কথা।" ইবন আবী শাইবাও অনুরূপ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

বুখারী ও ইবন আবী শাইবার বর্ণনায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান উল্লেখ করা নেই। ইমাম বুখারী হাদীসটি তা'লীক হিসেবে 'সনদ ছাড়া' উদ্ধৃত করলেও নিশ্চিত ভাষায় তা উদ্ধৃত করেছেন; সন্দেহের ভাষায় তা করেন নি। এতে প্রতীয়মান যে, হস্তদ্বয় রাখার স্থান উল্লেখ ব্যতিরেকে আলী (রা)-এর মূল হাদীসটিকে ইমাম বুখারী সহীহ্ বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। বাইহাকী সনদটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[১০০]

নাভীর উপরে হাত রাখার বিষয়ে তাবিয়ী সাঈদ ইবন জুবাইরের মত বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।[১০১]

---

[৯৮] আলবানী, যায়ীফ আবী দাউদ ১/২৯৩।

[৯৯] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪০০: (আবওয়াবুল আমালি ফিস সালাত, বাবু ইসতিআনাতিল ইয়াদ), ভারতীয় ১/১৫৯।

[১০০] ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ৩/৭২; ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৩৯০, ২/৬১৯; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২৯।

[১০১] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ. ২০।

১. ৭. নাভীর নিচে হাত রাখার নির্দেশনা

হাদীস নং ২০

ইমাম আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন মাহবূব বলেন, আমাদেরকে হাফস ইবন গিয়াস বলেন, তিনি আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক থেকে, তিনি যিয়াদ ইবন যাইদ থেকে, তিনি আবূ জুহাইফাহ (রা) থেকে, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেন, "সুন্নাত হলো সালাতের মধ্যে হাতের তালুর উপর হাতের তালু নাভীর নিচে রাখা।"

হাদীস নং ২১

এরপর আবূ দাউদ বলেন:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِىِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"আমাদেরকে মুসাদ্দাস (ইবন মুসারহাদ) বলেন, আমাদেরকে আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ বলেন, তিনি আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক কূফী থেকে, তিনি সাইয়ার ইবন আবী সাইয়ার আবুল হাকাম থেকে, তিনি আবূ ওয়াইল (শাকীক ইবন সালামাহ) থেকে, তিনি বলেন: আবূ হুরাইরা (রা) বলেন: সালাতের মধ্যে হাতের তালু হাতের তালুর উপর ধরা নাভীর নিচে।"[১০২]

দ্বিতীয় হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা)-এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত। কিন্তু প্রথম হাদীসটি মারফূ বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বলে গণ্য; কারণ এতে এ কর্মকে 'সুন্নাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত প্রথম হাদীসটি হাফিয মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ 'যিয়া-উদ্দীন' আল-মাকদিসী (৬৪৩ হি) তাঁর 'আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু সনদ বিচারে হাদীসটি দুর্বল বলে প্রমাণিত। উভয় হাদীসের মূল

---

[১০২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৭৪; যাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ ১/৩১৩।

রাবী 'আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক'। এ ব্যক্তির বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সে দুর্বল রাবী। ইমাম আহমাদ, বুখারী, আবূ হাতিম, আবূ যুরআ, ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, ইয়াকূব, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান প্রমুখ সকল মুহাদ্দিস বলেছেন যে, লোকটি দুর্বল, আপত্তিকর, পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য রাবী। ইমাম আবূ দাউদ বিষয়টি উল্লেখ করে হাদীস দুটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: "আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে শুনেছি, তিনি আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক কূফীকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।"[১০৩] ইমাম নাবাবী বলেন: এ হাদীসটির দুর্বলতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আব্দুর রাহমানের দুর্বলতার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।"[১০৪]

হাদীস নং ২২

ওয়ায়িলের হাদীসের ৮ম বর্ণনা। হাদীসটির এ বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। ইবন আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"আমাদেরকে ওকী বলেছেন, তিনি মূসা ইবন উমাইর থেকে, তিনি আলকামা ইবন ওয়ায়িল ইবন হুজর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি দেখলাম, নাবীউল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখেছেন নাভীর নিচে।"[১০৫]

বস্তুত আমরা এ সনদে এ হাদীসটির অন্য ভাষ্য ৪ নং হাদীসে দেখেছি। এখানে হাদীসটি মূসা ইবন উমাইর থেকে ওকী বর্ণনা করেছেন, ওকী থেকে ইবন আবী শাইবা। আর ৪ নং হাদীসে মূসা থেকে আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবূ নুআইম থেকে ইয়াকূব ইবন সুফইয়ান ফাসাবী। ৪ নং হাদীসের ভাষা ছিল: নাবীউল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর আঁকড়ে ধরতেন।" সেখানে হস্তদ্বয় রাখার স্থান উল্লেখ করা হয় নি।

এ হাদীসটির সনদের রাবীগণ সকলেই সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। ইমাম ওকী ইবনুল জার্‌রাহ সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। মূসা ইবন উমাইর এবং আলকামা ইবন ওয়ায়িল উভয়কেই মুহাদ্দিসগণ নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। এ হাদীসটির শেষে 'নাভীর নিচে' কথাটুকু 'মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা'-এর সকল

---

১০৩ আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৭৫।
১০৪ নাবাবী, শারহ সহীহ মুসলিম ৪/১১৫।
১০৫ ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (মুহাম্মাদ আওয়ামাহ সম্পাদিত) ১/৩৯০।

পাণ্ডুলিপিতে নেই। শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ অনেকগুলো পাণ্ডুলিপির সমন্বয় করে মুসান্নাফ গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি দুটি পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান এবং চারটি পাণ্ডুলিপিতে তা বিদ্যমান নেই, সেগুলিতে হাদীসটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا وكِيعٌ ... قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ

আমাদেরকে ওকী বলেছেন... তিনি বলেন: আমি দেখলাম, নাবীউল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখেছেন।"[১০৬]

উল্লেখ্য যে, 'মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবা' গ্রন্থের সকল পাণ্ডুলিপিতেই এ হাদীসের পরের হাদীস নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا وكِيعٌ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"আমাদেরকে ওকী বলেন, রাবী থেকে, আবূ মা'শার থেকে, ইবরাহীম থেকে, তিনি বলেন: সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে নাভীর নিচে।"[১০৭]

উপরের (২২ নং) হাদীসের শেষে 'মুসান্নাফ' গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপিতে 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশ থাকা ও কোনো পাণ্ডুলিপিতে না থাকার কারণ দুটির একটি:

(১) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির লিপিকার এ হাদীসের শেষে বিদ্যমান 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি ভুল করে বাদ দিয়েছেন।

(২) কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির লিপিকার পরবর্তী হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি ভুল করে এ হাদীসের মধ্যেও সংযোজন করে দিয়েছেন।

হাদীসতাত্ত্বিক বিচারে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই জোরালো মনে হয়। কারণ:

প্রথমত: ওকী থেকে ইবন আবী শাইবা ছাড়া আরো অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁদের বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' বাক্যাশংটি নেই।

দ্বিতীয়ত: ওকী ছাড়াও অন্যান্য মুহাদ্দিস মূসা ইবন উমাইর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনাতেও এ কথাটুকু নেই।

ইবন আবী শাইবা আসলে কি লিখেছিলেন তা বুঝতে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, তাঁর উস্তাদ ওকী কী বলেছিলেন। ওকী কী বলেছিলেন তা জানার জন্য আমাদেরকে তাঁর বিভিন্ন ছাত্রের বর্ণনা দেখতে হবে। নিম্নের বর্ণনাগুলি দেখুন:

---

[১০৬] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত) ১/৩৪২।

[১০৭] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (আওয়ামা) ১/৩৯০; (দারুত তাজ) ১/৩৪৩।

(১) ওকীর এক ছাত্র ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.

"আমাদেরকে ওকী বলেছেন, তিনি মূসা ইবন উমাইর থেকে, তিনি আলকামা ইবন ওয়ায়িল ইবন হুজর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি দেখলাম, নাবীউল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখেছেন।"[১০৮]

(২) ওকীর অন্য ছাত্র ইউসূফ ইবন মূসা ইবন রাশিদ (২৫৩ হি)। তিনি সত্যপরায়ণ রাবী, বুখারী তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সূত্রে ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি) হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَحْوَلُ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِى الصَّلاَةِ.

"আমাদেরকে হুসাইন ইবন ইসমাঈল এবং উসমান ইবন জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ আল-আহওয়াল বলেছেন, আমাদেরকে ইউসুফ ইবন মূসা বলেছেন, আমাদেরকে ওকী বলেছেন, আমাদেরকে মূসা ইবন উমাইর আম্বারী বলেছেন, তিনি আলকামা ইবন ওয়ায়িল থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখেছেন।"[১০৯]

(৩) ওকীর অন্য ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম ইবন হাইয়ান (২৫০ হি)। তিনিও নির্ভরযোগ্য রাবী, ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সূত্রে ইমাম হুসাইন ইবন মাসউদ বাগাবী (৫১০ হি) শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ نَا وَكِيعٌ نَا مُوسَى

---

[১০৮] আহমাদ ইবন হাম্বাল, আল-মুসনাদ (আরনাউত) ৪/৩১৬।

[১০৯] দারাকুতনী, আস-সুনান ১/২৮৬।

بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ "

"আমাদেরকে আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ্ সালিহী বলেছেন, আমাদেরকে আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হাসান হীরী বলেছেন, আমারেদকে হাজিব ইবন আহমাদ তূসী বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম বলেছেন, আমাদেরকে ওকী বলেছেন, আমাদেরকে মূসা ইবন উমাইর আম্বারী বলেছেন, তিনি আলকামা ইবন ওয়ায়িল থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখেছেন।"[১১০]

এভাবে আমরা 'ইবন আবী শাইবার' সহপাঠীদের, অর্থাৎ ইমাম ওকী-এর ছাত্রদের বর্ণনা যাচাই করে দেখছি যে, তাঁরা কেউ 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি উল্লেখ করেন নি। এবার আমরা ইমাম ওকীর 'সহপাঠীদের' বর্ণনা যাচাই করে দেখি, তারা কেউ মূসা থেকে অতিরিক্ত এ বাক্যাংশটি বর্ণনা করেছেন কিনা।

(১) ওকীর একজন 'সহপাঠী' বা 'সতীর্থ' আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন। তিনি মূসা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা আমরা ৪র্থ হাদীসে দেখেছি। সেখানে 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশ নেই।

(২) মূসা ইবন উমাইরের আরেক ছাত্র প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি)। ইমাম নাসাঈ বলেন:

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالا حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

"আমাদেরকে সুওয়াইদ ইবন নাসর বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ (ইবনুল মুবারাক) বলেছেন, তিনি মূসা ইবন উমাইর আম্বারী এবং কাইস ইবন সুলাইম আম্বারী উভয় থেকে, তারা দুজনে বলেছেন, আমাদেরকে আলকামা ইবন ওয়ায়িল বলেছেন, তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন: আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতে দণ্ডায়মান থাকতেন তখন তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।"[১১১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম ওকী থেকে ইবন আবী শাইবা ছাড়াও আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইউসুফ ইবন মূসা, আব্দুল্লাহ ইবন হাশিম প্রমুখ প্রসিদ্ধ

---

[১১০] বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ১/৪১৯।
[১১১] নাসাঈ, আস-সুনান ২/১২৫। ভারতীয় ১/১০২।

নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনাতে 'নাভীর নিচে' বাক্যাংশটি নেই। এছাড়া ওকীর উস্তাদ মূসা ইবন উমাইর থেকে ওকী ছাড়াও আবূ নুআইম ফাদল ইবন দুকাইন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনাতেও 'নাভীর নিচে' কথাটি নেই।

এক্ষেত্রে যদি আমরা প্রথম সম্ভবানার উপর নির্ভর করি তাহলে ইমাম ইবন আবী শাইবার বর্ণনা 'শায' বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদি আমরা মনে করি যে, ইবন আবী শাইবা এ হাদীসে 'নাভীর নিচে' কথাটি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিকার ভুলক্রমে তা লিখেন নি, তাহলে বিষয়টি ইবন আবী শাইবার দুর্বলতা বলে গণ্য হবে। কারণ তাঁর উস্তাদ থেকে এবং উস্তাদের উস্তাদ থেকে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ কথাটি তাঁরা বলেন নি। সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার বিপরীতে একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা 'শায্' (উদ্ভট বা অনিয়মিত) এবং দুর্বল বলে গণ্য। আমরা ১৭ নং হাদীস আলোচনা প্রসঙ্গে তা জেনেছি।

আর যদি আমরা দ্বিতীয় সম্ভাবনার উপর নির্ভর করি তবে 'নাভীর নিচে' কথাটি পাণ্ডুলিপিকারের ভুল বলে গণ্য হবে। সামগ্রিক বিচারে এ সম্ভাবনাই সঠিক বলে প্রতীয়মান। যেহেতু অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এ হাদীসে 'নাভীর নিচে' কথাটি নেই এবং ইবন আবী শাইবার সহপাঠীগণের ও তাঁর উস্তাদের সহপাঠীগণের বর্ণনাতেও তা নেই সেহেতু বুঝা যায় যে, 'মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা' গ্রন্থের মূল ভাষ্যে তা ছিল না। মুসান্নাফের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে লিপিকার ভুলে কথাটি সংযোজন করেছেন। যদিও লিপিকারদের এরূপ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, তবুও পাণ্ডুলিপিগুলির বর্ণনার পার্থক্যের কারণ নির্ণয়ে অন্য কোনো সম্ভাবনা স্পষ্ট নয়। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচ্য। আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ সকল পক্ষের হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন মালিকীগণের মধ্যে ইবন আব্দিল বার্‌র (৪৬৩ হি), হাম্বালীগণের মধ্যে ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি), শাফিয়ীগণের মধ্যে আবূ যাকারিয়া নাবাবী (৬৭৬ হি), ইবন হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), হানাফীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ যাইলায়ী (৭৬২), বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫), কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১) ও অন্যান্য ইমাম, রাহিমাহুমুল্লাহ। তাঁরা কেউ নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার পক্ষে 'মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা' গ্রন্থের এ হাদীসটি উল্লেখ করেন নি। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, মুসান্নাফ গ্রন্থের মূল ভাষ্যে এ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' কথাটি ছিল না; পরবর্তী যুগে কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির লিপিকার ভুলে তা সংযোজন করেছেন।

নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে আর কোনো মারফূ হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ্ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানতে পারি নি। আনাস (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসের কথা ইবন হাযাম ও অন্যান্য কোনো কোনো ফকীহ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হাদীসটির কোনো সনদ উল্লেখ করেন নি। অন্যান্য মুহাদ্দিসও হাদীসটির কোনো সনদ খুঁজে পান নি। এ বিষয়ে সাহাবীগণের কোনো কর্ম বা মত কোনো সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি।

কয়েকটি 'মাকতূ' হাদীস বা কয়েকজন তাবিয়ীর মত এ বিষয়ে সহীহ্ বা হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এ হাদীসটির (২২ নং) আলোচনা প্রসঙ্গে একটু আগেই দেখেছি যে, মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবার সকল পাণ্ডুলিপিতেই এ হাদীসের পরেই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি)-এর মত উদ্ধৃত করা হয়েছে। বর্ণনটির সনদ হাসান বলে গণ্য হতে পারে। ইবন আবী শাইবা এ অনুচ্ছেদেই প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ফকীহ্ আবূ মিজলায লাহিক ইবন হুমাইদ (১০৮ হি) থেকে তাঁর মত উদ্ধৃত করেছেন যে, মুসল্লী সালাতের মধ্যে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে এবং এভাবে হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। বর্ণনাটির সনদ হাসান।[১১২]

---

[১১২] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৩৯০; মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ইলাম, পৃ. ২১।

দ্বিতীয় পর্ব:
পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

এতক্ষণ আমরা সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ক হাদীসগুলো সনদতাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়ন করলাম। এখন আমরা সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ১. সাংখ্যিক পরিসংখ্যান

২. ১. ১. হস্তদ্বয় রাখা বা ধরা

আমাদের আলোচিত ২২টি হাদীসের মধ্যে ১৬টি হাদীসে হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। দুটি হাদীসের (৭ ও ৮ নং) এক বর্ণনায় রাখা এবং এক বর্ণনায় ধরার কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে (১৮ নং) রাখা এবং চেপে রাখার কথা বলা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ টি হাদীসে হাত ধরার কথা বলা হয়েছে।

'রাখার' হাদীসগুলির মধ্যে ১২ টি হাদীসে 'বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা'-র কথা বলা হয়েছে। ১ টি হাদীসে (১ নং) বাম হাত-বাহুর উপর ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীসে (৫ নং) বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটির দ্বিতীয় বর্ণনায় বাম হাতের তালুর পিঠ ও বাহুর কব্জির উপর ডান হাত রাখার নির্দেশনা রয়েছে। একটি হাদীসে (১৩ নং) বাম হাতের কব্জির কাছে ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীসে (১৭ নং) বাম হাতের উপরে ডান হাত কব্জির উপরে রাখার নির্দেশনা রয়েছে। একটি হাদীসে (১৯ নং) কব্জির উপর তালু রাখার কথা বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে (২০ নং) কব্জির উপর কব্জি রাখার কথা বলা হয়েছে।

ধরার হাদীসগুলির মধ্যে চারটি হাদীসে (৩, ৪, ৭, ৮ নং) ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার নির্দেশনা দেখতে পাই। একটি হাদীসে (২১ নং) কব্জির উপর কব্জি ধরার কথা বলা হয়েছে।

২. ১. ২. হস্তদ্বয়ের অবস্থান

হস্তদ্বয় রাখার স্থান উল্লেখ ব্যতিরেকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা বা ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার বিষয়ে ১৩টি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে ৮ টি হাদীস সন্দেহাতীতভাবে সহীহ। একটি হাদীস হাসান। একটি হাদীস পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলেছেন কিন্তু আলবানী যয়ীফ বলেছেন। এ হাদীসটিও বাহ্যত সহীহ বা হাসান। অবশিষ্ট দুটো হাদীস হাসান বা যয়ীফ বলে গণ্য হতে পারে। একটি হাদীস (১৩ নং) রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতার কারণে যয়ীফ।

গলার নিচে বা বুকের উপরি অংশে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে কোনো মারফূ হাদীস বর্ণিত হয় নি, তবে ইবন আব্বাস (রা) থেকে দুর্বল সনদে একটি মত বর্ণিত হয়েছে। বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে চারটি হাদীস আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, হাদীসগুলি সবই দুর্বল সনদে বর্ণিত।

নাভীর উপরে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়েও কোনো মারফূ হাদীস বর্ণিত হয় নি, আলী (রা)-এর নিজের কর্ম বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটির সনদ কিছুটা দুর্বল, তবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয়ে তাবিয়ী সাঈদ ইবন যুবাইরের মত বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।

নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে তিনটি হাদীস আমরা আলোচনা করেছি। এগুলির মধ্যে দুটি হাদীস খুবই দুর্বল। তৃতীয় হাদীসটির সনদ সহীহ। কিন্তু এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপিগত আপত্তি আমরা আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আরো কিছু অত্যন্ত যয়ীফ বর্ণনা বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম হিসেবে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলির পর্যালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলেছি যে, তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী ও আবূ মিজলায থেকে নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার মত হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

২. ২. সহীহ-হাসান হাদীসগুলোর ফিকহী নির্দেশনা

ফিকহী নির্দেশনা আলোচনায় আমরা শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসগুলো পর্যালোচনা করব। আমরা দেখেছি যে, আমাদের আলোচিত ২২টি হাদীসের মধ্যে ৮ টি হাদীস (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০ নং) সহীহ এবং একটি হাদীস (৯ নং) হাসান। ৬ টি হাদীস (৮, ১১, ১২, ১৬, ১৭ এবং ১৮ নং) হাসান বলে বিবেচিত হতে পারে। ৬ টি (১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২১ নং) হাদীস দুর্বল বলে প্রতীয়মান। একটি (২২ নং) হাদীস সনদগতভাবে সহীহ হলেও পাণ্ডুলিপিগত আপত্তি রয়েছে। আমরা সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোর আলোকে এ বিষয়ক ফিকহী নির্দেশনা অবগত হওয়ার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ২. ১. হস্তদ্বয় রাখার পদ্ধতি

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ একমত হয়েছেন যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় একত্রিত করে দেহের উপরে রাখা সুন্নাত বা সুন্নাত নির্দেশিত মুসতাহাব কর্ম। দুটি বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন: (১) হস্তদ্বয় রাখার বা ধরার পদ্ধতি এবং (২) হস্তদ্বয় রাখার স্থান। প্রথমে আমরা হস্তদ্বয় রাখার বা ধরার পদ্ধতি আলোচনা করব।

যে ১৫টি হাদীস সহীহ বা হাসান বলে বিবেচিত হতে পারে সেগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নের চিত্র দেখি। ৮টি (১, ২, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ নং) হাদীসে বাম

হাতের উপর ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। সকল হাদীসে হাত বলতে আরবী 'ইয়াদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ কাঁধ থেকে আঙুলের প্রান্ত পর্যন্ত হাত। শুধু একটি হাদীসে (১ নং) বাম হাত বুঝতে 'যিরা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ কনুই থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত হাত। একটি (৫ নং) হাদীসে বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসটির অন্য বর্ণনায় তালুর পিঠ ও কব্জির উপর রাখার কথা বলা হয়েছে। একটি (১৬ নং) হাদীসে বাম হাতের উপর ডান হাত 'কব্জির উপরে' রাখার কথা বলা হয়েছে। একটি (১৭ নং) হাদীসে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে চেপে রাখার কথা বলা হয়েছে। অন্য (১৮ নং) হাদীসে কব্জির উপর তালু রাখার কথা বলা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি সহীহ হাদীসে (৩, ৪, ৭ নং) ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার কথা বলা হয়েছে।

এভাবে অধিকাংশ হাদীসে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি হাদীসে হাতের স্থান উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে বাম হাতের তালু, কব্জি ও বাহুর উপর ডান হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় ও অন্য দুটি হাদীসে তালুর উপর বা কব্জির উপর তালু রাখার কথা বলা হয়েছে।

এ সকল হাদীসের আলোকে ফকীহগণ একমত, যে কোনোভাবে রাখলে বা ধরলেই মূল সুন্নাত পালন হবে। তবে সমন্বয় করতে তাঁরা কিছু মত প্রকাশ করেছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা শুরুনবুলালী বলেন:

وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ؛ لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين . وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما

"হস্তদ্বয় রাখার পদ্ধতি হলো, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কব্জি পেঁচিয়ে ধরবে। যেহেতু হাদীসে রাখা ও ধরা উভয়ই বর্ণিত হয়েছে এজন্য অনেক ফকীহ-মাশাইখ এভাবে রাখা ভাল মনে করেছেন। কিন্তু ভিন্নমতে বলা হয়েছে যে, এভাবে রাখা সুন্নাতের খেলাফ এবং সকল মাযহাবের খেলাফ। এজন্য একবার ধরার হাদীস পালন করা এবং অন্যবার রাখার হাদীস পালন করা উচিত। তাহলে উভয় হাদীসের প্রকৃত অর্থ পালন ও আমল করা হবে।"[১১৩]

---

[১১৩] শুরুনবুলালী, মারাকীল ফালাহ, পৃ. ১৩২।

আল্লামা শুরুনবুলালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোনো বিষয়ে একাধিক সুন্নাত বর্ণিত হলে অনেক সময় আগ্রহী মুমিন উভয় সুন্নাত একত্রে পালনের জন্য তৃতীয় একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। যেমন আমরা দেখলাম যে, হস্তদ্বয়ের অবস্থান সম্পর্কে বুকের উপর, নাভীর উপর, নাভীর নিচে ইত্যাদি বর্ণনা রয়েছে। মুমিন একটিকে অগ্রগণ্য হিসেবে পালন করবেন, অথবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি পালন করবেন। কিন্তু তিনি যদি একই সাথে সবগুলো হাদীস পালনের উদ্দেশ্যে হাতের কিছু অংশ নাভীর নিচে, কিছু অংশ নাভীর উপর ও কিছু অংশ বুকের উপর রাখার পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করেন তবে তা সুন্নাহ বহির্ভূত একটি নতুন পদ্ধতিতে পরিণত হবে।

রাখা বা ধরার বিষয়টিও অদ্রূপ। হাদীসে 'রাখা' ও 'ধরা' উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'রাখা' ও 'ধরা'র সমন্বিত যে রূপ তা বর্ণিত হয় নি। আমরা দেখেছি মূলত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। যে কোনোভাবে রাখলেই ধরা হয় এবং ধরলেই রাখা হয়। যেভাবেই ধরা বা রাখা হোক মূল সুন্নাত পালিত হবে। দু, তিন, চার বা সবগুলো আঙ্গুল দিয়ে ধরলে অথবা কয়েকটি আঙুল বা সবগুলো আঙ্গুল হাতের উপর রাখলে একই পর্যায়ের সুন্নাত পালিত হবে। সমন্বয়ের নামে কোনো একটি পদ্ধতিকে 'সুন্নাত' বা সুন্নাত নির্দেশিত 'মুসতাহাব' বলে নির্ধারণ করলে আমরা কয়েকটি ভুল করব:

(১) প্রশস্তকে সংকীর্ণ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে ইবাদতটির জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেন নি, সমন্বয়ের নামে সে ইবাদতের সকল পদ্ধতি বাতিল করে সুন্নাতের নির্দেশনা বহির্ভূত একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা।

(২) সুন্নাহ বহির্ভূত নতুন পদ্ধতিকে দীন বানানো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি যে, তিনি এভাবে ডান হাতের তিন আঙুল বাম হাতের উপর রেখে দু আঙুল দিয়ে বাম হাত ধরেছেন। সমন্বয়ের নামে এ পদ্ধতিকে সুন্নাত বা মুসতাহাব বানানোর অর্থ খেলাফে সুন্নাত একটি বিষয়কে দীনের অংশ ও দীন পালনের রীতি বানিয়ে ফেলা।

(৩) সুন্নাহর উপর প্রকৃত আমল বন্ধ করা। যেহেতু উভয় পদ্ধতিই সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু মুমিন কখনো ধরবেন এবং কখনো রাখবেন। সমন্বয়ের নামে একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করলে উভয় সুন্নাতের উপর আমল করার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবে আল্লামা শুরুনবুলালীর বক্তব্য থেকে আমরা দেখছি যে, যেহেতু হাদীসগুলোতে রাখা ও ধরার কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় নি, সেহেতু হাদীসগুলো একত্রে পালনের নামে নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন ঠিক নয়। এতে সুন্নাত বহির্ভূত পদ্ধতি 'সুন্নাত' বা 'দীন' বলে গণ্য হতে পারে এবং বিদআতের রূপ নিতে পারে। যে

কোনো ভাবে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলে বা ধরলে এ সকল হাদীসের নির্দেশনা পালিত হবে। রাখার ক্ষেত্রে পূর্ণ রাখা ও ধরার ক্ষেত্রে পূর্ণ ধরাই স্বাভাবিক।

রাখার বা ধরার ক্ষেত্রে হাদীসগুলোতে আমরা তিনটি পদ্ধতি দেখলামঃ (১) তালুর উপর তালু, (২) কব্জির উপর তালু এবং (৩) তালু, কব্জি ও বাহুর উপর হাত। তিনটি পদ্ধতিই সুন্নাত নির্দেশিত ও সমর্থিত। কোনো একটিকে অগ্রগণ্য করার নামে অন্য সহীহ হাদীসগুলো বাতিল করা উচিত নয়। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাখলে বা ধরলে সব হাদীসের উপর আমল করা হয় এবং এতে সালাতের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

২. ২. ২. হস্তদ্বয় রাখার স্থান

আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের চারটি মত রয়েছেঃ গলার নিচে, বুকের উপর, নাভীর উপর ও নাভীর নিচে। প্রশ্ন হলো, সহীহ হাদীসগুলো কোন্ মত সমর্থন করে? আমি নিম্নের বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য সম্মানিত পাঠককে অনুরোধ করছি।

২. ২. ২. ১. সালাতের মৌলিক বিষয় নয়

এ সকল হাদীস, অন্যান্য হাদীসের নির্দেশনা, সাহাবী ও তাবিয়ীগণের মত ও কর্মের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত যে, সালাতের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা বা ধরা সালাতের ফরয-ওয়াজিব বা মৌলিক কোনো কর্ম বলে গণ্য নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ এ কর্ম পরিত্যাগ করার কারণে কোনো আপত্তি করেন নি। সালাতের মধ্যে রুকু সাজদায় তাড়াহুড়ো করা বা শান্তভাবে রুকু সাজদা না করায় যেমন হাদীসে আপত্তি করা হয়েছে বা সালাত হবে না বলে বলা হয়েছে, হাতদুটো একত্রিত রাখার বিষয়ে তেমন কিছুই বর্ণিত হয় নি।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল হাদীসে সালাতের মৌলিক কর্মগুলো শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোতেও এ কর্মটির উল্লেখ নেই। যেমন তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায়কারীকে তিনি বারবার বলেন, তোমার সালাত হয় নি। এরপর তিনি তাকে সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। সেখানে তিনি হস্তদ্বয় বিষয়ে কিছুই বলেন নি। এভাবে সুন্নাতের সামগ্রিক নির্দেশনার আলোকে প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন যে, হস্তদ্বয় একত্রিত করে রাখার বিষয়টি 'মুস্তাহাব' পর্যায়ের কর্ম।

২. ২. ২. ২. আপত্তি-সন্তুষ্টিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম

আমাদেরকে অবশ্যই সুন্নাতের আলোকে সুন্নাত বুঝতে হবে। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন সে বিষয়ে সে পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়াই সুন্নাত। অনুরূপভাবে যে কর্ম পরিত্যাগ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে পরিমাণ আপত্তি করেছেন তাতে সে পরিমাণ আপত্তি করা এবং যে কর্ম পরিত্যাগ করলে তিনি আপত্তি

করেন নি সে কর্ম পরিত্যাগ করলে আপত্তি না করাই সুন্নাত। কোনো সুন্নাহ নির্দেশিত কর্মকে যদি সুন্নাহ বহির্ভূত গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে এরূপ গুরুত্বারোপ বিদআতে পরিণত হবে। ফরযকে নফলের গুরুত্ব দেওয়া বা নফলকে ফরযের গুরুত্ব দেওয়া একইরূপ অন্যায় ও সুন্নাত-বিরোধিতা। যে কর্ম পরিত্যাগ করলে তিনি আপত্তি করেছেন বলে বর্ণিত হয় নি, সে কর্মে আপত্তি করাও একইরূপ অন্যায় ও সুন্নাত বিরোধিতা।

সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকে বা পেটে রাখার বা না রাখার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে কোনো আপত্তি করেছেন বলে কখনোই বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ থেকেও এরূপ কোনো বিষয় বর্ণিত হয় নি। কাজেই সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার কারণে বা নাভীর নিচে রাখার কারণে আপত্তি করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, এরূপ কর্মের কারণে মুমিনকে খারাপ মনে করা ইত্যাদি সবই সুন্নাহ বিরোধী কর্ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো ইসলাম নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম। সর্বোপরি এরূপ হারাম বা নিষিদ্ধ কর্মকে দীন মনে করে আমরা কঠিন বিদআতে নিপতিত হচ্ছি। যারা মনে করেন, অমুক ব্যক্তি বুকে হাত রাখেন অথবা অমুক ব্যক্তি নাভীর নিচে হাত রাখেন কাজেই তিনি আহলুস সুন্নাহ নন, সুন্নাহ প্রেমিক নন, আমার দলের নন, ভাল মুমিন নন- ইত্যাদি সকল চিন্তাই একইরূপ অন্যায়।

২. ২. ২. ৩. হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ক কোনো হাদীসই সহীহ নয়

আমরা দেখেছি যে, হাত রাখার স্থান বিষয়ক হাদীসগুলোর কোনোটিই মূলত সহীহ নয়। গলার নিচে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। নাভীর উপরে হাত রাখার বিষয়ে বর্ণিত আলী (রা)-এর কর্ম বিষয়ক হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার তিনটি মারফূ হাদীস আমরা দেখেছি। হাদীসগুলির দুটি দুর্বল ও একটির পাণ্ডুলিপিগত আপত্তি আছে। এ হাদীসটি বাদ দিলে নাভীর নিচে হাত রাখার হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই দুর্বল। এ বিষয়ে বর্ণিত তিনটি হাদীসের একটিও 'সহীহ' বা 'হাসান' পর্যায়ের নয়। ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা)-এর হাদীসের দুটো বর্ণনাই দুর্বল। তাউসের হাদীসটি মুরসাল। তিনটি হাদীস একত্রে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো মুহাদ্দিস। অন্যান্য মুহাদ্দিস তা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের পর্যালোচনায় তিনটি হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল। এরূপ হাদীস একাধিক সনদের কারণে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে না।

২. ২. ২. ৪. সহীহ হাদীসের নির্দেশনায় হাত বাঁধার স্থান বিবেচ্য নয়

এ বিষয়ে বর্ণিত সবগুলো সহীহ হাদীস- আমাদের আলোচিত ১০টি সহীহ ও হাসান হাদীস- দুটো বিষয় প্রমাণ করেঃ (১) সালাতে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বা ধরা সুন্নাত ও (২) এ সুন্নাত পালনে হস্তদ্বয় রাখার স্থান বিবেচ্য নয়।

বস্তুত, মুতাওয়াতির পর্যায়ের এ হাদীসগুলোর নির্দেশনা যে, হস্তদ্বয় কোথায় রাখা হবে তা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বরং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বা ধরাই মূল সুন্নাত ইবাদত। এভাবে রেখে বা ধরে হাত দুটোকে যেখানেই রাখা হোক সুন্নাত পালিত হবে। কেউ যদি এরপর হাদীসের আলোকে রাখার স্থান নির্ধারণ করে তা পালন করেন তাহলে তিনি অতিরিক্ত সাওয়াব পাবেন; কিন্তু স্থান নির্ধারণ মূল সুন্নাত পালনের শর্ত বা অংশ নয়।

তাহাজ্জুদের সালাত, ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত সালাত ইত্যাদি ইবাদতের ক্ষেত্রে এর তুলনা পাওয়া যায়। অধিকাংশ হাদীসে এ সকল সালাতের ফযীলত ও সুন্নিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সকল সালাত কোন্ স্থানে আদায় করতেন এবং কোন্ সূরা পাঠ করতেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন তার বাড়িতে বা মসজিদে যেখানেই এ সালাত আদায় করবেন, যে সূরাই পাঠ করবেন তিনি সহীহ হাদীস নির্দেশিত সুন্নাত পালনের সাওয়াব লাভ করবেন। কেউ যদি নিজ বাড়িতে, অবিকল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সূরাগুলো দিয়ে অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে তা আদায় করেন তবে অতিরিক্ত সুন্নাতের সাওয়াব লাভ করবেন। তবে এগুলো মূল সুন্নাত পালনের বা সাওয়াব অর্জনের শর্ত বা অংশ নয়। কেউ যদি বলেন যে, এ সকল সুন্নাত সালাত নির্ধারিত সূরাসহ না পড়লে বা নিজ বাড়িতে না পড়লে কোনো সাওয়াবই হবে না অথবা সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করা হবে তবে আমরা সকলেই তার বিভ্রান্তি বুঝতে পারব।

সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখা বিষয়ক হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি অবিকল এরূপ বলেই প্রতীয়মান হয়। মুমিন সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপরে যেভাবে ও যেস্থানেই রাখুন তার মূল সুন্নাত পালিত হবে। সহীহ হাদীসগুলোতে এর বেশি নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কোনো মুমিন যদি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণের মানসে তিনি কিভাবে ও কোথায় হস্তদ্বয় রাখতেন তা অনুসন্ধান করে পালন করার চেষ্টা করেন তবে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলকে মূল ইবাদতের শর্ত বানালে তা ভুল ও অন্যায় বলে গণ্য হবে।

এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ এ পর্যায়েরই। যারা হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখতে বলেছেন তাঁরা ছাড়া সকল ফকীহ একমত যে, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা বা ধরাই সুন্নাত। যেভাবেই রাখা হোক সুন্নাত পালিত হবে। তবে রাখার স্থানের ক্ষেত্রেও সুন্নাত পালন করলে তা উত্তম বলে গণ্য হবে। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম সারাখসী মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ (৪৮৩ হি) বলেন:

وَيَعْتَمِدُ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فِي قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ. .... وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ.... فَأَمَّا مَوْضِعُ الْوَضْعِ فَالأَفْضَلُ عِنْدَنَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الأَفْضَلُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الصَّدْرِ

"সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। .... সাধারণ সকল আলিমের মতে এটি সুন্নাত। .... আর রাখার স্থানে বিষয় নিয়ে কথা হলো, আমাদের মতে উত্তম নাভীর নিচে রাখা এবং শাফিয়ী (রা)-এর নিকট উত্তম বুকের উপর রাখা।"[১১৪]

এভাবে সকল মাযহাবের ফকীহগণের আলোচনাতেই আমরা দেখি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা 'বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা' এবং 'হস্তদ্বয়ের অবস্থান' দুটি বিষয়কে পৃথক করে আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য যে, 'ডান হাতের উপর বাম হাত রাখা'-ই মূল সুন্নাত বা মুসতাহাব। যেখানেই তা রাখা হোক এ সুন্নাত পালিত হবে। রাখার স্থান বিষয়ক আলোচনা পৃথক একটি মুসতাহাব বা উত্তম বিষয় নিয়ে আলোচনা।

২. ২. ২. ৫. হাত বাঁধা বনাম হাত তোলা

এভাবে আমরা দেখছি যে, সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা এবং রাখার স্থান দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু অনেক মুমিন দুটিকে এক করে ফেলেন। তাঁরা মনে করেন বুকের উপর বা নাভীর নিচে হস্তদ্বয় না রাখলে হস্তদ্বয় একত্রিত করার হাদীসগুলো পালন করাই হলো না। আর এ ধারণা থেকেই পারস্পরিক আপত্তি, ঝগড়া ও বিভেদের সৃষ্টি। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে 'তাকবীর তাহরীমা'-র উদাহরণ পেশ করা যায়। সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই হস্তদ্বয় একত্রিত করতে হয়। আর তাকবীর তাহরীমার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) 'আল্লাহু আকবার' বলা, ইমামের জন্য জোরে বলা এবং মুকতাদীর জন্য আস্তে বলা, হস্তদ্বয় উত্তোলন করা, এ সময়ে হস্তদ্বয়ের আঙুলগুলো লম্বা করে রাখা, আঙুলগুলো একত্রিত বা দূরবর্তী না করে স্বাভাবিক রাখা... 'সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত' কর্ম। এগুলো একত্রে পালনকেই আমরা 'তাহরীমা' বলে বুঝি। তবে কর্মগুলোর পর্যায় এক নয়। তাকবীর বলা 'ফরয'। হস্তদ্বয় উত্তোলন করা 'সুন্নাত'। জোরে বা আস্তে 'তাকবীর' বলা, আঙুলগুলো প্রসারিত ও স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক রাখা সুন্নাত নির্দেশিত 'মুসতাহাব' পদ্ধতি। মুসাল্লী হস্তদ্বয় মোটেও না উঠালে, 'সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত পদ্ধতিতে' না উঠালে, ইমাম 'আস্তে' তাকবীর বললে বা মুকতাদী জোরে তাকবীর বললে

---

[১১৪] সারাখসী, আল-মাবসূত ১/৫৭।

আমরা বলতে পারি না যে, 'তাকবীর তাহরীমা' বা 'রাফউল ইয়াদাইন' আদায় হয় নি। আবার আঙুলগুলো 'সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত পদ্ধতিতে' না থাকার কারণে আমরা বলতে পারি না যে, 'হাত উঠানোর ইবাদত'-ই পালিত হয় নি।

(খ) হস্তদ্বয় উত্তোলনের তিনটি পদ্ধতি 'সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত': তাকবীরের সাথে, পূর্বে বা পরে। অনুরূপভাবে হস্তদ্বয় কাঁধ বা কর্ণদ্বয়ের সমান্তরালে উঠানো: দুটি পদ্ধতিই প্রমাণিত। যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করায় কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্য কোনো পদ্ধতি রহিত বা বাতিল বলা সঠিক নয়।

(গ) হস্তদ্বয় উত্তোলনের সময় হাতের তালু কিবলামুখি রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে দুর্বল সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن الله أمامه

"তোমাদের কেউ যখন সালাত শুরু করে সে যেন তখন তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করে এবং হস্তদ্বয়ের পেট কিবলার দিকে রাখে; কারণ আল্লাহ তার সম্মুখে।"[১১৫]

তবে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে তাঁর নিজের কর্ম সহীহ সনদে বর্ণিত। তাবিয়ী ওয়াসি ইবন হিব্বান বলেন:

كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة

"ইবন উমার (রা) যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর সব কিছু কিবলামুখি রাখতে ভালবাসতেন। এমনকি তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিকেও কিবলামুখি করতেন।"[১১৬]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী তাউস বলেন:

ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه

"নিজের মুখমণ্ডল, করতলদ্বয় ও পদদ্বয় কিবলামুখি করে রাখার বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা)-এর চেয়ে অধিক আগ্রহী কোনো সালাত আদায়কারী আমি দেখি নি।"[১১৭]

---

[১১৫] তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত ৮/১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৭০-২৭১; আইনী, উমদাতুল কারী ৯/২; আলবানী, যায়ীফাহ ৫/৩৬১। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[১১৬] ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৪/১৫৭। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

[১১৭] আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ ২/১৭২। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

ফকীহগণ তাকবীর তাহরীমায় হস্তদ্বয় উত্তোলনের সময় করতলদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো ফকীহ, বিশেষত মালিকী ও শাফিয়ী ফকীহগণ এ সময়ে হাতের তালু কিবলামুখি রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি। কেউ বিষয়টি উন্মুক্ত রেখেছেন। তালু কিবলার দিকে, দেহের দিকে, মাটির দিকে বা উপরের দিকে যেদিকেই থাক হস্তদ্বয় উত্তোলন বা রাফউল ইয়াদাইন-এর ইবাদত একইভাবে পালিত হবে। কেউ কেউ বিভিন্ন যুক্তিতে এ সময়ে করতলদ্বয় মাটির দিকে, উপরের দিকে বা দেহের দিকে রাখা উত্তম বলে গণ্য করেছেন।[১১৮]

এর বিপরীতে হানাফী ও হাম্বালী ফকীহগণ এ সময়ে হাতের তালু কিবলামুখি রাখা 'সুন্নাত' বা 'মুসতাহাব' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে এটি একটি 'মুসতাহাব' কর্মের 'মুসতাহাব' পদ্ধতি মাত্র। এটি পালন না করলে হস্তদ্বয় উত্তোলনের ইবাদতটি নষ্ট হবে বা গোনাহ হবে বলে কেউ দাবি করেন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামগ্রিক সুন্নাতের আলোকেই ফকীহগণ গুরুত্বের এ পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন।[১১৯]

সম্মানিত পাঠক,

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, তাকবীর তাহরীমা নামক ফরয ইবাদতের সাথে রাফউল ইয়াদাইন নামক সুন্নাত ইবাদত জাড়িত। আর এ ইবাদতটির পদ্ধতি বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিদ্যমান। সমাজের মুসাল্লীদের মধ্যে এক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। এ বিষয়ে সহীহ হাদীস ভিত্তিক গবেষণা করা, সহীহ হাদীস নির্দেশিত পদ্ধতিগুলো পালন করা ও পালনের জন্য মানুষদেরকে দাওয়াত দেওয়া খুবই ভাল কাজ। কিন্তু সহীহ হাদীস নির্দেশিত কোনো একটি 'মুসতাহাব' পদ্ধতি পালন না করার কারণে মূল ইবাদতটিই পালন করা হলো না বলে দাবি করা নিরেট মুর্খতা ও জাহিলী উদ্দীপনা ছাড়া কিছুই নয়।

তাকবীর তাহরীমা ও রাফউল ইয়াদাইনের পরে হস্তদ্বয় একত্রিত করে রাখার বিষয়টিও একইরূপ। ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা ও রাখার স্থান সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিষয়। প্রথমটি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি 'মুসতাহাব' কর্ম। দ্বিতীয় বিষয়টি এ মুসতাহাব কর্মের উত্তম পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণা ও মতামত। এ মূলনীতি সামনে রেখে আমরা এ বিষয়ে সুন্নাহ নির্দেশিত উত্তম পদ্ধতি অবগত হওয়ার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

---

[১১৮] ওয়াকফ ও ইসলামী কর্মকাণ্ড মন্ত্রণালয়, কুয়েত, আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৭/৮৪-৮৬।

[১১৯] বুরহানুদ্দীন ইবন মাযাহ, মাহমূদ ইবন আহমাদ, আল-মুহীত আল-বুরহানী ১/৪১১; কাসানী, বাদাইউস সানাই' ১/১৯৯; আইনী, উমদাতুল কারী ৯/২; আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যা ১/৭৩; ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৪৭৫; মানসূর আল-বাহূতী, আর-রাউদুল মুরবি ১/৬৮; ইবন মুফলিহ, আল-ফুরূ ২/১০৮; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ ১/১৯৪।

২. ৩. মুহাদ্দিস ফকীহগণের বক্তব্য বিশ্লেষণ

২. ৩. ১. পূর্ববর্তীগণের মত বিবেচনার গুরুত্ব

এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের দায়িত্ব পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ ফকীহগণের এবং বিশেষভাবে 'মুহাদ্দিস ফকীহগণের' মত পর্যালোচনা করা। কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক স্বাধীন গবেষণা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি জ্ঞানের অহংকার, হটকারিতা ও সিদ্ধান্তের ভুল থেকে মুক্ত থাকার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মত বিবেচনা করা জরুরী। যে মত পূর্ববর্তী কোনো আলিম গ্রহণ করেন নি আমাদের গবেষণা যদি সে মতের পক্ষে যায় তাহলে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে কেউই নির্ভুল বা মাসূম নন। সকলেরই ভুল হতে পারে এবং সকলের কথাই যাচাই করে গ্রহণ করা হয়। এর অর্থ: একজন আলিম বা ইমাম কোনো মাসআলায় ভুল করতে পারেন। তবে পূর্ববর্তী সকল আলিমই ভুল করেছেন এমন চিন্তা মুসলিম কখনোই করতে পারেন না। কারণ আমরা যেমন গবেষণা করছি, তেমনি গবেষণা করেছেন তাঁরাও। তবে ইখলাস, সময় ব্যয়, সুযোগ ও পরিবেশ তাঁদের জন্য বেশি অনুকূল ছিল। বিশেষত সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও তাবাউল আতবা: প্রথম ৪ প্রজন্মের আলিমদের মত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন; কারণ তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাক্ষ্য দিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেন:

وكُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ، ولَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً، كَمَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ.

"পূর্ববর্তীদের মতের ব্যতিক্রম যে মত পরবর্তী কোনো আলিম গ্রহণ করেছেন, তার পূর্বে কেউ তা বলেন নি, এরূপ প্রত্যেক মতই ভুল। এজন্যই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেছেন: "খবরদার, কোনো মাসআলাতে এমন মত প্রকাশ করবে না যে বিষয়ে তোমার কোনো ইমাম বা পূর্বসূরী নেই।"[১২০]

এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা এখানে মুহাদ্দিস ফকীহগণের মত পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

২. ৩. ২. মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানী (১৮৯)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি)। তিনি মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মালিক ও বুখারী সংকলিত আমাদের পুস্তিকার ১ম হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

---

[১২০] ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/২৯১।

باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة. أخبرنا مالك ... كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ... قال محمد: ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة ... وهو قول أبي حنيفة، رحمه الله.

"সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার অনুচ্ছেদ। আমাদেরকে মালিক বলেন... "মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হতো সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে।... মুহাম্মাদ বলেন: যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন মুসল্লীর উচিত ডান হাতের তালুর পেট তার বাম কব্জির উপর রাখা নাভীর নিচে .... এটি আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মত।"[১২১]

এখানে আমরা দেখছি যে, অনুচ্ছেদের শিরোনাম, হাদীসের ভাষ্য ও ফিকহী মাসআলার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অনুচ্ছেদের শিরোনাম ও হাদীসের নির্দেশ 'বামের উপর ডান রাখা'। কিন্তু সিদ্ধান্তে তিনি হাত রাখার পদ্ধতি ও স্থান 'নাভীর নিচে' সংযোজন করেছেন। এ দুটো বিষয়ের জন্য কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেন নি। বাহ্যত এর কারণ, হাত রাখা-ই মূল সুন্নাত এবং এটিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাখার পদ্ধতি ও স্থান সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এজন্য তাঁরা এ বিষয়ে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ফকীহগণের মত, কর্ম বা প্রচলনের আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

২. ৩. ৩. ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি (২৩৮)

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ফকীহ ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি (২৩৮হি) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (২৪১হি)। তাঁরা দুজনেই নাভীর নিচে হাত রাখার মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দুজনের প্রসিদ্ধ ছাত্র, ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের উস্তাদ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইসহাক ইবন মানসূর আল-কাওসাজ আল-মারওয়াযী (২৫১ হি) তাঁদের দুজন থেকে ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তা সংকলন করেন। তাঁর বইটির নাম 'মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল ওয়া ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি'। এ গ্রন্থে তিনি বলেন:

قلت: إذا وضع يمينه على شماله أين يضعهما؟ قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك (كل هذا عندي واسع) قال إسحاق: كما قال تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع.

---

[১২১] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মুআত্তা ২/৬২।

"আমি (ইমাম আহমাদকে) বললাম: যদি বাম হাতের উপর ডান হাত রাখে তাহলে হস্তদ্বয় কোথায় রাখবে? তিনি বলেন: নাভীর উপরে ও নিচে, কোনোটিতেই অসুবিধা নেই, সবই আমার মতে প্রশস্ত। ইসহাক বলেন: তিনি যেমন বলেছেন। নাভীর নিচে রাখা হাদীসের আলোকে শক্তিশালী এবং বিনয়ের জন্য বেশি উপযোগী।"[১২২]

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইবনুল মুনযির ও অন্য অনেকেই ইসহাক ইবন রাহওয়াইহির এ মতটি উদ্ধৃত করেছেন।[১২৩]

আমরা দেখছি যে, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি নাভীর উপরে হস্তদ্বয় রাখার মত গ্রহণ না করে নাভীর নিচে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করছেন। তিনি তাঁর মতের পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন: (১) নাভীর নিচে রাখা হাদীসের আলোকে শক্তিশালী এবং (২) এরূপ রাখা আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশের বেশি উপযোগী।

বিনয় প্রকাশের বিষয়টি আপেক্ষিক। তবে হাদীসের আলোকে নাভীর নিচে শক্তিশালী বলার কারণ হিসেবে মনে হয়, তাঁরা এ বিষয়ে বর্ণিত মারফূ হাদীসগুলোর দুর্বলতার কারণে সেগুলোর উপর নির্ভর না করে সাহাবী-তাবিয়ী ফকীহগণের মাউকূফ ও মাকতূ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন।

আমরা এ পুস্তিকার শুরুতে দেখেছি যে, ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াহি বুকে হাত রাখতেন বলে শাইখ আলবানী উল্লেখ করেছেন। কারণ কাওসাজ মারওয়াযী তাঁর পুস্তকে অন্যত্র লিখেছেন: "ইসহাক ... কুনূতের মধ্যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন এবং তার হস্তদ্বয় তাঁর স্তনদ্বয়ের উপর বা স্তনদ্বয়ের নিচে রাখতেন।"[১২৪] কিন্তু মারওয়াযীর গ্রন্থের টীকাকার[১২৫] বলেন:

معنى كلام الكوسج أن إسحاق بن راهويه يرفع يديه في حال القنوت بإزاء ثدييه أو بإزاء تحتهما، أي أنه يرفعهما إلى صدره، لا أنه يضعهما مباشرة على الثديين أو تحتهما. بدليل أن ابن قدامة في المغني: ٥٨٤/٢ ذكر رأي الإمام أحمد في هذه المسألة، وهو أنه يرفع يديه في القنوت إلى صدره، ثم قال: وبه قال إسحاق. ولأن إسحاق -رحمه الله- لا يرى وضع اليدين على الصدر حتى ولا في حال القيام في الفريضة، بل يرى وضعهما تحت السرة، كما روى ذلك عنه الكوسج ... وعلى هذا فقول الألباني -رحمه الله- ... فيه نظر ولا يساعد عليه السياق، والله أعلم.

---

[১২২] মারওয়াযী, মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ওয়া ইসহাক ২/৫৫১-৫৫২।
[১২৩] ইবনুল মুনযির, আল-আউসাত ১/৯৪।
[১২৪] মারওয়াযী, মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ... ওয়া ইসহাক ৯/৪৮৫১।
[১২৫] মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ।

"এখানে কাওসাজ-এর কথার অর্থ হলো, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি কুনুতের সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাঁর স্তনদ্বয় বরাবর বা স্তনদ্বয়ের নিচে দুআর জন্য তুলে রাখতেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি হস্তদ্বয় স্তনদ্বয়ের উপরে বা নিচে রাখতেন। এর প্রমাণ হলো, ইবন কুদামা মুগনী গ্রন্থের ২/৫৮৪-এ ইমাম আহমাদের মত উল্লেখ করেছেন যে, কুনুতের সময় দু হাত দুআর জন্য বুক পর্যন্ত উঠাবে। এরপর বলেন: ইসহাকও এ মত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসহাক (রাহ) ফরয বা বিতর কোনো সালাতেই বুকের উপর হাত রাখার মত পোষণ করতেন না; বরং তিনি নাভীর নিচে হাত রাখার মত পোষণ করতেন, যা কাওসাজ নিজেই উদ্ধৃত করেছেন। ... কাজেই শাইখ আলবানী (রাহ)-এর বক্তব্যে আপত্তির অবকাশ আছে। কাওসাজের পূর্বাপর বক্তব্য আলবানীর বক্তব্য সমর্থন করে না।"[১২৬]

২. ৩. ৪. আহমাদ ইবন হাম্বাল (২৪১ হি)

মারওয়াযীর বর্ণনায় আমরা ইমাম আহমাদের মত দেখেছি। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ আল্লামা মুওয়াফ্ফাক উদ্দীন ইবন কুদামাহ (৬২০ হি) বলেন:

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي مَوْضِعِ وَضْعِهِمَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ... وَعَنْ أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ .. وَعَنْهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ مَرْوِيٌّ، وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ

"হস্তদ্বয় রাখার স্থান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ থেকে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: নাভীর নিচে রাখবে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: নাভীর উপরে রাখবে। তৃতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন: মুসল্লী এ বিষয়ে স্বাধীন, সে যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারে; কারণ সবই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি প্রশস্ত।"[১২৭]

এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইমাম আহমাদ নাভীর নিচে বা উপরে হাত রাখা সমান বলে গণ্য করছেন। বিষয়টি মুসল্লীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করছেন। কিন্তু বুকের উপর রাখার বিষয়ে কিছুই বলছেন না। অন্যত্র আমরা দেখেছি যে, বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখাকে তিনি মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন।

২. ৩. ৫. মুহাম্মাদ ইবন ঈসা তিরমিযী (২৭৯ হি)

হাদীসভিত্তিক ফিকহের আলোচনায় সুনান তিরমিযী অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উপরে আলোচিত ৮ নং হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী বলেন:

---

[১২৬] মারওয়াযী, মাসাইলুল ইমাম আহমাদ, টীকা ৯/৪৮৫১।
[১২৭] ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১/৫৪৯।

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

"সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ হাদীসের উপর আমল করেন। তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, সালাতের মধ্যে মুসাল্লী তার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তাঁদের কারো মতে হস্তদ্বয় নাভীর উপরে রাখবে। আর কারো মতে হস্তদ্বয় নাভীর নিচে রাখবে। বিষয়টি তাঁদের মতে প্রশস্ত।"[১২৮]

ইমাম তিরমিযীর ভাষ্য অনুসারে হাত রাখাই সুন্নাত, রাখার স্থানটির বিষয় প্রশস্ত, নাভীর উপরে বা নিচে রাখা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, তিনি এখানে গলার নিচে ও বুকের উপরে হাত রাখার মত দুটি উল্লেখ করেন নি।

২. ৩. ৬. ইবনুল মুনযির (৩১৯ হি)

ইমাম ইবনুল মুনযিরের কথা আমরা এ পুস্তিকার প্রথমে উল্লেখ করেছি। তিনি হাত ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে, এদের মতের কারণে হস্তদ্বয় একত্রিত রাখার সহীহ্ সুন্নাত পরিত্যাগ সঠিক নয়। হস্তদ্বয় কোথায় রাখতে হবে সে প্রসঙ্গে তিনি আমাদের পুস্তিকার ৫ নং হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ... واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقالت طائفة: تكونان فوق السرة، وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: فوق السرة، وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس. وقال آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، وإبراهيم النخعي ، وأبي مجلز... وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق، وقال إسحاق : تحت السرة أقوى في الحديث ، وأقرب إلى التواضع. وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي ﷺ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها

[১২৮] তিরমিযী, আস-সুনান ২/৩২ (ভারতীয় ১/৫৯)।

"…. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখেন… নাভীর কোন্ স্থানে হস্তদ্বয় রাখতে হবে সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। একদল বলেন: হস্তদ্বয় নাভীর উপরে থাকবে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হস্তদ্বয় বুকের উপর রেখেছিলেন। সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: নাভীর উপরে। আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন: নাভীর সামান্য উপরে এবং নাভীর নিচে হলেও অসুবিধা নেই। অন্যরা বলেছেন : হাতের উপর হাত নাভীর নিচে রাখতে হবে। এ মত আলী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), ইবরাহীম নাখয়ী ও আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত। … সুফইয়ান সাওরী ও ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি এ মত গ্রহণ করেছেন। ইসহাক (ইবন রাহওয়াইহি) বলেছেন: নাভীর নিচে রাখা হাদীসের দৃষ্টিতে অধিক শক্তিশালী ও বিনম্রতার জন্য অধিক উপযোগী। কেউ কেউ বলেছেন: হস্তদ্বয় কোথায় রাখতে হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীসই সহীহ বা প্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত হয় নি। কাজেই মুসল্লী ইচ্ছা করলে নাভীর নিচে রাখবে এবং ইচ্ছা করলে নাভীর উপরে রাখবে।"[১২৯]

ইমাম ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে আমরা তিনটি বিষয় দেখছি:

প্রথমত: 'বাহুর উপর হাত রাখা' হাদীসটিকে তিনি হস্তদ্বয় নাভীর উপরে বা নিচে রাখার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হস্তদ্বয় রাখার স্থান সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত কোনো মারফূ হাদীসের উপর নির্ভর করছেন না, এমনকি উদ্ধৃতিও দিচ্ছেন না। বরং পরিপূর্ণভাবে সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম ও মতের উপর নির্ভর করছেন। উপরন্তু উল্লেখ করছেন যে, স্থান বিষয়ক কোনো হাদীসই সহীহ নয়।

দ্বিতীয়ত: হস্তদ্বয়ের স্থান নির্ধারণে তিনি 'নাভী'-কে মূল কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে দুটি মত উল্লেখ করেছেন: নাভীর উপরে ও নাভীর নিচে। হস্তদ্বয় বুকে রাখার কোনো মত তিনি উল্লেখ করেন নি। আলী (রা)-এর বুকে হাত রাখাকে তিনি নাভীর উপরে রাখার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।

তৃতীয়ত: তিনি এসকল মতের মধ্যে কোনো মতকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বা অগ্রগণ্য বলে চিহ্নিত করেন নি।

তাঁর বক্তব্যের সুস্পষ্ট অর্থ, সালাতের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা প্রমাণিত সুন্নাত। কারো মতের কারণে তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তবে রাখার স্থান বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণের দুটি মত আছে। যে কোনো মত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কথাটিই তিনি অন্যত্র বলেছেন:

---

[১২৯] ইবনুল মুনযির, আল-আউসাত ৪/১৮৫-১৮৭।

لم يثبت عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – في ذلك شيء فهو مخير

"নাবীউল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়; কাজেই মুসল্লীর যে কোনো মত গ্রহণ করার সমান সুযোগ রয়েছে।"[১৩০]

২. ৩. ৭. আবূ ইসহাক শীরাযী (৪৭৬ হি)

শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবূ ইসহাক শীরাযী ইবরাহীম ইবন আলী (৪৭৬ হি)। তাঁর 'মুহায্যাব' গ্রন্থটি শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ, হানাফী মাযহাবের 'হোদায়া' গ্রন্থের মত। তিনি বলেন:

ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى ... والمستحب أن يجعلهما تحت الصدر لما روى وائل بن حجر ﷺ قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي فوضع يديه على صدره

"তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা মুস্তাহাব। ... আর হস্তদ্বয় বুকের নিচে রাখা মুসতাহাব। কারণ ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত আদায় করছেন, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখলেন... ।"[১৩১]

২. ৩. ৮. বুকের উপরের হাদীস দ্বারা নাভীর উপর প্রমাণ করা

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে আমরা দেখলাম যে, প্রাচীন কোনো ফকীহ বুকে হাত রাখার মত প্রকাশ করছেন না। পরবর্তীগণ 'বুকে হাত রাখা' অর্থের হাদীসগুলোকে নাভীর উপরে হাত রাখার প্রমাণ হিসেবে পেশ করছেন। ইমাম ইবনুল মুনযির ও শীরাযীর বক্তব্যে আমরা তা দেখলাম। ইমাম নাবাবী এবং অন্যান্য সকল শাফিয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ এভাবেই দলিল পেশ করেছেন। প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন কুদামা (৬২০ হি) এরূপ করেছেন। তিনি বলেন:

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّافِعِيِّ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ

"আহমাদ থেকে বর্ণিত অন্য মত: হস্তদ্বয় নাভীর উপরে রাখবে। এটি সাঈদ ইবন জুবাইর ও শাফিয়ীর মত। কারণ ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) বলেন: আমি দেখলাম যে, নাবীউল্লাহ (ﷺ) সালাত আদায় করছেন, তিনি হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখলেন... ।"[১৩২]

---

[১৩০] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১৮৯।
[১৩১] শীরাযী, আল-মুহায্যাব ১/৭১।
[১৩২] ইবন কুদামা, আল-মুগনী ১/৫৪৯।

বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ইয়ামানী আলিম আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী শাওকানী (১২৫০হি/১৮৩৪খৃ) বলেন:

واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة ... من حديث وائل ...: ... فوضع .. على صدره. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم والحديث صريح بأن الوضع على الصدر

"ইবন খুযাইমা ওয়ায়িল (রা)-এর যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তিনি বলেছেন: হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখলেন, সে হাদীসটিকে শাফিয়ীগণ দলীল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু এ হাদীস তাদের মাযহাব প্রমাণ করে না। কারণ তারা বলছেন যে, হস্তদ্বয় বুকের নিচে রাখতে হবে। অথচ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, বুকের উপরে রাখতে হবে।"[১৩৩]

বিষয়টি বাস্তব। আমরা দেখেছি যে, আরবী ভাষায় 'সাদ্‌র' (বুক) বলতে 'গলার নিচে থেকে পেটের উন্মুক্ত স্থান পর্যন্ত' বুঝানো হয়। এতে 'বুকের উপর' বলতে নাভীর উপরে বুঝানো সম্ভব। নাভীর উপর থেকে স্তনদ্বয়ের উপর পর্যন্ত যে কোনো স্থানে হস্তদ্বয় রাখলে তা উপরের অর্থে 'বুকের উপর' রাখা বলে গণ্য হতে পারে। এরপরও 'বুকের উপর' বলতে বুকের উপরিভাগ না বুঝিয়ে নিম্নভাগ বুঝানোর কারণ স্পষ্ট নয়। তবে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়:

প্রথমত: ইসলামের দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ 'মুহাদ্দিস ফকীহগণ' বুকের উপর হাত রাখার বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। ফলে তাঁরা এ বিষয়ে মূলত সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের কর্ম ও মতের উপর নির্ভর করেছেন। বাহ্যত এ তিন প্রজন্মের কোনো ফকীহ বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার মত প্রকাশ করেন নি, এজন্য দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস ফকীহগণের মধ্যে বুকের উপর হাত রাখার মতটি পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: ইমাম ইসহাক, ইবনুল জাওযী ও অন্য অনেকে বলেছেন যে, নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখা সালাতের বিনম্রতার অধিক উপযোগী। এথেকে ধারাণা করা যায় যে, বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখাকে তাঁরা বিনয়ের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

তৃতীয়ত: প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম সারাখসী (৪৮৩ হি) বলেন:

الوضع تحت السرة أبعد عن التشبه بأهل الكتاب

[১৩৩] শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/২০৩।

"নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখলে ইহূদী-খৃস্টানদের কর্মের সাদৃশ্য থেকে বেশি দূরে থাকা যায়।"[১৩৪]

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের মধ্যে তাদের 'সালাত' বা 'প্রার্থনা'-র সময় হয়ত হস্তদ্বয় বুকে রাখার প্রচলন ছিল। যে কারণে পূর্ববর্তী যুগের ফকীহগণ সচেতনভাবে এরূপ কর্ম পরিহার করেছেন।

চতুর্থতঃ আমরা দেখেছি যে, ইমাম আহমাদ বুকে হাত রাখা মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন। এ মতের পক্ষে একটি বর্ণনা হাম্বালী মাযহাবের গ্রন্থগুলোতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আবূ মা'শার নামক একজন তাবিয়ী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'তাকফীর' নিষেধ করেছেন; আর 'তাকফীর' হলো হস্তদ্বয় বুকে রাখা। এ বর্ণনাটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না। আর আবূ মাশআর নিজেও অত্যন্ত দুর্বল রাবী ছিলেন। এছাড়া 'তাকফীর' অর্থ মূলত সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় অতি ঝুঁকে থাকা। কাজেই এ বর্ণনাটির উপর নির্ভর করে বুকে হাত রাখাকে মাকরূহ বলা সঠিক নয়।[১৩৫] তবে মনে হয়, বুকে হাত রাখাকে মাকরূহ বলার একটি মত তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী ফকীহগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

বাহ্যত এ সকল কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ 'বুকের উপর' অর্থের হাদীসগুলো 'আক্ষরিক অর্থে' বা 'বুকের উপরিভাগে' অর্থে গ্রহণ না করে 'ব্যাপক অর্থে' 'বুকের নিম্নভাগের উপরে' বা 'নাভীর উপর' অর্থে গ্রহণ করেছেন।

২. ৩. ৯. বুকে হাত রাখার মত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, সালাতের মধ্যে 'বুকের উপর' বা 'বক্ষদেশের উপরিভাগের উপর' হস্তদ্বয় রাখার মতটি প্রাচীন মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। ফকীহগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, হানাফী ফকীহগণ সর্বপ্রথম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়ে কিছু লিখেছেন বলে জানতে পারি নি। তবে আমরা দেখছি, সপ্তম হিজরী থেকেই হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করছেন যে, মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা উত্তম। মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন আব্দুল কাদির রাযী (৬৬৬ হি), ইবনুল হুমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১ হি), আবুল ফাদল আব্দুল্লাহ ইবন মাহমূদ ইবন মাউদূদ মাওসিলী (৬৮৩ হি), ফাখরুদ্দীণ উসমান ইবন আলী যাইলায়ী (৭৪৩ হি), মুহাম্মাদ

---

[১৩৪] সারাখসী, আল-মাবসূত ১/৪৩।

[১৩৫] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ. ২১-২৩।

ইবন ফারামূয মোল্লা খসরু (৮৮৫ হি), যাইনুদ্দীন ইবন ইবরাহীম ইবন নুজাইম মিসরী (৯৭০ হি) ও পরবর্তী সকল হানাফী ফকীহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য, হস্তদ্বয় একত্রে রাখার বিষয়ে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বিদ্যমান। তবে হস্তদ্বয়ের অবস্থান বিষয়ে কোনো হাদীসই সহীহ নয়। এজন্য বিষয়টি প্রশস্ত। পুরুষদের জন্য নাভীর নিচে রাখাই উত্তম; কারণ তা বিনয় প্রকাশের অধিক উপযোগী। আর মহিলাদের জন্য বুকের উপরে রাখাই উত্তম; কারণ তা তাদের আবরণীয়তা সংরক্ষণে অধিক উপযোগী।[১৩৬]

পরবর্তীকালে দুজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী সিন্দী (১১৩৮হি/১৭২৬খৃ) ও শাইখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী (১১৬৩হি/ ১৭৫০খৃ) দুজনেই সিন্ধু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, পরিণত বয়সে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। দুজনেই মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী 'সুনান ইবন মাজাহ'-এর হাশিয়ায় লিখেন:

وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ وَائِل ... عَلَى صَدْره وقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ طَاوُس ... وَهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُرْسَلا لَكِنَّ الْمُرْسَل حُجَّة عِنْد الْكُلّ. وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر.... وَأَمَّا حَدِيث أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاَة تَحْت السُّرَّة فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه كَذَا ذَكَره اِبْن الْهُمَام نَقْلا عَنْ النَّوَوِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ .

"সহীহ ইবন খুযাইমায় ওয়ায়িল ... থেকে সংকলিত হয়েছে... 'বুকের উপর'। আবূ দাউদ তাউস থেকে উদ্ধৃত করেছেন... এ হাদীসটি মুরসাল, তবে মুরসাল হাদীস সকলের নিকটই প্রমাণ হিসেবে গৃহীত। মোট কথা হাত না ঝুলিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা যেমন সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত, তেমনি রাখার স্থান হিসেবে 'বুক' প্রমাণিত, অন্য কিছুই প্রমাণিত নয়। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে: 'সালাতের মধ্যে নাভীর নিচে হাতের তালুর উপর তালু রাখা সুন্নাত'- সে হাদীসটির দুর্বলতার বিষয়ে সকলেই একমত। (প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম) ইবনুল হুমাম (প্রসিদ্ধ

---

১৩৬ রাযী, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, তুহফাতুল মুলূক, পৃষ্ঠা ৬৯; ইবনুল হুমাম, শারহ ফাতহিল কাদীর ১/২৮৭; মাওসিলী, আবুল ফাদল, আল-ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার ১/৫৩; যাইলায়ী, উসমান ইবন আলী, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/১০৭; মোল্লা খসরু, দুরারুল হুক্কাম শারহ গুরারিল আহকাম ১/৩০০; ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩২০; শুরুনবুলালী, নূরুল ঈদাহ পৃ. ৪৬; ইবন আবিদীন, হাশিয়া রাদ্দিল মুহতার ১/৪৮৭।

শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম) নাবাবীর সূত্রে তা উদ্ধৃত করেছেন এবং নীরব থেকেছেন (ইবনুল হুমাম নাবাবীর বক্তব্য খণ্ডন করেন নি বরং মেনে নিয়েছেন)।"[১৩৭]

শাইখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দীর মত আমরা ইতোপূর্বে ১৬ নং হাদীস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে, তিনি 'ফাতহুল গাফূর ফী ওয়াদয়িল আইদী আলাস সুদূর' (বুকের উপর হাত রাখার বিষয়ে ক্ষমাশীলের উন্মোচন) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ক হাদীসগুলি পর্যালোচনা করে বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে বর্ণিত ওয়ায়িল (রা)-এর হাদীসকে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেন। আমরা আরো দেখেছি যে, পরবর্তী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম শাওকানী (১২৫০ হি), এর পরের শতকের প্রসিদ্ধ ভারতীয় মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ আশরাফ ইবন আমীর আল-আযীমআবাদী (১৩১০ হি/১৮৯২খৃ) এবং শাইখ আব্দুর রাহমান মুবারকপূরী (১৩৫৩হি/ ১৯৩৪খৃ) একইভাবে হস্তদ্বয় বুকে রাখার হাদীসকে এ প্রসঙ্গে একমাত্র সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

তাঁদের বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করলে নিম্নের বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়:

(১) এ বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীসের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন।

(২) নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়ে বর্ণিত মারফূ হাদীসগুলোর সুস্পষ্ট দুর্বলতা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা দেখেছেন যে, এর বিপরীতে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার হাদীসগুলো সহীহ অথবা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

(৩) তাঁরা মূলত ইবন খুযাইমার 'সংকলনের' উপর নির্ভর করেছেন। এছাড়া তাউসের মুরসাল হাদীসটিকেও তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।

সমকালীন আলিমগণের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার হাদীসগুলোকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। তাঁর কিছু বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এ বিষয়ে তাঁর হাদীসতাত্ত্বিক আলোচনা পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) নাভীর নিচে বা উপরে হাত রাখার অর্থে বর্ণিত মারফূ হাদীসগুলি যয়ীফ বা বাতিল। সে তুলনায় বুকে রাখার হাদীসগুলি গ্রহণযোগ্য।

(২) হস্তদ্বয় বুকে রাখার অর্থে বর্ণিত হাদীস তিনটির প্রত্যেকটির দুর্বলতা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ইবন হাজার আসকালানীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করে এ অর্থে চতুর্থ একটি হাদীসও 'সহীহ ইবন খুযাইমা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে তিনি কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমরা অনুসন্ধান করে এ হাদীসটি পাই নি। অন্য কোনো

---

[১৩৭] সিনদী, হাশিয়াতু ইবন মাজাহ ২/২১০।

মুহাদ্দিসও এ হাদীসটির উল্লেখ করেন নি। সর্বোপরি প্রাচীন ও সমকালীন মুহাদ্দিসগণের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে অন্য কোনো সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয় নি। সম্ভবত এজন্যই শাইখ আলবানী অন্যান্য গ্রন্থে এ হাদীসটির উল্লেখ করেন নি।

(৩) শাইখ আলবানী 'চতুর্থ' এ হাদীসটির পাশাপাশি তাউসের মুরসাল হাদীস (১৮ নং) ও হুল্ব তায়ীর হাদীস (১৭ নং) একত্রে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, ওয়ায়িলের (রা) হাদীসের দুটি বর্ণনা (১৫ ও ১৬ নং হাদীস) একত্রে শক্তি অর্জন করে এবং পাশাপাশি হুল্ব তায়ীর হাদীস (১৭ নং) এবং তাউসের মুরসাল হাদীস (১৮ নং) একত্রে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

চতুর্থ হাদীসটি আমরা পাচ্ছি না। বাকি হাদীসগুলো একত্রে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করার বিষয়ে শাইখ মুকবিল ও শাইখ খালিদের আপত্তি আমরা উল্লেখ করেছি।

(৪) শাইখ আলবানী ১ নং হাদীস ও ৫ নং হাদীসের অর্থ হস্তদ্বয় বুকে রাখা প্রমাণ করে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

সর্বাবস্থায় বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের অগণিত আলিম ও সাধারণ সচেতন মুসলিম শাইখ আলবানীর গবেষণার উপর নির্ভর করে বুকে হাত রাখার মতটি গ্রহণ করেছেন। প্রসিদ্ধ ফকীহগণও তাঁর গবেষণার উপর নির্ভর করেছেন। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ ফকীহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ উসাইমীন (১৪২১ হি/ ২০০১ খৃ) বলেন:

وإذا تبين أن حديث وائل أصح شيء في الباب كان العمل به أولى، وقد قال الشيخ الألباني في رسالته (صفة صلاة النبي ﷺ ...): "وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف، أو لا أصل له". أه .

"যখন প্রকাশ পাচ্ছে যে, ওয়ায়িলের হাদীসটিই এ বিষয়ে বিশুদ্ধতম, তখন এ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম। শাইখ আলবানী তো তার 'সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)' (নবীজী ﷺ-এর সালাত...) গ্রন্থে বলেছেন: 'বুকের উপর রাখাই একমাত্র সুন্নাহ প্রমাণিত পদ্ধতি। এর বিপরীত যা কিছু বর্ণিত তা হয় দুর্বল অথবা ভিত্তিহীন'।"[১৩৮]

পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস ও ফকীহ মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদায়ী এবং খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ শায়ি ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তারা বিস্তারিত হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার অর্থে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল, যে কারণে সবগুলো বর্ণনা একত্রিত করে 'হাসান' বলে গণ্য করারও সুযোগ নেই। এ বিষয়ক হাদীসগুলো সনদতাত্ত্বিকভাবে বিস্তারিত পর্যালোচনার পরে তাঁরা বলেন:

---

[১৩৮] ইবন উসাইমীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ১৩/৬৬।

بعد هذه الدراسة الشاملة لأدلة المسألة، يظهر لنا جليا ضعف الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في مكان وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة. وما صح عن التابعين يستأنس به ... وما كان شأنه من المسائل هكذا، فإن ترك الأمر فيه واسعا هو الأفضل. فالمصلي مخير بين وضعهما فوق سرته أو عليهما أو تحتها. .... فالمصلي مخير في ذلك كما قال الإمام أحمد ... وقال ابن المنذر . وقال الإمام الترمذي ... ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينكر على أحد وضع يديه عند صدره أو على سرته أو تحتها أو فوقها، لأن الأمر واسع ولله الحمد، وأمثال هذه المسائل التي لا يثبت فيها الدليل ينبغي أن يترك الأمر فيها واسعا

"সালাতের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান বিষয়ক দলীলসমূহের বিস্তারিত ও সামগ্রিক অধ্যয়নের পরে আমাদের কাছে খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত যে, এ বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সকল মারফূ হাদীস এবং সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত সকল মাউকূফ হাদীসই দুর্বল। তাবিয়ীগণ থেকে কিছু আসার বা মাকতূ হাদীস সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। আর যে বিষয়ের দলীলগুলোর এ অবস্থা সে বিষয়কে প্রশস্তভাবে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। হস্তদ্বয় নাভীর উপরে রাখা, নাভী বরাবর রাখা বা নাভীর নিচে রাখা সবই সমান এবং মুসল্লীর ইচ্ছাধীন। ইমাম আহমাদ এমত পোষণ করেছেন। ... ইবনুল মুনযিরও তা-ই বলেছেন.... ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য থেকেও একই কথা জানা যায় ....। কেউ যদি বুকের নিকট হাত রাখে বা নাভীর উপরে, নিচে বা সাথে হাত রাখে তবে এজন্য কোনো মুমিনের উচিত হবে না তার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করা। কারণ বিষয়টি প্রশস্ত- আর প্রশংসা তো আল্লাহরই। এ ধরনের যে সকল বিষয়ে কোনো দলীলই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় সে বিষয় এভাবে প্রশস্ত রাখাই উচিত।"[১৩৯]

২. ৩. ১০. মুহাদ্দিস ফকীহ্গণের বক্তব্য পর্যালোচনা

মুহাদ্দিস ফকীহ্গণের বক্তব্য পর্যালোচনায় আমরা বলতে পারি:

(১) সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সালাতের মৌলিক কোনো বিষয় নয়। প্রশস্ত অর্থে এটি সুন্নাত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মরীতি। আর সংকীর্ণ অর্থে একটি 'সুন্নাত নির্দেশিত মুস্তাহাব' বা 'মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত'।[১৪০]

---

[১৩৯] মুকবিল ওয়াদায়ী ও খালিদ শায়ি, আল-ই'লাম, পৃ ২৯-৩০।

[১৪০] সুন্নাতের পরিচয় ও বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: এহইয়াউস সুনান, পৃ. ২৯-৫০।

(২) সালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বা ধরাই মূল ইবাদত। হাতদুটি 'কিভাবে' এবং 'কোথায়' রাখা বা ধরা হলো তা মোটেও বিবেচ্য নয়। যে কোনোভাবে হস্তদ্বয় রাখলে বা ধরলে এবং রাখা বা ধরা হস্তদ্বয় যে কোনো স্থানে রাখলেই এ সকল হাদীসের নির্দেশ পালিত হবে। ধরা বা রাখার পদ্ধতি ও স্থান সম্পর্কে ফকীহগণের আলোচনা একান্তই অতিরিক্ত 'উত্তম' নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

(৩) প্রথম যুগগুলোর কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহ্ 'বুকে হাত রাখার' মত গ্রহণ করেন নি; বরং নাভীর উপরে বা নিচে হস্তদ্বয় রাখতে বলেছেন। 'বুকে হাত রাখা' অর্থে বর্ণিত দুটো হাদীসই (১৬ ও ১৭ নং) সুফইয়ান সাওরীর সূত্রে বর্ণিত। অথচ তিনি নাভীর নিচে হাত রাখতে বলেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার ও নাভীর নিচে রাখার হাদীস সংকলন করেছেন, কিন্তু তিনি ফিকহী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নাভীর নিচে বা উপরে হস্তদ্বয় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বাহ্যত এর মূল কারণ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোকে তাঁরা সহীহ্ বলে গণ্য করেন নি। এজন্য তাঁরা তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণের মত ও কর্মের উপর নির্ভর করেছেন।

(৫) বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কয়েকজন মুহাদ্দিস হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখার হাদীস সহীহ্ বলে গণ্য করে তা পালনে উৎসাহ প্রদান করেছেন। নাভীর নিচে হাত রাখার অর্থে বর্ণিত মারফূ হাদীসগুলির সুস্পষ্ট দুর্বলতার বিপরীতে বুকের উপর হাত রাখার হাদীসগুলোর অপেক্ষাকৃত কম দুর্বলতা তাঁদের মতের মূল ভিত্তি। সহীহ্ হাদীস পালনের জন্য এ ধরনের গবেষণা ও ইজতিহাদ অতীব প্রয়োজনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে অনেকেই মৌলিক তিনটি ভুল করেছেন: (ক) হস্তদ্বয় রাখা এবং হস্তদ্বয় রাখার স্থান: দুটি বিষয়কে এক করে ফেলা, (খ) এ বিষয়ে পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের গবেষণা ও ইজতিহাদ বিবেচনা না করা এবং (গ) বুক বলতে স্তনদ্বয়ের স্থান বুঝা।

(৬) হস্তদ্বয় রাখার স্থান বিষয়ে বর্ণিত সকল মারফূ হাদীসই দুর্বল। বিচ্ছিন্নভাবে শুধু সনদের দিকে দৃষ্টি দিলে 'মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা' গ্রন্থের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখার (২২ নং) হাদীসটিকে এ বিষয়ে একমাত্র সহীহ্ হাদীস হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবে আমরা দেখেছি যে, হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।

(৭) ইবন আবী শাইবার এ হাদীসটি বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে সনদ বিচার করলে বুকের উপর হাত রাখার হাদীসগুলোকে অপেক্ষাকৃত 'কম দুর্বল' বা 'অধিক গ্রহণযোগ্য' বলে বিবেচনা করতে হবে। কারণ আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক কূফীর (১৯ ও ২০ নং) হাদীসের চেয়ে মুআম্মাল ইবন ইসমাঈলের (১৬ নং) হাদীস এবং হুল্ব তায়ীর (১৭ নং) হাদীস কম দুর্বল। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তাউসের (১৮ নং) হাদীসটি মুরসাল হিসেবে 'হাসান' বলে গণ্য। কিন্তু হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় তিনটি বিষয় এ

হাদীসগুলোর দুর্বলতা বৃদ্ধি করে: (ক) এ অর্থের হাদীসগুলো বাহ্যিক দুর্বলতার পাশাপাশি 'মুনকার', 'শায্' ও 'মুদাল্লাস', (খ) পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে কোনোভাবে মূল্যায়ন করেন নি এবং প্রথম কয়েক শতাব্দীর কোনো মুহাদ্দিস এ মতটি গ্রহণ করেন নি এবং (গ) মুআম্মাল ও হুল্ব তায়ীর (১৬ ও ১৭ নং) হাদীস দুটি সুফইয়ান সাওরীর সূত্রে বর্ণিত; অথচ তিনি নাভীর নিচে হাত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৮) সামগ্রিক বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, মারফূ হাদীসের আলোকে বিষয়টি যাচাই করার প্রচেষ্টা ফলদায়ক নয়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের ন্যায় এ বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত ও কর্ম বিবেচনাই উত্তম। তাঁদের মত ও কর্মের আলোকে বলা যায় যে, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা বা ধরাই প্রমাণিত সুন্নাত। একত্রিত হস্তদ্বয়কে দেহের যে স্থানেই রাখা হোক একইরূপে সুন্নাত পালিত হবে। যেহেতু এ বিষয়ে কিছুই 'প্রমাণিত' নয় সেহেতু মুমিন তার জন্য যা সহজ বা সুবিধাজনক হয় তাই করবেন অথবা একেক সময় একেকভাবে হস্তদ্বয় রাখবেন।

২. ৩. ১১. রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয়ের অবস্থান

উপরে আলোচিত অধিকাংশ হাদীসে 'সালাতের মধ্যে' বা 'সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়' হস্তদ্বয় একত্রিত রাখার বা ধরার কথা বলা হয়েছে। এ সকল হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা অনুধাবনে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফার মত উল্লেখ করে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী বলেন:

قلت ويستحب له أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة قال نعم

"আমি বললাম: সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর ভর দিয়ে রাখা কি মুসতাহাব? তিনি (আবূ হানীফা) বললেন: হ্যাঁ।"[১৪১]

বাহ্যত এর অর্থ সালাতের মধ্যে যখনই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তখনই হস্তদ্বয় একত্রিত রাখতে হবে। রুকুর আগে, রুকুর পরে, কুনুতের সময় ও অন্য সকল সময়েই এ বিধান। পরবর্তী হানাফী ফকীহগণ এক্ষেত্রে 'মাসনূন যিকর'-কে শর্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা মারগীনানী (৫৯৩ হি) বলেন:

والأصل أن كل قيام فيه ذكرٌ مسنون يعتمد فيه ومالا فلا ...

"এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, যে দাঁড়ানোর মধ্যে মাসনূন যিকর বিদ্যমান সেখানে হস্তদ্বয় একত্রিত করে রাখবে।"[১৪২]

---

[১৪১] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, আল-মাবসূত ১/৭।
[১৪২] মারাগীনানী, হিদায়া ১/৪৮।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে অধিকাংশ হানাফী ফকীহ্ উল্লেখ করেছেন যে, রুকুর পরে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখতে হবে; কারণ এ সময়ে কোনো মাসনূন যিকর নেই। তাঁদের মতে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং 'রাব্বানা লাকাল হামদ' রুকু থেকে উঠার সময়ের যিকর, দাঁড়ানো অবস্থার যিকর নয়। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, অতি সামান্য সময়ের দাঁড়ানোর জন্য হস্তদ্বয় একত্রিত করা নিষ্প্রয়োজন। এর বিপরীতে কোনো কোনো হানাফী ফকীহ্ রুকুর পরে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা সুন্নাত বলে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন নুজাইম বলেন:

فَقَدْ ذَكَرَ فِي السِّرَاجِ عَنْ النَّسَفِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْجُرْجَانِيِّ وَالْفَضْلِيِّ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ فِي الْقَوْمَةِ وَالْجِنَازَةِ وَزَوَائِدِ الْعِيدِ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا حَكَاهُ الشَّارِحُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِكُلِّ قِيَامٍ وَحَكَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِهِمَا يُمْسِكُ فِي الْقَوْمَةِ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْقِيَامِ ذِكْرًا مَسْنُونًا وَهُوَ التَّسْمِيعُ أَوْ التَّحْمِيدُ .... وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا قِيَامٌ لَا قَرَارَ لَهُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِمْ إنَّ مُصَلِّي النَّافِلَةِ وَلَوْ سُنَّةً يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ نَحْوَ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَى آخِرِهِ بَعْدَ التَّحْمِيدِ

"সিরাজ উল্লেখ করেছেন যে, নাসাফী, হাকিম, জুরজানী ও ফাদলীর মতে রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায়, জানাযা সালাতে এবং ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হস্তদ্বয় একত্রিত রাখবে। ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো ফকীহের মতে হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা দাঁড়ানোর সুন্নাত। এ মূলনীতি উপরের মত সমর্থন করে। শাইখুল ইসলাম এক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে রুকু ও সাজদার মধ্যবর্তী দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় ধরে রাখবে। কারণ এ সময়েও মাসনূন যিকর বিদ্যমান, তা হলো 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। .... আমরা এ কথাও মেনে নিচ্ছি না যে, এ সময়ে দাঁড়ানোর কোনো স্থায়িত্ব বা স্থিতি নেই। কারণ ফকীহগণ বলেছেন যে, সুন্নাত-নফল সালাত আদায়কারীর জন্য 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর 'রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি... শেষ পর্যন্ত (ওয়া মিলআ মা শিয়্তা মিম্ বা'অ্দু, আহ্লাস সানায়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কা-লাল 'আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আব্দুন, আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'অ্তাইতা ওয়ালা মু'অ্তিআ লিমা মানা'অতা ওয়ালা ইনফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) পাঠ করা সুন্নাত।"[১৪৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন আবিদীন শামি বলেন:

---

[১৪৩] ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৩/২২৯

قوله (لعدم القرار) ليس على إطلاقه لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلخ .... ومقتضاه أنه يعتمد بيديه في النافلة ولم أر من صرح به

"গ্রন্থকার বলেছেন যে, রুকুর পরে দাঁড়িয়ে হস্তদ্বয় একত্রিত করতে হবে না; কারণ এ সময়ে দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো স্থিরতা নেই। তাঁর এ কথা সকল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ফকীহগণ বলেছেন যে, সুন্নাত-নফল সালাত আদায়কারীর জন্য 'সামি'আল্লাহু...' বলার পর 'রাব্বানা লাকাল হামদু .... মিলআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ.... মাসনূন দুআ শেষ পর্যন্ত পাঠ করা সুন্নাত।... এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নাত-নফল সালাতে রুকুর পরে উঠে দাঁড়িয়ে হস্তদ্বয় একত্রিত করে ধরবে। কেউ এ মতটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন বলে দেখি নি।"[১৪৪]

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুসারে রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থাতেও হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা সুন্নাত। বিশেষত সুন্নাত-নফল সালাতে মুসাল্লীর জন্য রুকুর পড়ে দীর্ঘ মাসনূন দুআ পাঠ করা ও হস্তদ্বয় একত্রিত রাখাই সুন্নাত।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের মত উল্লেখ করে তাঁর পুত্র আবুল ফাদল সালিহ ইবন আহমাদ বলেন:

قلت كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلها قال أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله

"আমি বললাম: রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর মুসল্লী তার হাত কিভাবে রাখবে? ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে? না দু পাশে ঝুলিয়ে রাখবে? তিনি বললেন: আমি আশা করি, ইনশা আল্লাহ, বিষয়টি সংকীর্ণ নয়।"[১৪৫]

পরবর্তী হাম্বালী ফকীহগণ কেউ কেউ হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখা মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য হাম্বালী ফকীহ রুকুর আগের ন্যায় রুকুর পরেও হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৬]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করছি:

(১) যে সকল ফকীহ সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা 'সুন্নাত' বা 'মুসতাহাব' বলে গণ্য করেছেন তাঁরা রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় কর্মটি মুসতাহাব কি না সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

---

[১৪৪] ইবন আবিদীন, হাশিয়াত রাদ্দিল মুহতার ১/৪৮৮।

[১৪৫] সালিহ ইবন আহমাদ, আবুল ফাদল (২৬৬ হি), মাসাইলুল ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ২০৫।

[১৪৬] হামদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামদ, শারহ যাদিল মুসতানকি' ৫/৭৭।

(২) ফকীহগণের মতভেদের কারণ বিষয়টি হাদীসে স্পষ্ট না থাকা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবীগণ বা তাবিয়ীগণ কেউ রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হস্তদ্বয় একত্রিত করে দেহের উপর রেখেছেন মর্মে যেমন কোনো হাদীস বর্ণিত হয়, তেমনি তাঁরা এরূপ করেন নি বলেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়ক হাদীসগুলো থেকে একটি মূলনীতি গ্রহণের চেষ্টা করেছেন এবং এ মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধার বিধান দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিষয়টিকে উন্মুক্ত রেখেছেন। এ সময়ে হস্তদ্বয় একত্র করে দেহের উপর রাখা বা না রাখা মুসল্লীর ইচ্ছাধীন।

(৩) কোনো কোনো ফকীহ রুকুর পরে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, রুকুর পূর্বে হস্তদ্বয় বাঁধার হাদীস আমরা দেখছি। কিন্তু রুকুর পরে হস্তদ্বয় বাঁধার কোনো বর্ণনা আমরা হাদীসে দেখছি না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রুকুর পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখতেন। কাজেই হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখাই সুন্নাত।

(৩) কোনো কোনো ফকীহ রুকুর আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় 'হাত বাঁধা' একইরূপ 'সুন্নাত' বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, এ বিষয়ক হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে যে, 'সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায়' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত বাঁধতেন বা বাঁধার নির্দেশনা দিয়েছেন। রুকুর আগে ও রুকুর পরে উভয় সময়ে দাঁড়ানোই 'সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো'। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধার উল্লেখ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু রুকুর পরে হাত ঝুলিয়ে রাখার কোনো কথা হাদীসে নেই সেহেতু এ সকল হাদীস থেকে প্রতীয়মান যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ রুকুর আগের ন্যায় রুকুর পরেও হস্তদ্বয় একত্রিত রাখতেন এবং উভয় সময়ে এরূপ করা এ সকল হাদীসের নির্দেশনা।

(৪) সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতি আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায (১৪২০ হি/১৯৯৯ খৃ) এবং সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহগণ রুকুর পরে হস্তদ্বয় একত্র করে দেহের উপর রাখাকে 'সুন্নাত' বা সুন্নাহ নির্দেশিত 'মুসতাহাব' বলে গ্রহণ করেছেন। এর বিপরীতে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি/ ১৯৯৯খৃ) এ কর্মটিকে একটি 'বিভ্রান্তিময় বিদআত' বলে উল্লেখ করেছেন। 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি (নবীজির (ﷺ) নামায) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام (القيام بعد الركوع) بدعة وضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث

الصلاة وما أكثرها ، ولو كان له أصل لنقل إلينا، ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم.

"রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা বিদআত ও বিভ্রান্তি, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সালাত বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা অনেক; কিন্তু কোনো হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয় নি। এর কোনো ভিত্তি থাকলে একটি সূত্র হলেও তার বর্ণনা আমরা পেতাম। আমার জানা মতে সালাফ সালিহীনের কেউ এ কর্ম করেন নি এবং কোনো মুহাদ্দিস এ বিষয়টি উল্লেখ করেন নি।"[১৪৭]

(৫) এর বিপরীতে শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায 'রুকু থেকে উঠার পর মুসল্লী হস্তদ্বয় কোথায় রাখবে' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকায় তিনি রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত করে দেহের উপর রাখাই সুন্নাত বলে মত প্রকাশ করেছেন। শাইখ আলবানীর আপত্তিগুলো তিনি আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين .... والجواب عنه من وجوه: (الأول): أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، خطأ ظاهر، لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر"، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم، ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين .....

فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم . فالله يغفر لنا وله . ويعاملنا جميعا بعفوه . ولعله بعد اطلاعه على

---

[১৪৭] আলবানী, সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬।

ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه ، فإن الحق ضالة المؤمن، متى وجدها أخذها . وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه .

"আমাদের ভাই আল্লামা শাইখ নাসিরুদ্দীন এ কথা বলেছেন... । তাঁর বক্তব্যের উত্তরের কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রথমত তিনি রুকুর পরে দাঁড়িয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখাকে বিভ্রান্তিময় বিদআত বলে নিশ্চিত করেছেন। এটি সুস্পষ্ট ভুল। আমাদের জানা মতে তাঁর পূর্বে কোনো আলিম এ কথা বলেন নি। তাঁর এ বক্তব্য ইতোপূর্বে আলোচিত (সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত রাখার) হাদীসগুলোর বিপরীত। তাঁর ইলম, মর্যাদা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা এবং সুন্নাত বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ইলম ও তাওফীক বৃদ্ধি করুন। তবে তিনি এ মাসআলায় সুস্পষ্টভাবে ভুল করেছেন। আর প্রত্যেক আলিমেরই কিছু কথা গ্রহণযোগ্য ও কিছু কথা অগ্রহণযোগ্য থাকে। এ বিষয়ে ইমাম মালিক বলেছেন: 'আমাদের প্রত্যেকেই অন্যের কিছু কথা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমাদের কিছু কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।' তাঁর আগে ও পরে আলিমগণ একই কথা বলেছেন। এতে তাঁদের অমর্যাদা বা অবমূল্যায়ন হয় না। বরং তাঁরা একটি বা দুটি পুরস্কারের মধ্যে থাকেন। ....

(শাইখ আলবানীর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করার পর তিনি বলেন) আমাদের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের ভাই মর্যাদাময় শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন এ মাসআলায় যা বলেছেন তা তাঁর মত প্রমাণ করে না, বরং তাঁর মত খণ্ডন করে। আলিমদের অনুসৃত মূলনীতিগুলো লক্ষ্য করলে এবং ভালভাবে চিন্তা ও গবেষণা করলে তা সুস্পষ্ট হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকেই তাঁর সহনশীলতা ও মার্জনা দিয়ে ধন্য করুন। আশা করা যায় যে, আমরা এখানে যে আলোচনা করলাম তা পাঠ করার পর তাঁর কাছে সত্য সুস্পষ্ট হবে এবং তিনি সত্যের দিকে ফিরে আসবেন। সত্য তো মুমিনের হারানো সম্পদ, যখনই তিনি তা পান তা গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহর প্রশংসায় তিনি (শাইখ আলবানী) সত্য অনুসন্ধানী এবং সত্যের পথের অবিচল পথিক। তিনি সত্যকে প্রকাশ করতে ও সত্যের পথে আহ্বান করতে তাঁর বহুমুখি শ্রম ব্যয় করে চলেছেন।"[১৪৮]

[১৪৮] ইবন বায, সালাসু রাসাইল ফিস সালাত, পৃষ্ঠা ২৮-৩২।

তৃতীয় পর্ব:
সহীহ হাদীস বনাম উম্মাতের মতভেদ ও বিভক্তি

সুপ্রিয় পাঠক, সহীহ হাদীস পালনে ঐকমত্য-সহ কিভাবে ফিকহী সিদ্ধান্তে মতভেদ হয় তার নমুনা আমরা দেখলাম। আমরা আরো দেখলাম যে, হাদীসের নির্দেশনা ও ফকীহগণের মাযহাব উভয় বিষয়ই নিশ্চিত করছে যে, সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিষয়টি অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু তারপরও বিষয়টি সংকীর্ণ হয়েছে এবং এ নিয়ে বিরাগ, বিভ্রাট ও বিভক্তির জন্ম হয়েছে। ফিকহী মাসআলা নিয়ে আমাদের সমাজের অধিকাংশ ঝগড়া ও বিভেদই এ পর্যায়ের। আমরা আশা করি পূর্ববর্তী আলোচনা এ ঝগড়া ও বিভক্তির কারণ ও প্রতিকার অনুধাবনে আমাদেরকে সাহায্য করবে। এজন্য পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

৩. ১. প্রচলিতের প্রেম

পরিচিত ও আচরিত বিষয়কে ভালবাসা মানবীয় প্রকৃতি। সকল দেশের সকল মানুষই তার সমাজে প্রচলিত লোকাচার, খাদ্য, রন্ধন পদ্ধতি, পোশাক, পরিধান পদ্ধতি ইত্যাদি পছন্দ করে। এর বিপরীত কিছু দেখলে আপত্তি ও সমালোচনা করে। বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে নিজ সমাজের প্রচলিত বিষয়কে উত্তম প্রমাণের চেষ্টা করে। অনেক সময় এ জাতীয় অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়।

ধর্মীয় বিষয়ও একইরূপ। খুব কম মানুষই অধ্যয়ন করে জেনে বুঝে ধর্ম পালন করতে চেষ্টা করেন। প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু দেখলে বা শুনলে তা প্রতিরোধ করতেই শুধু তারা অধ্যয়ন শুরু করেন। যে আলিম বা গবেষক প্রচলিত বিষয়টিকে সঠিক বলেন তাকেই তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন। প্রচলিত নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রম হলেই তারা তাকে ধর্মবিরোধিতা বলে গণ্য করেন, কঠোর সমালোচনা করেন বা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ বা মাযহাব ঘেটে কর্মটির গুরুত্ব, অবস্থান বা ব্যতিক্রমের বিধান জানার চেষ্টা মোটেই করেন না।

যদিও সাধারণত 'মাযহাব', 'তরীকা', 'হাদীস', 'মুহাদ্দিস', 'আলিম' বা বুজুর্গগণের নামেই প্রচলনকে বৈধতা দেওয়া হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে 'প্রচলন'-ই মুখ্য। সাধারণত কুরআন, হাদীস, আলিম, ইমাম, পীর, বুজুর্গ, মাযহাব ইত্যাদিকে প্রচলিত কর্ম প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, প্রচলনের ব্যতিক্রম কোনো মত এ সকল উৎস থেকে প্রমাণিত হলে তা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বা ব্যাখ্যা ছাড়াই বাতিল করা হয়। সমাজের মানুষেরা যে ইমাম, মুহাদ্দিস বা বুজুর্গের নামে প্রচলিত কর্মগুলো করছেন তাদেরই মত উদ্ধৃত করে প্রচলিত কোনো কর্মের বিরুদ্ধে বা অপ্রচলিত কোনো কর্মের পক্ষে বক্তব্য পেশ করা হলে তাদের অনুসারীরাই বিভিন্ন অজুহাতে তা মানতে অস্বীকার করবেন।

প্রচলন প্রীতির কারণেই ধর্মীয় ছোট ও বড় সকল বিষয় নিয়ে উগ্রতা ও জাহিলী উদ্দীপনা মুসলিমদেরকে গ্রাস করছে। প্রচলিত অন্যায়গুলো যতই কঠিন হোক তা 'উদার' দৃষ্টিতে দেখতে হবে। অপ্রচলিত কর্মটি কতটুকু অন্যায় অথবা ন্যায় তা বিবেচনা না করেই তা প্রতিরোধ করতে হবে। এ ধারাতেই সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয়ের অবস্থান ও অন্যান্য সকল ফিকহী বিষয়ক প্রান্তিকতা। যে সমাজে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখার প্রচলন তারা এর পক্ষে ইমাম মালিকের মর্যাদা, মদীনার মর্যাদা, মদীনার সাহাবী-তাবিয়ীগণের মর্যাদা ইত্যাদিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এর বিপরীত গবেষণা বা কর্মকে ফিতনা ও বিভক্তির উৎস হিসেবে গণ্য করেন। নাভীর নিচে, উপরে বা বুকের উপরে হাত রাখার বিষয়টিও অনুরূপই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ গোষ্ঠীর প্রচলনকে শ্রেষ্ঠ এবং বিপরীত কর্মটি বাতিল বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। উপরন্তু অপ্রচলিত যে কোনো হাদীস বা সুন্নাতের আলোচনাকেই ফিতনা, অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বলে গণ্য করেন।

৩. ২. উত্তম-অনুত্তম অনুধাবনে প্রান্তিকতা

অনেক মুমিন প্রচলনের বিপরীতে সহীহ ও উত্তম মত অনুসরণ করতে আগ্রহী। তবে অনেক সময় তারা 'সহীহ' বা 'উত্তম'-এর প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ হন। যেমন কেউ নিজে প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস, সনদ, রিজাল, জারহ-তাদীল ও ফিকহী মত অধ্যয়ন করে অথবা অনুরূপ কোনো গবেষকের লিখনি পড়ে জানতে পারলেন যে, হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে না রেখে বুকের উপর, নাভীর উপর বা নাভীর নিচে রাখা উত্তম। তবে অধ্যয়নের স্বল্পতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা 'আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা' তাকে বিষয়টি নিয়ে উগ্রতায় লিপ্ত করতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি হস্তদ্বয় বুকে রাখা উত্তম বা সহীহ জেনে সেটি পালন ও প্রচার করতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক করতে অতিশয় আগ্রহী হলেও কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্দেশিত অনেক ফরয-ওয়াজিব ও জরুরী কর্ম অবহেলা করতে তার অসুবিধা হয় না। ফলে সহীহ হাদীস অনুসরণের আবেগ শয়তানের প্ররোচনায় জাহিলী উদ্দীপনা ও ঝগড়া-বিতর্কে রূপান্তরিত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) বিশদ আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে একাধিক সুন্নাত বা একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কারো মতে ফরয, কারো মতে সুন্নাত বা নফল হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের মূলনীতি হলো যে, উভয় বিষয়ই সুন্নাত নির্দেশিত জায়েয কর্ম। মাগরিবের পূর্বের দু রাকআত নফল সালাত, সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ, রাফউল ইয়াদাইন করা বা না করা, সশব্দে বা নিঃশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অথবা না করা, সালাতুল জানাযার তাকবীর সংখ্যা, আযানের বাক্যগুলোর সংখ্যা, ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে অথবা দু বার করে বলা, সালাতুল বিতরের প্রথম বৈঠকে সালাম ফেরানো বা না

ফেরানো ইত্যাদি অনেক বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এ সকল বিষয়ে যদিও একটি কর্ম বা মতের চেয়ে অন্যটি অধিক উত্তম বা শক্তিশালী তবে যে ব্যক্তি দুর্বল বা অনুত্তম কর্মটি করলেন তিনিও একটি জায়েয কর্মই করলেন। এছাড়া অনুত্তম বা দুর্বল কর্ম অন্য কোনো সুবিধা বা কল্যাণের জন্য উত্তম বা অধিক শক্তিশালী বলে গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে অধিক শক্তিশালী বা উত্তম কর্মটিকে বর্জন করা কখনো কখনো অধিক উত্তম বলে গণ্য হতে পারে।"[১৪৯]

যে সকল সুবিধা বা কল্যাণের জন্য শক্তিশালী মত বর্জন করা বা দুর্বল মত গ্রহণ করা উত্তম বলে গণ্য হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) উত্তম কর্মটির বিপরীত কর্মটিও যে সুন্নাত সম্মত বা বৈধ তা মুসলিমদেরকে জানানো, (২) উত্তম কর্মটি যে জরুরী নয় তা প্রমাণ করা, (৩) সাধারণ মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করা, (৪) বিতর্ক পরিহার করা, (৫) মুসল্লীদের বিরাগ পরিহার করা ইত্যাদি।

উপসংহারে তিনি বলেন: "অবস্থার কারণে দীনের কর্মগুলোর এভাবে উত্তম বা অনুত্তমে পরিণত হওয়ার মূলনীতি না জানার কারণে অনেকেই কঠিন বিপর্যয়ে নিপতিত হন। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা একটি কর্মকে মুসতাহাব, উত্তম বা অধিক শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করলে তাকে ফরয-ওয়াজিবের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে ধরেন। এভাবে তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ, গোঁড়ামি-দলাদলি ও জাহিলী উদ্দীপনায় নিপতিত হন। যারা এরূপ কিছু বিষয় বেছে নিয়ে নিজেদের মতের চিহ্ন, প্রতীক বা বৈশিষ্ট বানিয়ে নিয়েছেন তাদের মধ্যে পাঠক এ বিষয়টি দেখবেন। অনুরূপভাবে কেউ কেউ অনুরূপ কর্ম বর্জন করাকে উত্তম বলে মনে করেন। পাঠক দেখবেন যে, তারা হারাম কর্মসমূহ বর্জন করার চেয়েও উক্ত 'অনুত্তম' বা 'দুর্বল' কর্ম বর্জন করার বিষয়ে অধিক যত্নবান। এভাবে তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ, গোঁড়ামি-দলাদলি ও জাহিলী উদ্দীপনায় নিপতিত হন। যারা এরূপ 'বর্জন'-কে তাদের মতের চিহ্ন, প্রতীক বা বৈশিষ্ট বানিয়ে নিয়েছেন তাদের মধ্যে পাঠক এরূপ দেখবেন। এগুলো সবই ভুল।"[১৫০]

৩. ৩. পছন্দের অনুসরণ

আমরা দেখলাম ইবন তাইমিয়া 'উত্তম' বা 'শক্তিশালী' বা 'সহীহ' মুসতাহাব পালনকে ফরয-ওয়াজিব পালন বা হারাম বর্জনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়াকে 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রচলনের অজুহাতে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা ফিতনা বলে গণ্য করা, কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর ভিন্নমতকে বাতিল বলা, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিশ্চিত শিরক, কুফর, হারাম ইত্যাদি প্রতিরোধের চেয়ে কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণিত 'ভিন্নমত' প্রতিরোধে অধিক উদ্দীপনা বোধ করা অথবা সহীহ

---

[১৪৯] ইবন তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১) ২৪/১৯৪-১৯৮।
[১৫০] ইবন তাইমিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৪/১৯৪-১৯৯।

বা উত্তম অনুসরণের নামে মুসতাহাবকে ফরয-ওয়াজিবের মত গুরুত্ব দেওয়া সবই 'ইত্তিবাউল হাওয়া' (اتباع الهوى) অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা পছন্দের অনুসরণ। আরবীতে 'হাওয়া' শব্দের অর্থ পছন্দ, ভাললাগা, পছন্দ-অপছন্দের ব্যক্তিগত অনুভূতি, জ্ঞানমুক্ত পছন্দ, ঝোঁক, প্রবণতা, পক্ষপাত, বাতিক (love; passion; inclination, prejudice, bias) ইত্যাদি। যখন কোনো মানুষ এরূপ আবেগ, ঝোক বা ভাললাগার ভিত্তিতে 'আল্লাহর ইবাদত করে' তখন সে মূলত তার পছন্দের ইবাদত করে। তার পছন্দই তার মাবূদে পরিণত হয়। কুরআন-হাদীসে বারবার এ বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ব্যতিরেকে নিজের পছন্দ-প্রবৃত্তি বা ঝোঁকের অনুসরণ করেছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত কে হতে পারে?"[১৫১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করেঃ অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভাললাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"[১৫২]

৩. ৪. প্রচলন ও অধ্যয়নের সমন্বয়

মুসলিম সমাজে দীন হিসেবে প্রচলিত কর্মগুলো দলিল নির্ভর বা 'সঠিক' হবে বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই মুমিন আশা করেন যে, আলিমগণ দীনের বিষয়গুলো সঠিকভাবে তাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন। পাশাপাশি অনেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার বলেছেন যে, ইহূদী-খৃস্টান ও পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত জাতিদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বহুবিধ বিভ্রান্তি, অনাচার, কুসংস্কার প্রবেশ করবে এবং সুন্নাত মৃত্যুবরণ করবে। আলিমগণের দায়িত্ব সুন্নাত ও বিশুদ্ধ দীন পুনরুজ্জীবিত করা। এছাড়া আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মুসলিম বিশ্বের সকল দেশে দীন হিসেবে প্রচলিত সকল কিছু কখনোই সঠিক হতে পারে না। কাজেই মুসলিম সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হওয়ার অজুহাতে কোনো কর্মকে সঠিক বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বরং প্রচলনের প্রতি শ্রদ্ধাসহ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং এরূপ গবেষণা নির্ভর সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা মুমিনের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

(১) প্রচলনের অজুহাতে সুন্নাতকে অস্বীকার করা সঠিক নয়। কোনো সমাজে যদি এমন কোনো কর্ম প্রচলিত থাকে যা সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সমাজের প্রচলন অথবা অগণিত বুজুর্গের আমলের অজুহাতে তা বহাল রাখা এবং এ বিষয়ক সুন্নাত পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা ভয়ঙ্কর অন্যায়। এতে এ সকল কর্মের সুন্নাত পদ্ধতিকে হত্যা করা হয়।

---

[১৫১] সূরা (২৮) কাসাসঃ ৫০। আরো দেখুনঃ সূরা (৭) আ'রাফ ১৭৬; সূরা (১৮) কাহফ ২৮; সূরা (২০) তাহাঃ ১৬; সূরা (২৫) ফুরকানঃ ৪৩ এবং সূরা (৪৫) জাসিয়াহঃ ২৩ আয়াত।

[১৫২] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/২৩০, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৭।

কিন্তু যে সকল বিষয়ে একাধিক সুন্নাত বিদ্যমান সেক্ষেত্রে বিষয়টি অন্য রকম। সেক্ষেত্রে প্রচলনকে গুরুত্ব প্রদান করাই সাহাবী-তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ বা সালাফ সালিহীনের রীতি। এরূপ বিষয়ে মতভেদ উত্তম-অনুত্তম বা অধিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। এক্ষেত্রে ভিন্নমতকে বাতিল বলা যায় না। সমাজে প্রচলিত কর্মটির পক্ষে যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বা সাহাবীগণের কোনো সুন্নাত প্রমাণিত থাকে তবে উক্ত আমলকে বাতিল বলে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করা অন্যায়। কারো কাছে অন্য মত অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণ হলে তিনি তা পালন করবেন, তাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলবেন, তবে সমাজে প্রচলিত কর্মটিকে ভিত্তিহীন বলা কখনোই উচিত নয়। এতে সুন্নাতের অজুহাতে উম্মাতের মধ্যে সুন্নাহ-নিষিদ্ধ হানাহানি, বিদ্বেষ ও বিভক্তি আমদানি করা হয়।

প্রচলনের অজুহাতে সুন্নাহ-সম্মত অপ্রচলিত কর্মটির প্রতি অবজ্ঞা পোষণ একইরূপ অন্যায়। সমাজে হস্তদ্বয় ঝুলিয়ে রাখা, নাভীর নিচে রাখা, আস্তে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদাইন না করা ইত্যাদি প্রচলিত থাকার কারণে হস্তদ্বয় ধরে রাখা, নাভীর উপরে বা বুকে রাখা, জোরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদাইন করা ইত্যাদি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রমাণিত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা এবং তাঁর পর তাঁর যে সকল সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও বুজুর্গ সালাফ সালিহীন এ সকল সুন্নাত পালন করেছেন তাঁদেরকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা। পৃথিবীতে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-কে-ই মহান আল্লাহ এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর প্রতিটি কর্মই বিশ্বের কেউ না কেউ পালন করছেন। এটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুজিযা এবং ইসলামের প্রশস্ততা। এটিকে সংকীর্ণতা ও বিভক্তিতে রূপান্তর করা দুর্ভাগ্যজনক।

(২) নিজের পছন্দ, আবেগ ও ভাললাগাকে সুন্নাতের অধীন করতে হবে। সমাজের প্রসিদ্ধ আলিমগণের নিকট থেকে দীন গ্রহণ করা-ই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা। তবে মুমিনের সুস্পষ্ট বিশ্বাস থাকবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই। অমুক ফকীহ্, ইমাম বা আলিমের বিষয়ে আমার ধারণা যে, তিনি এ বিষয়ে আমাকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবেন। এজন্য আমি তার নিকট থেকে দীনের বিধিবিধান জানতে চেষ্টা করি। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর পরে কোনো মানুষকেই অভ্রান্ত বলে মনে করি না। কোনো মাসআলায় যথাযথ অধ্যয়ন ও আলিমগণকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যদি আমার শ্রদ্ধাভাজন আলিমে মত ভুল বলে আমি নিশ্চিত হই তবে আমি অবশ্যই উক্ত আলিমের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহ্ তার উক্ত মতটি বর্জন করে সহীহ্ সুন্নাত অনুসারে কর্ম করব।

(৩) এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ দেহলবী বলেন: "দীন বিকৃত হওয়ার একটি কারণ যিনি মা'সূম (নবী) নন তার তাকলীদ করা। এরূপ তাকলীদের হাকীকত হলো,

কোনো একজন আলিম ইজতিহাদ করবেন, আর তার অনুসারীগণ ধারণা করবেন যে, তিনি নিশ্চিতরূপে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ফলে তারা এ সিদ্ধান্তের কারণে একটি সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে। মুসলিম উম্মাহ যে তাকলীদের বৈধতার বিষয়ে একমত হয়েছেন তা এরূপ নয়। তাঁরা একমত হয়েছেন যে, মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা বৈধ, সাথে সাথে একথার জ্ঞান রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক মতও দিতে পারেন এবং সাথে সাথে সে মাসআলায় নবী (ﷺ)-এর বক্তব্য জানার জন্য আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকবে এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকবে যে, যদি তাকলীদকৃত বিষয়ের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস প্রকাশ পায় তবে তাকলীদ বর্জন করবে এবং হাদীস অনুসরণ করবে।"[১৫৩]

(৪) শাহ ওয়ালিউল্লাহ অন্যত্র বলেন: নিম্নের অবস্থাগুলোতে তাকলীদ (ব্যক্তি, সমাজ বা প্রচলনের নির্বিচার অনুসরণ) নিন্দনীয় বা হারাম বলে গণ্য:

(ক) যে ব্যক্তির মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান, এমনকি অন্তত একটি নির্দিষ্ট মাসআলাতেও ইজতিহাদ করার সামর্থ্য তার আছে তার জন্য উক্ত মাসআলায়।

(খ) যে ব্যক্তির নিকট পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন এবং বিষয়টি মানসূখ বা রহিত হয় নি। এ মাসআলার সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতগুলো অধ্যয়ন করে তিনি এটি রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পান নি, অথবা তিনি দেখেছেন যে, অনেক প্রাজ্ঞ আলিম এ হাদীস ভিত্তিক মত গ্রহণ করেছেন আর এর বিপরীতে মত প্রকাশকারী ফকীহ শুধু ইজতিহাদ বা কিয়াসের উপর নির্ভর করেছেন। এরূপ পড়াশোনার মাধ্যমে হাদীসের নির্দেশনা অবগত হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিরোধিতা করার জন্য গোপন মুনাফিকী বা প্রকাশ্য আহাম্মকি ছাড়া কোনো কারণ থাকতে পারে না।

(গ) যে সাধারণ মানুষ কোনো নির্ধারিত একজন ফকীহের তাকলীদ করেন এবং মনে করেন যে, উক্ত ফকীহের মত মানুষের ভুল হতে পারে না, তিনি যা বলেন তা অবশ্যই সঠিক। তিনি মনে করেন যে, তাকলীদ-কৃত উক্ত ফকীহের মতের বিপরীত দলীল দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলেও তিনি তাকলীদ পরিত্যাগ করবেন না। এরূপ নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তাকলীদকেই তিরমিযী সংকলিত হাদীসে 'আলিমদের রব্ব বানানো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। .. আল্লাহ বলেন[১৫৪]: "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে..." রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন[১৫৫]: "ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের)

---

[১৫৩] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩৫২।

[১৫৪] সূরা তাওবা, ৩১ আয়াত।

[১৫৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৭৮। তিনি বলেন, "হাদীসটি গরীব।"

ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।"

(ঘ) নিন্দনীয় তাকলীদের আরেকটি ধরন এরূপ মনে করা যে, হানাফীর জন্য শাফিয়ী ফকীহের কাছে ফাতওয়া চাওয়া জায়েয নয় বা হানাফীর জন্য শাফিয়ী ইমামের পিছনে সালাত আদায় জায়েয নয়। অনুরূপ কথা যে ব্যক্তি বলে সে ব্যক্তি প্রথম শতাব্দীগুলোর মুসলিমদের ইজমা বা ঐকমত্যের বিরোধিতা করে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণে মতের সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণ করে।"[১৫৬]

(৫) আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) বলেন: "জেনে রাখ! ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে বরং সকল ইমাম থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস তাঁদের মতের বিপরীতে পাওয়া যায় তবে তাঁদের মত বাদ দিতে হবে। মোল্লা আলী কারী বলেন: 'আমাদের ইমাম আযম বলেছেন: 'কারো জন্য আমাদের মাযহাব বা মত গ্রহণ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে উক্ত মাসআলাতে আমাদের মতের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সুস্পষ্ট কিয়াস থেকে জানতে পারবে।' ইমাম আযমের এ কথার ভিত্তিতে তোমাকে বুঝতে হবে, যদি কোনো বিষয়ে ইমামের কোনো মত বর্ণিত না থাকে তবে ইমামের অনুসারী মুকাল্লিদ আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলের সুনিশ্চিত দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করা। .... ।"[১৫৭]

(৬) আল্লামা লাখনবী অন্যত্র বলেন: "একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামি করেছেন। সহীহ কোনো হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফাতওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন তা হুবহু অনুসরণ করেছেন। তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তাহলে মাযহাবের ইমাম তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিপরীতে মত দিতেন না। ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এরূপ করেছেন। নির্ভরযোগ্য ছাত্রগণ ইমাম আবূ হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহীহ হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যকে তাঁর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু পরিত্যাগ করা বিশুদ্ধ মত। আর এভাবে হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না; বরং এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ।"[১৫৮]

---

[১৫৬] শাহ ওয়ালি উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৩২৬-৩২৯।

[১৫৭] লাখনবী, আল-জামিউস সাগীর, আন-নাফিউল কাবীর-সহ, পৃ. ৮-৯।

[১৫৮] আব্দুল হাই লাখনবী, আল-জামি আস-সাগীর, পৃ. ৩৪।

ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন: "শাইখ আবূ আমর ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: যদি কোনো শাফিয়ী মুকাল্লিদ একটি হাদীসের সন্ধান পান যা তার মাযহাবের বিরোধী তাহলে দেখতে হবে, যদি তিনি পূর্ণভাবে অথবা শুধু একটি বিশেষ অধ্যায়ে বা শুধু একটি বিশেষ মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হন তবে তিনি এ হাদীসটি গ্রহণ ও পালন করবেন। আর যদি তার কোনোরূপ ইজতিহাদ করার ক্ষমতা না থকে, কিন্তু হাদীসটির বিরোধিতা করা তার জন্য কষ্টকর হয় তবে সেক্ষেত্রেও তিনি মাযহাব বর্জন করে হাদীসটি পালন করবেন, যদি (দুটি শর্ত পূরণ হয়): (১) হাদীসটি বর্জন করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর তিনি খুঁজে না পান এবং (২) ইমাম শাফিয়ী হাদীসটি গ্রহণ না করলেও অন্য কোনো মুজতাহিদ ইমাম উক্ত হাদীসটি গ্রহণ করে থাকেন। এ মাসআলায় ইমামের মাযহাবের বাইরে যাওয়ার জন্য হাদীসটি তার ওজর হিসেবে গণ্য হবে।' ইমাম নববী বলেন: এ কথাটি সুন্দর ও এটিই একমাত্র নিশ্চিত বিষয়।"[১৫৯]

৩. ৫. আলিমগণের অনুসরণ ও কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন

(১) মহান আল্লাহ বলেন: "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা 'যথাযথভাবে' এটাকে তিলাওয়াত (হক তিলাওয়াত) করে তারাই এটাতে বিশ্বাস করে, আর যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা বাকারা: ১২১ আয়াত)। অর্থ অনুধাবন করে কুরআন তিলাওয়াত করাকে হাদীস শরীফে 'হক তিলাওয়াত' বা 'যথাযথ তিলাওয়াত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "মু'মিনদের সকলের একসাথে বের হওয়া সংগত নয়, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন বিষয়ে 'ফিকহ' অর্জন করতে পারে এবং ওদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।" (সূরা তাওবা: ১২২ আয়াত)

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব 'হক' ভাবে অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন তিলাওয়াত করা। এরূপ তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতা অর্জন হলেও দীনের বিস্তারিত 'ফিকহ' অর্জন হয় না। কিছু মানুষকে আরো ব্যাপক অধ্যয়ন করে সমাজের মানুষদেরকে সতর্ক করতে হবে। এজন্য কুরআন ও হাদীসের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পাশাপাশি ফকীহগণের স্মরণাপন্ন হওয়া মুমিনের দায়িত্ব। কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন থেকে বিমুখ হওয়া মূলত দীন বিষয়ে মুমিনের অবহেলার চূড়ান্ত প্রকাশ। এরূপ অবহেলা ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর হতে পারে।

(২) আরবী ভাষা শিক্ষা করে কুরআন ও হাদীস বুঝে অধ্যয়ন করাই মুমিনের দায়িত্ব। তবে অধিকাংশ মুমিনের জন্য তা প্রায় অসম্ভব। এজন্য কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদির অনুবাদ অধ্যয়ন করতে হবে। তবে গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে,

---

[১৫৯] নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহায্যাব ১/৬৪।

কুরআন, হাদীস, সীরাত, সাহাবী চরিত, ফিকহ ইত্যাদির আরবী অধ্যয়ন আর অনুবাদ অধ্যয়ন এক নয়। অনুবাদ অধ্যয়ন মূলত 'আলিমদের প্রশ্ন করা' বা 'আলিমদের নিকট দীন শিক্ষারই' একটি রূপ মাত্র। 'অনুবাদ' অর্থ কুরআন, হাদীস বা ফিকহের অর্থ বিষয়ে 'অনুবাদকের মত'। একজন আলিম কুরআন, হাদীস, ফিকহী গ্রন্থ ইত্যাদি অধ্যয়ন করে যা বুঝেন অনুবাদে তাই তিনি লিখেন। এজন্য আমরা যখন অনুবাদ পড়ি তখন মূলত একজন আলিমের নিকট বসে কুরআন, হাদীস বা দীন বিষয়ে তার ব্যাখ্যা পড়ি। আলিমদের মাজলিসে বসে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষা করার ন্যায় তাদের লেখা অনুবাদ পড়ে কুরআন, হাদীস বা ফিকহ শিক্ষা করা একইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে এক্ষেত্রে নিজেকে ফকীহ, মুফতী বা মুহাদ্দিস বলে কল্পনা করা বিভ্রান্তিকর। অনুবাদ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকওয়া, ইলম ও ঈমান অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি কোনো বিষয়ে সমস্যা বা প্রশ্ন অনুভব করলে আলিমদেরকে প্রশ্ন করে তার উত্তর জানতে হবে।

(৩) এরূপ অধ্যয়নের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে মুমিন যদি জানতে পারেন যে, প্রচলিত কোনো বিষয়ের ব্যতিক্রম কুরআন বা হাদীসের বক্তব্য বিদ্যমান তবে তার দায়িত্ব বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন করা। কিছু শুনে বা দেখেই প্রচলনকে নিন্দা করা অথবা প্রচলন বিরোধী বলে তা মানব না বলে ঘোষণা দেওয়া ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন সমাজে আলিমদেরকে 'মাওলানা' বলার প্রচলন রয়েছে। একজন মুমিন কুরআন অধ্যয়ন করতে যেয়ে দেখলেন যে, কুরআনে মহান আল্লাহকে 'মাওলানা' (আমাদের অভিভাবক বা বন্ধু) বলা হয়েছে। অথবা কোনো ব্যক্তি তাকে বললেন যে, কুরআনে মহান আল্লাহকে মাওলানা বলা হয়েছে, কাজেই আলিমদেরকে মাওলানা বলা শিরক বা অবৈধ। এক্ষেত্রে মুমিনের প্রতিক্রিয়া তিনভাবে হতে পারে: (১) কুরআন মানার নামে তাৎক্ষণিক এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া। (২) প্রচলনের অজুহাতে বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে বলা: কুরআনে কি আছে তা আমার দরকার কী? তুমি কুরআনের কী বুঝ? এত আলিম কি কিছুই বুঝেন না? (৩) কুরআনের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রচলনকে তাৎক্ষণিক নিন্দা না করে প্রচলনের পক্ষে কুরআন বা হাদীসের কোনো সমর্থন আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য অধ্যয়ন করা এবং আলিমদেরকে প্রশ্ন করা।

আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া মুমিনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। মুমিন মানবেন যে, কুরআনে আল্লাহকে 'মাওলানা' বলা হয়েছে এবং আল্লাহর বিশেষণ বান্দার ক্ষেত্রে প্রয়োগ মূলত শিরক। তবে যেহেতু মানুষকে 'মাওলানা' বলা আলিমগণের মধ্যে প্রচলিত আছে সেহেতু এর দলিল থাকাই স্বাভাবিক। তিনি দলিল জানার চেষ্টা করবেন এবং দলিল না পেলে এ কর্ম বর্জন করবেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয়টিও একইরূপ। যদি মুমিন জানতে পারেন যে, বুকে হাত বাঁধার হাদীসটি সহীহ তবে মুমিন উপরের উদাহরণের মত প্রচলনের অজুহাতে

হাদীস অস্বীকার এবং হাদীস মানার নামে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচলনকে নিন্দা- উভয় কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। বরং হাদীস মানার প্রচণ্ড আবেগে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবেন এবং সহীহ্ হাদীস পালনে সচেষ্ট থাকবেন। দীনের সকল বিষয়ই এরূপ।

৩. ৬. গবেষণা-সংস্কার বনাম ঢালাও নিন্দাবাদ

কোনো মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সবই সঠিক বা সবই ভুল এরূপ চিন্তা পরিহার করতে হবে। আলিমগণ দীনকে সাধ্যমত সঠিকভাবে সমাজে প্রচারের চেষ্টা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন সকল সমাজেই বিদ্যমান। পাশাপাশি ভুলভ্রান্তিও সকল সমাজেই বিদ্যমান। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা ও সংস্কারে আগ্রহী মুমিন অনেক সময় সচেতন বা অচেতনভাবে এ ধারণা দেন যে, সমাজের আলিমগণ আমাদেরকে এতদিন ভুল শিখিয়েছেন বা সমাজের আলিমগণ কিছুই জানেন না। এরূপ ধারণা ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির উৎস। এতে আলিমগণের প্রতি ঢালাওভাবে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ পোষণের পাপ ছাড়াও সাধারণ মানুষদের জন্য বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত হয়।

বর্তমানে খৃস্টান, কাদিয়ানী, শিয়া, বাহায়ী বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ কুরআনের কয়েকটি বক্তব্য, বুখারী বা অন্য কোনো গ্রন্থের দু-একটি হাদীস সাধারণ মুসলিমের সামনে পেশ করে তা দিয়ে তাদের মত প্রমাণের দাবি করেন। পাশাপাশি তারা বলেন, আলিমগণ লোভী বা অজ্ঞ, কাজেই তাদের কাছে যাবেন না, আমরা যেহেতু কুরআন বা সহীহ্ হাদীস দেখাচ্ছি কাজেই আমাদের মত গ্রহণ করুন। অনেকেই এভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। দলীলভিত্তিক সত্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি আলিমদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সংরক্ষণ করাই কুরআন-সুন্নাহের নির্দেশনা ও সালাফ সালিহীনের পদ্ধতি। দলিলের আলোকে বিভিন্ন মতকে ভুল বলার অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু উক্ত 'ভুল' মতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা, হেয় বা অবজ্ঞা করা কুরআন-সুন্নাহ নিষিদ্ধ হারাম কর্ম। 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের' আকীদা বর্ণনায় ইমাম তাহাবী (৩২১ হি) বলেন:

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ -أَهْلُ الْخَيْرِ وَالأَثَرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ-، لا يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

"পূর্ববর্তী যুগের 'সালাফ সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।"[১৬০]

---

[১৬০] তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৮-১৯।

এখানে আমরা দেখছি যে, হাদীস অনুসরণ ও ফিকহ অনুসরণের নামে মতভেদ ইমাম তাহাবীর পূর্ববর্তী যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। মতভেদ করা, নিজের মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করা বা অন্যের মত খণ্ডন করাকে কেউ অন্যায় বলে গণ্য করেন নি। তবে মতভেদের কারণে হাদীসপন্থী বা ফিকহপন্থী কাউকে অবজ্ঞা বা কটূক্তি করা বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেছেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ।

ইমাম তাহাবীর এ বক্তব্যের ব্যাখায় ইবন আবিল ইয্য হানাফী, সালিহ আল-ফাওযান, সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল-শাইখ ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ আকীদা মূলত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার প্রতিফলন। কুরআন ও হাদীসে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুমিনদেরকে ভালবাসতে ও তাদেরকে 'ওলী' (অভিভাবক, পক্ষ বা বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতে। পাশাপাশি মুমিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে একে অপরকে উপহাস, অবজ্ঞা, গালি, মন্দ-উপাধি, মন্দ-ধারণা বা গীবত করতে। এ সকল আদেশ ও নিষেধ কুরআন-হাদীস অধ্যয়নে লিপ্ত আলিমগণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য। তাদেরকে ভালবাসা, পক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা ও অবজ্ঞা-উপহাস করা থেকে বিরত থাকা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। সর্বোপরি সমাজের মানুষ আালিমদের থেকেই দীনের কথা জানেন। আলিমগণের প্রতি বিতশ্রদ্ধা মূল দীনের বিষয়ে মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিতশ্রদ্ধ করে তোলে। কোনো বিষয়ে কোনো আলিম বা আলিম গোষ্ঠীর ভুল নিশ্চিত হলে তা অবশ্যই বলতে হবে। তবে তা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে এবং তারা এ ভুলের জন্য একটি পুরস্কার পাবেন বলে আশা করতে হবে।[১৬১]

৩. ৭. শাইখ ইবন বায-এর সতর্কীকরণ

প্রচলনের অজুহাতে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে তথ্যনির্ভর গবেষণা বা ভিন্নমতকে 'ফিতনা' বলে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমরা প্রায়শ বলি, সমাজের মানুষেরা তো ভালই ছিল, অমুক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নতুন এ মত প্রচার করে ফিতনা, অশান্তি বা অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিল। বাস্তবে এরূপ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। মানুষদের পুরোপুরি ভাল থাকার দাবি মোটেও ঠিক নয়। আবার সকল নতুন বিষয় ফিতনা সৃষ্টি করে বলে দাবি করাও ঠিক নয়। তাহলে কুরআন ও হাদীসে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, মৃত সুন্নাত জীবন্ত করা, শিরক, কুফর, বিদআত, পাপচার ইত্যাদি দূর করার অগণিত নির্দেশনা কিসের জন্য? ফিতনা মূলত সৃষ্টি হয় প্রচলন প্রেমের প্রাবল্য থেকে। এছাড়া নতুন তথ্য উপস্থাপনাও অনেক সময় ফিতনা সৃষ্টির জন্য দায়ি। এজন্য কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর গবেষণাকে

---

[১৬১] সালিহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-শাইখ, ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিল আকিদাতি তাহাবিয়্যা, ৪৫/২১।

উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ফিতনা বা বিভক্তি রোধের বিষয়ে আলিম, তালিব ইলম ও সকল মুমিনের সচেতন থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ আলিম শাইখ ইবন বাযের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়।

আমরা বাংলাদেশে সকলেই সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় একত্রিত করে রাখি। ঝগড়া শুধু রাখার স্থান নিয়ে। আর আফ্রিকায় ঝগড়া 'ধরে রাখা' বা 'ঝুলিয়ে রাখা' নিয়ে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর প্রায় সকলেই মালিকী মাযহাবের অনুসারী। সেখানে সালাফী, হাম্বালী, শাফিয়ী বা হানাফী সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় বুকে, পেটে বা নাভীর নিচে রাখলে তা অনেক মানুষ 'ফিতনা' বলে গণ্য করেন। তারা গায়ের, গলার বা দলিলের জোরে এ 'ফিতনা' রোধ করতে চেষ্টা করেন। আবার হাত বাঁধার পক্ষের মানুষেরা বিপক্ষদের 'হাদীস বিরোধী' বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এভাবে হাত বাঁধা ও ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে ও বিপক্ষে ঝগড়া ও হানাহানি হতে থাকে। কোনো কর্মকে উত্তম বা সুন্নাত বলে মেনে নিলে ঝগড়া জমে না। এজন্য তর্কে লিপ্ত মানুষগণ বিতর্কিত বিষয়টিকে ওয়াজিব বা হারাম পর্যায়ে নিতে চেষ্টা করেন। শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর আগে ও পরে হস্তদ্বয় একত্রিত রাখার পক্ষে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। তাঁর এ পুস্তিকা পড়ে তাঁর কোনো ভক্ত যেন বিষয়টিকে বিতর্ক বা ঝগড়ার ভিত্তি বানিয়ে মুমিনদের পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট না করে সেজন্য তিনি উপসংহারে লিখেছেন:

"গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ: এ কথা জানা প্রয়োজন যে, রুকুর আগে ও রুকুর পরে বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরে বুকের উপর বা অন্যত্র রাখা বিষয়ক যা কিছু আলোচনা করা হলো সবই সুন্নাত পর্যায়ের কর্ম। আলিমগণের মতে এটি ওয়াজিব কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই কেউ যদি রুকুর আগে বা রুকুর পরে হাত না ধরে ঝুলিয়ে রেখে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত বিশুদ্ধ ও সঠিক। সে শুধু সালাতের মধ্যে উত্তম পদ্ধতিটি পরিত্যাগ করেছে। কাজেই এ মাসআলা এবং এ জাতীয় অন্যান্য মাসআলার মধ্যে বিদ্যমান মতভেদকে মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া, বিভেদ, দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতার উপকরণ বানানো কোনো মুসলিমের উচিত নয়। এরূপ করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরাকে ওয়াজিব বা ফরয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর এ মত যদি কেউ গ্রহণ করে তার জন্যও এ মাসআলাকে বিভক্তি ও ঝগড়ার ভিত্তি বানানো বৈধ নয়।

সকলের জন্যই ওয়াজিব দায়িত্ব নেককর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় সচেষ্ট হওয়া, দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে স্পষ্ট করা এবং হৃদয়গুলোকে একে অপরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুভাবাপন্নতা থেকে পরিষ্কার রাখা। অনুরূপভাবে বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে এরূপ সকল বিষয় ও

উপকরণ থেকে সতর্ক থাকা। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করা এবং দলাদলি না করা মুমিনদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং দলাদলি করো না।"[১৬২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন: (১) তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, (২) তোমরা আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে এবং দলাদলি করবে না এবং (৩) আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত করেছেন তাদেরকে নসীহত করবে।'[১৬৩] আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের অনেক মুসলিম ভাই সম্পর্কে আমি জেনেছি যে, তাদের মধ্যে হাত ধরা বা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে অনেক বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কচ্ছিন্নতার ঘটনা ঘটে।

নিঃসন্দেহে এরূপ করা ইসলাম-নিষিদ্ধ আপত্তিকর ও অবৈধ কর্ম। সকলের উপর ফরয দায়িত্ব দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে জানার ও বুঝার বিষয়ে পরস্পর নসীহত করা। পাশাপাশি মহব্বত, সম্প্রীতি, অন্তরের পবিত্রতা ও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ করা। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের আলিমগণ ফিকহী বিষয়ে মতভেদ করতেন। কিন্তু এ কারণে তাঁদের মধ্যে বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্কছিন্নতা ঘটত না। কারণ প্রত্যেকের লক্ষ্যই তো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যকে জানা। যখন তাঁদের কাছে দলিল স্পষ্ট হয়েছে তখন তাঁরা একমত হয়েছেন। যখন তাঁদের কারো কাছে দলিল অস্পষ্ট হয়েছে তখন তিনি তাঁর ভাইকে বিভ্রান্ত বলে দাবি করেন নি। আর এরূপ মতভেদের কারণে তাঁর ভাইকে বর্জন করেন নি, বিচ্ছিন্ন হন নি বা তাঁর পিছনে সালাত বর্জন করেন নি।

এজন্য আমাদের মুসলিমদের সকলের দায়িত্ব মহান আল্লাহকে ভয় করা, সত্য আঁকড়ে ধরা, সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়া, পরস্পরে নসীহত করা ও দলীলের মাধ্যমে সত্যকে জানার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ সালিহীনের পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং সাথে সাথে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ করা। ফিকহী বিষয়ে মতবিরোধের স্বরূপ হলো উক্ত মাসআলার দলিলটি আমাদের কারো কাছে অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে, ফলে তিনি এ বিষয়ে তার ভাইয়ের মতের বিরোধিতা করেছেন। আর এরূপ ফিকহী কোনো মাসআলায় মতভেদ বা বিরোধিতার কারণে দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা ঘটানো পরিহার করতে হবে।...."[১৬৪]

এখানে ইবন বায দলিলভিত্তিক গবেষণা ও ফিতনা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর অধ্যয়ন দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সালাতের মধ্যে রুকুর

---

[১৬২] সূরা আল-ইমরান: ১০৩ আয়াত।

[১৬৩] বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ১৫৮। হাদীসটি সহীহ।

[১৬৪] ইবন বায, সালাসু রাসাইল ফিস সালাত, পৃষ্ঠা ৩২-৩৪।

আগে ও পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত ধরে রাখাই সুন্নাত নির্দেশিত কর্ম। তাঁর ঈমানী দায়িত্ব এ বিষয়টি উম্মাতকে জানানো এবং এ সুন্নাত পালন ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। পাশাপাশি বিষয়টি যেন উম্মাতের মধ্যে হানাহানি ও অশান্তি সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তাঁর 'অনুসারী' বা 'বিরোধী' কারো দ্বারা 'ফিতনা' হলে তিনি দায়মুক্ত থাকবেন।

অন্য কোনো গবেষক আলিম তাঁর বিরোধিতা করতে পারেন। যেমন শাইখ আলবানী ইবন বাযের মতটি ভুল বলেছেন এবং রুকুর পরে হস্তদ্বয় একত্রিত করাকে 'বিভ্রান্তিময় বিদআত' বলে নিশ্চিত করেছেন। তবে এ গবেষণাকেও ফিতনা বলার সুযোগ নেই। তাহলে তো অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল মুজতাহিদ মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও ইমামের গবেষণা বা ইজতিহাদই ফিতনা বলে গণ্য হবে।

মূলত ফিতনা, অশান্তি, বিভেদ বা হানাহানি হয় অধ্যয়ন বিমুখতার কারণে। গবেষণা বিমুখতা বিভিন্ন প্রকারে হতে পারে: (১) প্রচলনকে প্রেম করে অধ্যয়নের অবমূল্যায়ন করা, (২) গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামী আদব রক্ষা না করে ভিন্নমতের সমালোচনার নামে ভিন্নমত অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা, (৩) ইবন বায বা আলবানীর বই পড়ে তার অন্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া। নিজের জন্য ও সকলের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণার দরজা বন্ধ করে ইবন বায বা আলবানীর মতটিকেই চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা এবং সকলকে এ মতের তাকলীদের জন্য দাওয়াত দেওয়া। আর এরূপ ফিতনায় লেখক বা গবেষক আলিমের দায়ভার থাকে না। বিশেষত যখন তিনি অন্যদেরকে গবেষণায় উৎসাহ দেন এবং প্রান্তিকতা ও বিভেদের বিষয়ে সতর্ক করেন। এরূপ ফিতনার জন্য দায়ী তাঁর গবেষণাবিমুখ অন্ধভক্ত বা 'মুকাল্লিদগণ'।

৩. ৮. সহীহ্ হাদীস অনুধাবনে প্রান্তিকতা

সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ এবং হাদীসের বিপরীতে অন্য মত বর্জন করার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর কোনো ইমাম, ফকীহ্, মুজতাহিদ বা মাযহাবের দ্বিমত নেই। যদি কেউ দ্বিমত পোষণ করেন তবে তা তার নিজের বিভ্রান্তি। কিন্তু সহীহ্ হাদীস মানার দাবিটা অনেক সময় নিম্নরূপ হয়ে যায়: "সহীহ্ হাদীস মানতে হবে। কাজেই আমি বা আমার অনুসরণকৃত 'মুহাদ্দিস' যে হাদীসকে সহীহ্ বলেছি বা বলেছেন সেটিকে সহীহ্ বলে মানতেই হবে এবং এ হাদীস থেকে আমরা যে 'ফিকহ' বুঝেছি তা-ই বুঝতে হবে।"

আমরা বুঝতে পারছি যে এরূপ মানসিকতা সঠিক নয়। আমরা দেখছি যে, সহীহ হাদীস অনুসরণের বিষয়ে একমত হওয়ার পরেও বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ হতে পারে, যেমন: (১) হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে মতভেদ, (২) হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ে মতভেদ, (৩) একাধিক সহীহ্ হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ ইত্যাদি।

৩. ৮. ১. হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণে মতভেদ

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়। কোর্টের বিচারকদের যাচাই পদ্ধতির মতই সূক্ষ্ম এ পদ্ধতি। আমার লেখা **'হাদীসের নামে জালিয়াতি', 'সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর'**, **'বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস'** ইত্যাদি গ্রন্থ পড়লে পাঠক বিস্তারিতভাবে মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি জানতে পারবেন। ফিকহের ন্যায় এ বিষয়েও মতভেদের অবকাশ রয়েছে। মতভেদের অনেকগুলো নমুনা আমরা এ বইয়ে দেখলাম। গবেষক বা 'মুজতাহিদ' মুহাদ্দিসগণ এক্ষেত্রে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন। সাধারণ মুসলিম, তালিবুল ইলম ও আলিমগণ এক্ষেত্রে মুজতাহিদ মুহাদ্দিসগণের 'তাকলীদ' করেন। তবে গবেষক-মুজতাহিদ বা অনুসারী-মুকাল্লিদ কারোই এ কথা দাবি করা উচিত নয় যে, তিনি বা তার অনুসরণকৃত মুহাদ্দিস হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ব্যতিক্রম করার অর্থই হাদীস অমান্য করা।

৩. ৮. ২. হাদীসের নির্দেশনা নির্ধারণে মতভেদ

আমরা দেখলাম যে, হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে একমত হওয়ার পরেও মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করছেন। বাহুর উপর হাত রাখার হাদীস দ্বারা শাইখ আলবানী হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখা বুঝেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনুল মুনযির ও পূর্ববর্তী অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীস দ্বারা নাভীর উপরে বা নিচে হস্তদ্বয় রাখা বুঝেছেন।

এ বইয়ে আমরা আরেকটি চমৎকার উদাহরণ দেখেছি। শাইখ ইবন বায যে হাদীসগুলো দিয়ে রুকুর পরে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত রাখা 'সুন্নাত' বলে দাবি করেছেন, ঠিক সে হাদীসগুলো দিয়েই শাইখ আলবানী এরূপ কর্মকে 'বিভ্রান্তিময় বিদআত' বলে দাবি করেছেন। প্রত্যেকেই আশা করেছেন যে, ভিন্ন মতের অনুসারী গবেষক তার দলিলগুলো পড়ে ভিন্নমত ত্যাগ করে তার সাথে একমত হবেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের বক্তব্য পাঠের পরেও নিজ নিজ মতে অটল থেকেছেন। এখন আমরা কি দাবি করব যে, উভয়ে বা একজন হাদীস বিরোধী ছিলেন বা হাদীসের বিপরীতে নিজের মতে অটল থেকেছেন? আশা করি কোনো সচেতন মুমিন তা করবেন না।

৩. ৮. ৩. একাধিক হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ে মতভেদ

উপরের সকল বিষয়ে মতৈক্যের পরেও মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতভেদের অন্যতম কারণ একাধিক হাদীসের সমন্বয় অথবা কুরআনের নির্দেশনার সাথে হাদীসের নির্দেশনার সমন্বয়। আমাদের এ পুস্তিকায় আমরা এরূপ মতভেদের কিছু নমুনা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে হাতের উপর 'ইতিমাদ' করতে, অর্থাৎ 'ভর' দিতে' বা 'নির্ভর' করতে নিষেধ করেছেন। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত করাকে সাধারণত 'ই'তিমাদ' অর্থাৎ 'ভর দেওয়া' বা 'নির্ভর করা' বলা হতো। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (৯৫ হি) বলেন:

إن رسول الله ﷺ كان يعتمد بيده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নির্ভর করতেন (ভর দিতেন)।"[১৬৫]

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে হাতের উপর ভর দিতে বা নির্ভর করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে সালাতের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশনা রয়েছে। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে কোনো কোনো ফকীহ উভয় নির্দেশনার মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করেছেন। তারা নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হস্তদ্বয় বাঁধার হাদীসগুলোর ব্যাখা করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, দৈহিক দুর্বলতা বা বিশেষ ওযরের কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হস্তদ্বয় একত্রিত করতেন অথবা হস্তদ্বয় একত্রিত করার নির্দেশনা 'নির্ভর করা'-র নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মানসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই মুমিনের উচিত হস্তদ্বয় দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে রাখা।

আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত করতে পারি, তবে তাদের ইজতিহাদের অবমূল্যায়ন করতে পারি না বা তাদেরকে 'হাদীস অস্বীকারকারী' বলতে পারি না। বর্তমান যুগেও যদি কোনো গবেষকের আন্তরিক গবেষণা এ মতটির পক্ষে যায় তবে আমরা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও তাকে দোষারোপ করতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো 'খারাপ' 'উদ্দেশ্যে' তিনি এভাবে গবেষণা করেছেন। মুমিনের ভয়ঙ্করতম অধঃপতন অন্য মুমিনের 'উদ্দেশ্য' বা অন্তরের খবর জানার দাবি করা। আমরা বলতে পারি যে, তিনি সত্যসন্ধানী গবেষক, সত্য সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাকে ইজতিহাদের পুরস্কার প্রদান করুন এবং সত্য অনুধাবনের তাওফীক দিন।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (৭২৮ হি) 'রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম' (প্রসিদ্ধ ইমামগণ বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন) নামক গ্রন্থে বলেন:

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ওলী (অভিভাবক বা পক্ষ) হিসেবে গ্রহণ করার পর মুসলিমদের উপর ওয়াজিব দায়িত্ব মুমিনদেরকে ওলী (পক্ষ বা বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন এভাবেই নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষভাবে আলিমগণকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাঁরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। মহান আল্লাহ তাদেরকে তারকা বানিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে জলে ও স্থলে অন্ধকারের মধ্যে পথের দিশা পাওয়া যায়। মুসলিমগণ তাঁদের হেদায়াত ও জ্ঞানের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের পূর্বে সকল জাতির পণ্ডিত ও

---

[১৬৫] কাযী আবূ ইউসূফ, কিতাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৬৭।

গুরুগণ ছিলেন সে জাতির নিকৃষ্ট মানুষদের অন্তর্ভূক্ত। মুসলিম উম্মাহর অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম জাতির আলিমগণ উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ। তাঁরাই তো উম্মাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত (গদ্দীনশীন)। তাঁর মৃত সুন্নাত তাঁরাই পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁদের দ্বারাই আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁরাও কিতাব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আল্লাহর কিতাব তাঁদের কথা বলেছে এবং তাঁরাও আল্লাহর কিতাবের কথা বলেন।

পাঠককে জানতে হবে যে, উম্মাতের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন যে সকল ইমাম তাঁদের কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছোট-বড় কোনো সুন্নাতের সামান্যতম বিরোধিতা করেন নি। তাঁরা সকলেই সুনিশ্চিতভাবে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ জরুরী। তাঁরা আরো একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রেই কিছু কথা গ্রহণ এবং কিছু কথা পরিত্যাগ করা হয় (তিনি ছাড়া কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না)। যদি তাঁদের কারো কোনো মত কোনো সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম হয় তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, কোনো একটি ওযরের কারণে তিনি এ সহীহ হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন। ইমামগণের সকল ওযর তিন ভাগে বিভক্ত: (১) তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ হাদীসটি বলেন নি। (অর্থাৎ তিনি হাদীসটি জানেন নি অথবা এটিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।) (২) তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, এ হাদীস দ্বারা যে মাসআলা প্রমাণ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে অর্থে এ কথাটি বলেন নি। অথবা (৩) তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, এ হাদীসের নির্দেশিত বিধানটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।"[১৬৬]

৩. ৮. ৪. মুজতাহিদ বনাম মুকাল্লিদ

উপরের পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় এবং হাদীসের ফিকহী নির্দেশনা নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল বিষয়। এ ক্ষেত্রে মতভেদ থাকবেই। ভিন্নমতকে ভুল বলা যায়, তবে ভিন্নমতের অনুসারীকে হাদীস বিরোধী বলা যায় না। পরিপূর্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথেই ভিন্নমতের সমালোচনা করতে হবে। সকল আলিম, তালিবুল ইলম, ধর্মপ্রাণ মুমিনকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে।

লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে গবেষক মুজতাহিদ মুহাদ্দিস এবং অনুসারী মুকাল্লিদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাইখ খালিদ শায়ি উল্লেখ করেছেন যে, মুজতাহিদ মুহাদ্দিস নিজের গবেষণায় হাদীসের বিশুদ্ধতা ও ফিকহী নির্দেশনার বিষয়ে নিশ্চিত হন। তিনি তার নিজের গবেষণার ভিত্তিতে মানুষদেরকে সহীহ হাদীস পালনের দাওয়াত দেন। তার সিদ্ধান্ত ভুল হলেও তিনি একটি পুরস্কার লাভ করবেন। পক্ষান্তরে তার গবেষণার উপর

---

[১৬৬] ইবন তাইমিয়া, রাফউল মালাম, পৃষ্ঠা ৯-১০।

নির্ভরশীল বা মুকাল্লিদ ব্যক্তি যখন ভিন্নমতকে হাদীস বিরোধী বা বিদআত বলে দাবি করেন তখন তিনি মূলত মানুষদেরকে কুরআন বা হাদীসের দিকে ডাকেন না; বরং একজন মানুষের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য ডাকেন। এটি সঠিক নয়। তিনি সর্বোচ্চ বলতে পারেন যে, অমুক আলিমের মতে হাদীসটি সহীহ্ অথবা বিষয়টি হাদীস সম্মত বা হাদীস বিরোধী এবং আমি উক্ত আলিমের মতটিকে সঠিক বলে মনে করি।[১৬৭]

যেমন, শাইখ আলবানী রুকু পরবর্তী দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় একত্রিত করাকে 'বিভ্রান্তিকর বিদআত' বলে দাবি করেছেন। এটি তাঁর ইজতিহাদ। তিনি দুটি বা একটি পুরস্কার লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর মত অধ্যয়ন করে তাঁর কোনো 'মুকাল্লিদ' যদি রুকুর পরে হাত বাঁধা বিদআত বলে দাবি করেন বা কেউ রুকুর পরে হস্তদ্বয় বাঁধলে তাকে বিদআতী বলে দাবি করেন তবে তিনি মানুষদেরকে 'সহীহ হাদীস' পালনের দাওয়াত দিচ্ছেন না; বরং তিনি মানুষদেরকে শাইখ আলবানীর ইজতিহাদের অন্ধ অনুসরণের দাওয়াত দিচ্ছেন। এটি সঠিক নয়।

প্রসিদ্ধ সৌদি গবেষক আলী হাসান ফার্‌রাজ মুসাল্লীদের ভুলভ্রান্তি বিষয়ক 'তানবীহুস সাজিদ ইলা আখতায়ি রুওয়াদিল মাসাজিদ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: "মুসল্লীদের ভুলভ্রান্তির অন্যতম ইজতিহাদী মাসআলায় একে অপরের প্রতি আপত্তি প্রকাশ করা এবং এ নিয়ে দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টি করা। এ জাতীয় মাসআলার মধ্যে রয়েছে: (১) রুকুর পরে হস্তদ্বয় ধরা বা না ধরার কারণে আপত্তি করা, (২) 'জালসাতুল ইসতিরাহা' বা দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে দাঁড়ানোর আগে বসা বা না বসার কারণে আপত্তি করা, (৩) তাশাহ্হুদের বৈঠকে শাহাদত আঙুল নাড়ানো বা না নাড়ানোর জন্য আপত্তি করা, (৪) নিষিদ্ধ সময়ে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করা বা না করার কারণে আপত্তি করা... । সঠিক কথা হলো, এগুলো সবই ইজতিহাদী বিষয়। এক্ষেত্রে মতভেদ গ্রহণযোগ্য, বিষয়গুলো প্রশস্ত এবং এ বিষয়ে বিতর্ক-বিবাদ অনুচিত।"[১৬৮]

৩. ৯. সহীহ্ হাদীসের সহীহ্ নির্দেশনা

সহীহ্ হাদীস পালনের ক্ষেত্রে আবেগী মুমিনের পদস্খলনের আরেকটি ক্ষেত্র সহীহ্ হাদীস নির্দেশিত বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা। কোনো হাদীসের নির্দেশনার গুরুত্ব উক্ত হাদীস বা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে। কোনো কর্ম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং না করলে আপত্তি করেছেন। কোনো কর্ম তিনি নিজে করেছেন, করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু না করলে আপত্তি করেছেন বলে বর্ণিত হয় নি। কোনো কর্ম তিনি নিজে করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ক কোনো নির্দেশনা বা আপত্তি বর্ণিত হয়

---

[১৬৭] বিস্তারিত দেখুন, শাইখ খালিদ শায়ি' আল-ই'লাম, পৃষ্ঠা ২-৩।
[১৬৮] আলী হাসান ফার্‌রাজ, তানবীহুস সাজিদ, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

নি। মুমিনের দায়িত্ব গুরুত্ব ও আপত্তিতে সুন্নাতের অনুসরণ করা। গুরুত্বের বিষয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রমও বিদআতে পরিণত হতে পারে।

অনেক আবেগী মুমিন এ জাতীয় বিদআতে নিপতিত হচ্ছেন। অনেকেই কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সুস্পষ্ট ফরয বা হারামের চেয়ে এ জাতীয় 'সুন্নাত', 'মুসতাহাব' বা 'মতভেদীয়' কর্মগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

হাদীসের আলোকে বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখার বিষয়টি আমরা দেখলাম। অনেক বিজ্ঞ 'হাদীসপন্থী' আলিম বা ধার্মিক মুমিন এ কর্মটিকে, অথবা রাফউল ইয়াদাইন, জোরে 'আমীন', ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা, আট রাকআত তারাবীহ ইত্যাদি বিষয়কে 'সহীহ হাদীসপন্থী' হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু পিতামাতার দায়িত্ব পালন, মানুষের হক আদায়, হালাল ভক্ষণ, পর্দা পালন, দাড়ি রাখা, টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান ও কুরআন-হাদীস নির্দেশিত অন্যান্য সুনিশ্চিত ফরয বা হারামের বিষয় খুবই 'উদারভাবে' দেখছেন। কেউ যদি প্রথম পর্যায়ের কর্মগুলো পালন করেন তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মগুলোতে অবহেলা করলেও তাকে নিজ দলের বলে গণ্য করছেন। আর যদি কেউ দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারে পালন করেন কিন্তু প্রথম পর্যায়ের কর্মগুলো পালন না করেন তবে তাকে 'নিজ দল' বলে মনে করতে পারছেন না। অথচ 'হাদীসপন্থী' হওয়ার দাবি ছিল ঠিক বিপরীতমুখি হওয়া। কারণ সহীহ হাদীসের নির্দেশনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মগুলো সুনিশ্চিত ফরয-ওয়াজিব বা হারাম। পক্ষান্তরে প্রথম পর্যায়ের কর্মগুলোর বিপরীতে হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্ম বিদ্যমান, মতভেদ শুধু হাদীসের বিশুদ্ধতা, নির্দেশনা বা সমন্বয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে।

মাযহাবপন্থীগণ এক্ষেত্রে মাযহাবও অমান্য করছেন। শাইখ মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বলেন: "অনেক এমন মাসাইল আছে যেগুলোতে ইমামগণের মতপার্থক্য হলো উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। জায়েয-নাজায়েয আর হালাল-হারামের বিরোধ নয়। যেমন- নামাযে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা হবে কি হবে না, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে না নিম্নস্বরে? হাত বুকের উপর বাঁধা হবে না নাভীর নিচে? এসব ক্ষেত্রে ইমামগণের মতপার্থক্য আছে। কেউ এটাকে উত্তম বলেছেন কেউ অন্যটাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর সবগুলো পন্থাই সকলের নিকটই জায়েয আছে। সুতরাং এগুলোকে হালাল-হারাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর দূরত্ব-সংঘাত ও লড়াই বাঁধানো কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।"[১৬৯]

এরূপ নাজায়েয কাজই মাযহাবের নামে করা হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞ 'মাযহাবপন্থী' আলিম বা ধার্মিক মুমিন জোরে 'আমীন' বললে, রাফউল ইয়াদাইন করলে, বুকে হাত

---

[১৬৯] মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন, পৃ ১৯০।

রাখলে, ইমামের খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করলে বা অনুরূপ 'অপ্রচলিত' কোনো কর্ম করলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কঠোর আপত্তি করেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে, শিরক-বিদআত বা হারাম উপার্জনে লিপ্ত হলে, কুরআন অশুদ্ধ তিলাওয়াত করলে, রুকু-সাজদা সঠিকভাবে না করলে, টাখনুর নিচে কাপড় পরলে, খুতবার সময় মুসল্লি, কমিটির লোকজন বা আদায়কারীরা কথা বললে, পরিবারকে বেপর্দা রাখলে, দাড়ি মুণ্ডন করলে... অনুরূপ আপত্তি করেন না। অথচ মাযহাবপন্থী হওয়ার দাবি ছিল ঠিক উল্টা। ইমাম আবূ হানীফা বা তাঁর সাথীগণ প্রথম কর্মগুলোকে অনুত্তম বললেও এগুলো 'প্রতিরোধ' করতে বা নিন্দা করতে কোনোরূপ নির্দেশ দেন নি। বরং তাঁরা উদার হৃদয়ে এগুলো গ্রহণ করেছেন। এগুলো পালনকারীদের পাশে ও পিছনে সালাত আদায় করেছেন। মুকাল্লিদদের জন্য হাদীসের ভিত্তিতে এরূপ আমলের অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজগুলো কুরআন, হাদীস ও মাযহাবে নিষিদ্ধ।

সম্মানিত পাঠক, একটু ভাবুন। সৌদি আরব, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া বা অন্য কোনো মালিকী, শাফিয়ী বা হাম্বালী অধ্যুষিত দেশে কোনো হানাফী সফর করেছেন। তিনি মাকরূহ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় না করেই বসে পড়লেন, নাভীর নিচে হস্তদ্বয় রাখলেন, রাফউল ইয়াদাইন করলেন না অথবা অন্য কোনে বিষয়ে প্রচলিত মাযহাবের ব্যতিক্রম করলেন। অথবা সে দেশেরই কোনো ব্যক্তি হানাফী সমাজে বাস করার কারণে বা কোনো হানাফী আলিমের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজের দেশে এরূপ করলেন। তখন তাকে কঠোর তিরস্কার করা হলো বা মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হলো! বিষয়টি আপনার কাছে কেমন মনে হবে?

হাদীসপন্থী ও মাযহাবপন্থীগণ এসকল মাসআলা নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে নোংরা 'মন্দ-উপাধি', 'মন্দ-ধারণা', উপহাস, অবজ্ঞা, গীবত ও গালি-গালাজ করছেন। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষ, বিশেষত যুবকগণ আলিমগণ ও দীনের প্রতি দ্বিধাগ্রস্ত ও বিতশ্রদ্ধ হচ্ছেন। এছাড়া নাস্তিক, 'সর্বধর্মবাদী' বা সকল ধর্ম সঠিক বলে প্রচারকারী, 'আংশিক-ধর্মবাদী' বা ইসলামের কিছু পালনীয় ও কিছু অচল বলে প্রচারকারী, খৃস্টান প্রচারকগণ, কাদিয়ানী, শিয়া, বাহায়ী প্রচারকগণ, অশ্লীলতার প্রচারকগণ ও শিরক-বিদআদের বিপননকারীগণ নিরাপদে 'খোলা মাঠে' কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। মহান আল্লাহর কাছেই মনোবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁর ক্ষমা ও তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ১০. সালাফ সালিহীনের কর্মরীতি

সালাফ সালিহীনের কর্মধারা থেকে বিচ্যুতিই এরূপ প্রান্তিকতা, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার কারণ। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সাহাবীগণকে, বিশেষত প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণকে পরবর্তী সকল মুমিনের অনুকরণীয় আদর্শ

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দুই বা তিন প্রজন্মের মানুষদের কল্যাণময়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের কর্মধারায় আমরা দেখি যে, তাঁরা ঈমান-আকীদা বিষয়ে মতভেদ করেন নি এবং এ বিষয়ে মতভেদ প্রশ্রয় দেন নি। আকীদাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তির কঠোর প্রতিবাদের পাশাপাশি তাদেরকে 'কাফির' বলা থেকে যথাসম্ভব বিরত থেকেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও সাধারণ অবস্থায় তাদের সাথে ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রেখেছেন।

ফিকহী মাসআলায় তারা ব্যাপক মতভেদ করেছেন এবং মতভেদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মতভেদসহ একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন। সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় ধরে রাখা বা ঝুলিয়ে রাখা, আমীন জোরে বা আস্তে বলা, রাফউল ইয়াদাইন করা বা না-করা ইত্যাদি মুসতাহাব মাসআলাতেই শুধু নয়, ফরয-ওয়াজিব মাসআলাতেও তাঁরা নিজের মতে স্থিরতাসহ ভিন্নমতের প্রতি উদার ছিলেন। হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবে দেহ থেকে রক্ত বের হলে বা রক্তমোক্ষণ করালে ওযূ বিনষ্ট হয়। সালাত আদায়ের পূর্বে উক্ত ব্যক্তির জন্য ওযূ করা ফরয। পক্ষান্তরে ইমাম মালিকের মতে এতে ওযূ ভঙ্গ হয় না। প্রত্যেকে নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ, আবূ ইউসূফ ও অন্যান্য হানাফী ফকীহ মদীনায় গেলে মালিকী ইমামদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন। তারা রক্তপাত বা রক্তমোক্ষণের পর ওযূ করেছেন কিনা তা জানতে চেষ্টা করেন নি। এমনকি ওযূ করেন নি জানলেও সালাত আদায় করেছেন। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন :

"সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তীগণ কেউ সালাতের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' পড়তেন, কেউ পড়তেন না, কেউ তা জোরে পড়তেন, কেউ তা আস্তে পড়তেন, কেউ ফজরের সালাতে কুনূত পড়তেন, কেউ পড়তেন না, কেউ রক্তমোক্ষণ, নাক দিয়ে রক্তপাত ও বমি হলে ওযূ করতেন, কেউ এগুলোর কারণে ওযূ করতেন না, কেউ গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করতেন, কেউ করতেন না, কেউ উত্তেজনাসহ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ করতেন, কেউ করতেন না, কেউ রান্না করা কিছু ভক্ষণ করলে ওযূ করতেন, কেউ করতেন না, কেউ উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ করতেন, কেউ করতেন না। এরূপ ভিন্নমতসহই তারা একে অপরের পিছে সালাত আদায় করতেন। যেমন আবূ হানীফা, তাঁর ছাত্রগণ, শাফিয়ী ও অন্যান্যরা মদীনার মালিকী ইমামগণ ও অন্যদের পিছনে সালাত আদায় করতেন, যদিও মদীনার ইমামগণ সালাতের মধ্যে জোরে বা আস্তে কোনোভাবেই 'বিসমিল্লাহ' পড়তেন না। ইমাম মালিক খলিফা হারূন রশীদকে বলেছিলেন যে, রক্তমোক্ষণ বা রক্তপাতের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না। এজন্য তিনি রক্তমোক্ষণ করার পরে ওযূ না করেই ইমাম হয়ে সালাত আদায়

করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ তাঁর পিছনে মুক্তাদী হয়ে সালাত আদায় করেন এবং তিনি এ সালাত পুনরায় পড়েন নি। ইমাম আহমাদের মতে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে বা রক্তমোক্ষণ করলে ওযূ করা ফরয। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, যদি কোনো ইমামের দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হয় কিন্তু তিনি ওযূ না করে সালাত আদায় করেন তবে আপনি কি তার পিছনে সালাত আদায় করবেন? তিনি উত্তরে বলেন: ইমাম মালিক অথবা সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব যদি ইমাম হন তবে আমি কিভাবে তাঁর পিছনে সালাত আদায় না করে থাকতে পারি? বায্যাযিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ একবার গোসলখানায় গোসল করে জুমুআর সালাতের ইমামতি করেন। জামাতের পরে মুসল্লীগণ চলে যাওয়ার পর তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, গোসলখানার কূপের মধ্যে একটি মৃত ইঁদুর বিদ্যমান। তখন তিনি বলেন, তাহলে আমরা মদীনাবাসীদের মাযহাব গ্রহণ করলাম, কারণ তাদের মতে পানির পরিমাণ যদি দুই কোলা হয় তবে তার মধ্যে নাপাকি পড়লেও তা নাপাক হয় না।"[১৭০]

উপসংহার

সম্মানিত পাঠক,

শিরক, কুফর, বিদআত, অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা, জুলুম ও প্রবঞ্চনার মহা-সায়লাবের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ ও শরী'আহপন্থী আলিম ও গবেষকগণের বিছিন্নতা, বিভেদ ও দূরত্ব আমাদের কষ্ট দেয়। সালাফ সালিহীনের যুগের তাকওয়া, ইবাদত, গবেষণা, কুরআন-সুন্নাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, পরমত সহনশীলতা, উদারতা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের কথা ভাবতে ও বলতে খুবই ভাল লাগে। মুমিনের সকল আবেগ তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ঘিরে। তাঁর ও তাঁর সাথীদের বরকতময় সাহচর্যে আলোকিত সে যুগের কথা মুমিনের ঈমানকে উজ্জীবিত করে। সে দিনগুলো হয়তো আর ফিরে পাব না। তবে যদি কিছু আলিম, তালিবুল ইলম ও সচেতন মুমিন সে বরকমতয় যুগের আখলাক অর্জন করতে সচেষ্ট হন তবে তা হবে আমাদের বড় অর্জন। এ অর্জনের আবেগেই এ কথাগুলো লিখলাম। মহান আল্লাহর কাছে সকাতরে আরযি করি, তিনি আমাদের অন্তরগুলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুগত করে দিন এবং মতৈক্যে ও মতভেদে তাঁর প্রশংসিত মুবারক যুগগুলোর নেককার মানুষদের অনুকরণ ও অনুসরণের তাওফীক দিন।

মহান আল্লাহই ভাল জানেন। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা, রাসূল ও খলীল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন ও সাথীগণের উপর। প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

---

[১৭০] শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, আল-ইনসাফ, পৃষ্ঠা ১০৯।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আইনী, বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমদ (৮৫৫ হি), উমদাতুল কারী (শামিলা)

২. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি), আন-নাফিউল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদের আল-জামি আস-সাগীর-সহ (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৬ হি: শামিলা)

৩. আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম সানআনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি)

৪. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবন আশআস (২৭৫ হি) আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী: শামিলা)

৫. আবূ দাউদ, মাসাইলুল ইমাম আহমদ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)

৬. আবূ নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি) আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহিল ইমাম মুসলিম (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৬: শামিলা)

৭. আযীম আবাদী, মুহাম্মাদ আশরাফ বিন আমীর (১৩১০ হি) আওনুল মাবূদ শারহ সুনান আবী দাউদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫ হি: শামিলা)

৮. আলী ইবন নায়িফ আশ-শাহ্হূদ, আর-রাদ্দু আলা উসূলির রাফিদাহ, মাজমূউ মুআল্লাফাতি আকায়িদির রাফিদাহ (শামিলা)

৯. আলী ইবন নায়িফ আশ-শাহ্হূদ, আল-মুফাস্সাল ফির রাদ্দি (শামিলা)

১০. আলী ইবন সুলাইমান মারদাবী (৮৮৫ হি), আল-ইনসাফ (বৈরুত, দার ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯: শামিলা)

১১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০/১৯৯৯), আহকামুল জানাইয (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৮৬: শামিলা)

১২. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৫/১৯৮৫: শামিলা)

১৩. আলবানী, জামিউস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ: শামিলা)

১৪. আলবানী, যায়ীফ আবী দাউদ (কুয়েত, মুআস্সাসাতু গিরাস, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৩: শামিলা)

১৫. আলবানী, যায়ীফাহ: সিলসিলাতুল আহাদীসিস দায়ীফাতি ওয়াল মাউদূআহ (রিয়াদ, দারুল মাআরিফ, ১৪১২/১৯৯২: শামিলা)

১৬. আলবানী, সহীহ আবী দাউদ (কুয়েত, মুআস্সাসাতু গিরাস, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৩/২০০২: শামিলা)

১৭. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৫ম মুদ্রণ: শামিলা)

১৮. আলবানী, সাহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানি আবী দাউদ (শামিলা)

১৯. আলবানী, সাহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানিত তিরমিযী (শামিলা)

২০. আলবানী, সাহীহাহ: সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ: শামিলা)

২১. আলবানী, সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি (ﷺ) (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪শ মুদ্রণ, ১৪০৮)

২২. আলী হাসান ফারুরাজ, তানবীহুস সাজিদ ইলআ আখতায়ি রুওয়াদিল মাসাজিদ (শামিলা)

২৩. আহমদ ইবন হাম্বাল, আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআস্সাসাতু কুরতুবা, আরনাউতের টীকা-সহ: শামিলা)

২৪. ইবন আবী ইয়ালা, আবুল হুসাইন, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (৫২৬ হি), তাবাকাতুল হানাবিলা (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ: শামিলা)

২৫. ইবন আবী শাইবা, আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (২৩৫ হি) আল-মুসান্নাফ (মুহাম্মাদ আওয়ামাহ সম্পাদিত, জিদ্দা, দারুল কিবলা: শামিলা)

২৬. ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬/১৯৯৫)

২৭. ইবন আবী হাতিম রাযী, আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহ ওয়াত তাদীল (শামিলা)

২৮. ইবন আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন ইবন উমার শামী (১২৫২ হি) হাশিয়াতু ইবন আবিদীন: রাদ্দুল

মুহতার ইলাদ দুররিল মুখতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২০০০/১৪২১: শামিলা)
২৯. ইবন আব্দুল বার্‌র, আবূ উমার ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ (কাইরো, মুআস্‌সাসাতুল কুরতুবা: শামিলা)
৩০. ইবন আব্দুল বার, আল-ইসতিযকার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০: শামিলা)
৩১. ইবন উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবন সালিহ (১৪২১ হি/২০০১খৃ), মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান: শামিলা)
৩২. ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (৭৫১ হি), ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩: শামিলা)
৩৩. ইবনুল কাইয়্যিম, বাদাইউল ফাওয়ায়িদ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬/১৪১৬: শামিলা)
৩৪. ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মাআদ (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২৭ সংস্করণ ১৯৯৪: শামিলা)
৩৫. ইবন কুদামা, মুওয়াফ্‌ফাক উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (৬২০ হি), আল-মুগনী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫হি)
৩৬. ইবন খুযাইমা, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০/১৯৭০: শামিলা)
৩৭. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবন আলী (৫৯৭ হি), আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি: শামিলা)
৩৮. ইবন তাইমিয়া, তাকিউদ্দীন, আহমদ ইবন আব্দুল হালীম (৭২৮ হি), মাজমূউ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১: শামিলা)
৩৯. ইবন তাইমিয়া, রাফউল মালাম (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ: শামিলা)
৪০. ইবন নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবন ইবরাহীম (৯৭০ হি); আল-বাহরুর রায়িক শারহ কানযিদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ: শামিলা)
৪১. ইবন বায, আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ (১৪২০/১৯৯৯), সালাসু রাসাইল ফিস সালাত (রিয়াদ, দারুল ইফতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০১/১৯৮১: শামিলা)
৪২. ইবনুল মুনযির, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম নাইসাপূরী (৩১৯ হি) আল-আউসাত (শামিলা)
৪৩. ইবনুল মুলাক্কিন, সিরাজ উদ্দীন উমার ইবন আলী (৮০৪ হি), আল-বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজি কিতাবিশ শারহিল কাবীর লিররাফিয়ী (রিয়াদ, দারুল হিজরাহ, ২০০৪খৃ: শামিলা)
৪৪. ইবন মুফলিহ, মুহাম্মাদ ইবন মুফলিহ মাকদিসী সালিহী (৭৬৩ হি), আল-ফুরূ (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪/২০০৩)
৪৫. ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি), আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দার সাদির: শামিলা)
৪৬. ইবন হাযম, আলী ইবন আহমদ (৪৫৬ হি), আল-মুহাল্লা (বৈরুত, দারুল ফিকর: শামিলা)
৪৭. ইবন হাজার আসকালানী, আহমদ ইবন আলী (৮৫২ হি), আত-তালখীসুল হাবীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯/১৯৮৯: শামিলা)
৪৮. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৩৭৯ হি: শামিলা)
৪৯. ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, দারুর রশীদ, আওয়ামাহ: শামিলা)
৫০. ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪: শামিলা)
৫১. ইবন হিব্বান, মুহাম্মাদ আল-বুসতী (৩৫৪হি) আস-সহীহ: তারতীব ইবন বালবান (বৈরুত, মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৪/১৯৯৩, শুআইব আরনাউতের টীকাসহ: শামিলা)
৫২. ইবন হিব্বান, আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৩৯৫/১৯৭৫: শামিলা)
৫৩. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীণ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (৮৬১ হি), শারহ ফাতহিল কাদীর

(বৈরুত, দারুল ফিকরঃ শামিলা)

৫৪. ওয়াকফ ও ইসলামী কর্মকাণ্ড মন্ত্রণালয়, কুয়েত, আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুআইতিয়াহ (কুয়েত, দারুস সালাসিল, মিসর, দারুস সাফওয়া ১৪০৪-১৪২৭ঃ শামিলা)

৫৫. কাযী আবূ ইউসুফ, ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (১৮২ হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হিঃ শামিলা)

৫৬. কুরতুবী, আহমদ ইবন উমার (৬৫৬ হি), আল-মুফহিম (কাইরো, আল-মাকতাবা তাওফীকিয়্যাহ)

৫৭. কাসানী, আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন মাসউদ (৫৮৭ হি), বাদাইউস সানাই' (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮২ঃ শামিলা)

৫৮. ড. ইবরাহীম ও পরিষদ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (শামিলা)

৫৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বুহূসুন ফী উলূমির হাদীস (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম, ২০০৭)

৬০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাব., ৫ম, ২০০৭)

৬১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাব., ৪র্থ, ২০১৩)

৬২. ড. মাহির ইয়াসীন, আসার ইলালিল হাদীস ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা (শামিলা)

৬৩. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমদ (৩৬০ হি), আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হিঃ শামিলা)

৬৪. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, তুরাসিল আরাবী, শাকিরঃ শামিলা)

৬৫. তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, (কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮)

৬৬. দারাকুতনী, আলী ইবন উমার (৩৮৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৬৬ঃ শামিলা)

৬৭. নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারাফ (৬৭৬ হি) আল-মাজমূ (বৈরুত, দারুল ফিকরঃ শামিলা)

৬৮. নাবাবী, শারহু সাহীহ মুসলিমঃ (বৈরুত, দার ইহইয়াউত তুরাস, ২য় মুদ্রণ, ১৩৯২ হিঃ শামিলা)

৬৯. নাসাঈ, আহমদ ইবন শুআইব (৩০৩ হি) আস-সুনান (হালাব, মাতবূআত ইসলামিয়্যা, ১৯৮৬ঃ শামিলা)

৭০. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা (ভারত, নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হিঃ শামিলা)

৭১. বাকর আবু যাইদ, লা জাদীদা ফী আহকামিস সালাত (শামিলা)

৭২. বাগাবী, হুসাইন ইবন মাসউদ (৫১০ হি), শারহুস সুন্নাহ (বৈরুত, মাকতাবুল ইসলামী, ২য়ঃ শামিলা)

৭৩. বাবারতী, মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (৭৮৬হি) আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ (শামিলা)

৭৪. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু ইবন কাসীর, বাগা সম্পাদিত, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৭ খৃঃ শামিলা)

৭৫. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ (বৈরুত, দারুল বাশায়ির, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯/১৪০৯ঃ শামিলা)

৭৬. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (ভারত, হায়দারাবাদ, দায়িরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যাহঃ শামিলা)

৭৭. বুরহানুদ্দীন ইবন মাযাহ, মাহমূদ ইবন আহমদ মারগীনানী (৬১৬ হি), আল-মুহীত আল-বুরহানী (বৈরুত, দার ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবীঃ শামিলা)

৭৮. মাওসিলী, আবুল ফাদল আব্দুল্লাহ ইবন মাউদূদ (৬৮৩ হি), আল-ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার (বৈরুত, দরুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ঃ শামিলা)

৭৯. মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদায়ী ও খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ আশ-শায়ি', 'আল-ইলাম বি তাখয়ীরিল মুসাল্লী বিমকানি ওয়াদয়িল ইয়াদাইনি বা'দা তাকবীরাতিল ইহরাম' (শামিলা)

৮০. মুবারকপুরী, আব্দুর রহমান (১৩৫৩ হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহঃ শামিলা)

৮১. মানসূর আল-বাহূতী (১০৫১ হি), আর-রাউদুল মুরবি (বৈরুত, দারুল ফিকরঃ শামিলা)

৮২. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবন আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হিঃ শামিলা)

৮৩. মিযযী, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবন আব্দুর রাহমান (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত,

মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০০/১৯৮০: শামিলা)
৮৪. মারগীনানী, আলী ইবন আবী বকর (৫৯৩ হি) আল-হিদায়াহ (আম্মান, জর্দান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ: শামিলা)
৮৫. মারওয়াযী, ইসহাক ইবন মানসূর আল-কাওসাজ আল-মারওয়াযী (২৫১ হি), মাসাইলুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল ওয়া ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি (মদীনা মুনাওয়ারা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা বিভাগ, ১ম সংস্করণ ১৪২৫/ ২০০২: শামিলা)
৮৬. মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (মিসর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস: শামিলা)
৮৭. মোল্লা খসরু, মুহাম্মাদ ইবন ফরামূয (৮৮৫ হি), দুরারুল হুক্কাম শারহ গুরারিল আহকাম (শামিলা)
৮৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
৮৯. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (১৮৯ হি), আল-জামিউস সাগীর, আব্দুল হাই লাখনবীর আন-নাফিউল কাবীর-সহ (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৬ হি: শামিলা)
৯০. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল গনী বাগদাদী (৬২৯ হি), আত-তাকয়ীদ লি মারিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল মাসানীদ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি: শামিলা)
৯১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (১৮৯ হি), আল-মুআত্তা (দিমাশক, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩/১৯৯১: শামিলা)
৯২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী, আল-মাবসূত (করাচি, ইদারাতুল কুরআন: শামিলা)
৯৩. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (৭৬২ হি), নাসবুর রায়াহ (কাইরো, দারুল হাদীস, তারিখ বিহীন)
৯৪. যাইলায়ী, উসমান ইবন আলী (৭৪৩ হি), তাবয়ীনুল হাকায়িক শারহ কানযিদ দাকাইক (কাইরো, দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৩১৩: শামিলা)
৯৫. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (৭৪৮ হি) আল-কাশিফ (জিদ্দা, দারুল কিবলা, ১৯৯২: শামিলা)
৯৬. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫: শামিলা)
৯৭. রাযী, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (৬৬৬ হি), তুহফাতুল মুলূক (বৈরুত, দারুল বাশায়ির, ১৪১৭ হি: শামিলা)
৯৮. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী (১২৫০ হি) নাইলুল আওতার (ইদারাতুত তিবাআতিল মুনিরিয়্যাহ: শামিলা)
৯৯. শাইখ নিযামুদ্দীন ও অন্যান্য, আল-ফাতাওয়াল হিনদিয়্যা (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯১: শামিলা)
১০০. শুরুনবুলালী, হাসান ইবন আম্মার (১০৬৯ হি), নূরুল ঈযাহ (দামিশক, দারুল হিকমা, ১৯৮৫: শামিলা)
১০১. শুরুনবুলালী, মারাকীল ফালাহ (শামিলা)
১০২. শীরাযী, ইবরাহীম ইবন আলী, আবূ ইসহাক (৪৭৬ হি) আল-মুহাযযাব (শামিলা)
১০৩. শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, আহমদ ইবন আব্দুর রাহীম (১১৭৬/১৭৬২), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (কাইরো, দারুল কুতুবিল হাদীসাহ, বাগদাদ, মাকতাবাতুল মুসান্না: শামিলা)
১০৪. শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ইনসাফ (বৈরুত, দারুন নাফাইস, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৪: শামিলা)
১০৫. সিনদী, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী (১১৩৮ হি), হাশিয়াতু ইবন মাজাহ (শামিলা)
১০৬. সারাখসী, মুহাম্মাদ ইবন আহমদ (৪৮৩ হি), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ২০০০: শামিলা)
১০৭. সালিহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-শাইখ, ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিল আকিদাতি তাহাবিয়্যা (শামিলা)
১০৮. সালিহ ইবন আহমদ (২৬৬ হি), মাসাইলুল ইমাম আহমদ (ভারত, দারুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮)
১০৯. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বাকর (৮০৭ হি), মাজমাউয যাওয়ায়িদ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪১২: শামিলা)
১১০. হামদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামদ, শারহ যাদিল মুসতানকি' (শামিলা)
১১১. হায়াত সিন্দী, মুহাম্মাদ হায়াত ইবন ইবরাহীম (১১৬৩ হি), ফাতহুল গাফূর (শামিলা)

গ্রন্থাকার রচিত কয়েকটি বই

১। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২। এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩। হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪। রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৫। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
৬। খুতবাতুল ইসলাম: জুমআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
৭। ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত
৮। বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৯। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল
১০। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১১। মুসলমানী নেসাব
১২। মুনাজাত ও নামায
১৩। সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৪। আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৫। সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৬। তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
১৭। ইমাম আবু হানিফ (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৮। সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯। কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২০। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে ঈসা মাসীহের মর্যাদা
২১। কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে পাপ ও মুক্তি
২২। বাইবেল ও কুরআন
২৩। بُحُوثٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيْث (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
২৪। A Woman From Desert
২৫। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
২৬। মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
২৭। ইযহারুল হক্ক (আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
২৮। ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৭১৫৪০০৬৪০
০১৯২২১৩৭৯২১, ০১৯৮৬২৯০১৪৭
www.assunnahtrust.com
www.assunnahpublications.com